স্বর্গ হতে বড়

(ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত)

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম-এ

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক :

শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি-এস-সি

শ্রীগুরু লাইব্রেরী

২০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মুদ্রাকর :

শ্রীননীগোপাল সিংহ রায়

তারা প্রেস

১০. বি, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিঃ
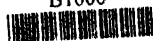
ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনয় রজনী

শনিবার, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭

সংগঠনকারীগণ ঃ

সত্বাধিকারী	...	শ্রীসলিলকুমার মিত্র
পরিচালক	...	শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত
সুরশিল্পী	...	শ্রীধীরেন দাস
মঞ্চ-শিল্পী	...	শ্রীনরেন্দ্র বসু মল্লিক
স্মারক	...	শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য
রূপসজ্জাকর	...	শ্রীনন্দলাল গাঙ্গুলী
মঞ্চতত্বাবধায়ক	}	শ্রীযতীন্দ্র চক্রবর্ত্তী শ্রীঅনিল বসু
আবহ সঙ্গীত	...	"ষ্টার অর্কেষ্ট্রা।"
যন্ত্রীসঙ্ঘ	...	শ্রীধীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায় শ্রীপূর্ণ দাস শ্রীমিহির মিত্র

অভিনেতৃ সঙ্ঘ

অমরেশ	...	মহেন্দ্র গুপ্ত
বিনায়ক	...	বিপিন মুখার্জ্জি
মণিশঙ্কর	...	ভূমেন রায়
গোকুল	...	বিপিন গুপ্ত
প্রহ্লাদ বাগ্‌দী	...	পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য
দেবনাথ	...	রবীন ঘোস
নিত্যানন্দ	...	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
পল্লব	...	চন্দ্রশেখর দে
ক্যাপ্টেন সেন	...	মিঃ ম্যালকম্‌
হরনাথ	...	রবি রায় চৌধুরী
বামদেব	...	শৈলেন রায়
চন্দোরা	...	কালীপদ চক্রবর্ত্তী
মাণিক সর্দ্দার	...	শান্তি দাশ গুপ্ত
প্রবাসী ভদ্রলোক	...	বাণীবাবু
১ম মাদ্রাজী	...	কমল বন্দ্যোপাধ্যায়
কেষ্ট	..	নলিন বাগ
বনমালী	...	বিদ্যুৎ পাল
রতু জেলে	...	বিষ্ণু সেন
রাঘবন্‌	...	ফণি সাহা
মণ্টু	...	শ্রীমতী অন্নপূর্ণা
মানসী	...	শ্রীমতী পূর্ণিমা
অমিতা	...	শ্রীমতী অপর্ণা
রুবী	...	শ্রীমতী রেখা দত্ত
ইলোরা	...	শ্রীমতী আশা বোস
রীটা	...	শ্রীমতী সরসী

চরিত্র পরিচয়

অমরেশ	...	বিপ্লবী রাজবন্দী
বিনায়ক	...	চন্দনপুরের তরুণ জমিদার
গোকুল	...	চন্দনপুরের দেওয়ান
মণিশঙ্কর	...	রূপচাঁদপুরের কুমারবাহাদুর
হরনাথ	...	রূপচাঁদপুরের সরকার
প্রহ্লাদ	...	বাগ্‌দী সর্দ্দার
দেবনাথ, চন্দোরা, মানিক	...	বাগ্‌দীগণ
নিত্যানন্দ	...	তরুণ কর্ম্মী
পল্লব	...	তরুণীদের কবি-বন্ধু
ক্যাপ্টেন সেন	...	ডাক্তার
মন্টু	...	মানসীর পুত্র
রাঘবন্	...	মানসীর ভৃত্য
রতু	...	জেলে
বামদেব, কেষ্ট	...	মানসীর ভৃত্য
বনমালী	...	অমরেশের ভৃত্য

মাদ্রাজীগণ, ভিজাগাপট্টমের প্রবাসী ভদ্রলোক,
বাগ্‌দীগণ প্রভৃতি।

মানসী	...	চন্দনপুরের জমিদার কন্যা
অমিতা	...	অমরেশের ভগ্নী
রুবী, রীটা, ইলোরা	...	মানসীর বান্ধবী

স্বর্গ হতে বড়

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[মানসীদের কলিকাতার বাড়ীর ড্রয়িং রুম। মানসীর জন্মদিন উপলক্ষে উৎসব আয়োজন হইয়াছে। তরুণ-তরুণী অভ্যাগতের দল। ইলোরার উর্ব্বশী নৃত্যে যবনিকা উঠিল। নৃত্য শেষে সকলে করতালিধ্বনি করিল।]

পল্লব। অনবদ্য—অনবদ্য! মিস্ ইলোরার এই উর্ব্বশী নৃত্য দেখেই কি কবিগুরু লিখেছেন—

"নহ মাতা নহ কন্যা,—
হে নন্দন নিবাসী উর্ব্বশী"।

রুবী। Shame! পল্লব, তোমার এ রকম বাড়াবাড়ি আমার মোটেই ভাল লাগে না।

পল্লব। কেন? বাড়াবাড়ি কেন? এমন সুন্দর—

রুবী। কি সুন্দর? তরুণী ইলোরা দেবী, না তাঁর dance?

বিটা। Fie,—তোমাদের আলোচনা Bearer মত ঈষৎ তিক্ত হ'য়ে উঠেছে রুবী, ওতে খানিকটা soda মিশিয়ে নাও।

রুবী। মানে?

পল্লব। মানে এই ঈষৎ অন্ধকার দিকচক্রবালে অরুণ হাসির, কাঞ্চন বাঁশীর, তরুণ—

কবী। Shame—ওসব সস্তা কাব্যিক হেঁয়ালী রেখে দাও পল্লব।

(মানসীর প্রবেশ)

এই যে আমাদের hostess এসেছেন। তোর জন্মদিন উপলক্ষে আমরা এসেছি ভাই, অনুরোধ রাখতে হবে, তুই আমাদের একখানা গান শুনিয়ে দে!

পল্লব। That's it—That's it, কবিতার মিল পাচ্ছিলুম না বলে খাবি খাচ্ছিলুম, আপনি দায় উদ্ধার করুন শ্রীমতী I mean Miss মানসী দেবী।

মানসীর গান

হে অভিমানিনী, নীরবে যামিনী
বসিয়া থেকো না,
ললিত রাগিণী
গাহ ললিত রাগিণী।
এল পরম লগন,
অধীর পবন বহে মল্লিকা বনে
হোথা গগনে তারা জাগে নিদ্রাহারা
শুনি চরণ-ধ্বনি।
গাহ ললিত রাগিণী।
অশোক কিংশুক রাঙা
হেরি কার উত্তরীখানি
ঝঙ্কৃত দিকে দিকে
মর্ম্মর বন-বাণী,
বুঝি সেই সঙ্গীতে বলে যায় ইঙ্গিতে
জাগো তিমিরবাসিনী।
গাহ ললিত রাগিণী।

পল্লব। অনবদ্য—অনবদ্য! আপনার সুর ধারায়, মনে হয় যেন, ধ্যানমগ্ন হিমাদ্রী শৃঙ্গের গলিত নীহারধারা—

রুবী। Shame!

ইলোরা। ভাই মানু, তোর দাদাটীকে তো দেখতে পাচ্ছি না! আমাদের receive করে ড্রইংরুমে চালান করে দিলেন,—আর তাঁর টিকির নাগালটী নেই!

রুবী। Shame! পাকা পাঁচ বছর whole continent tour করে এলেন Mr Roy, তাঁর সম্বন্ধে "টিকি" শব্দ প্রয়োগ—মানে তাঁর অপমান!

মানসী। উহুঁ,—এটা কিন্তু ঠিক বল্লিনে রুবী। দাদা continent ঘুরে এলে কি হবে! এখনো একেবারে পাক্কা ভশ্চাযি্যর মত তিন সন্ধ্যা গায়ত্রী পড়ে। এতদিন টিকি রাখে নি কেন তাই ভাবি।

রুবী। বলিস্ কি?

মানসী। হাঁ ভাই, বিলেত থেকে ঘুরে এল, বিলিতি আদব-কায়দা দুরস্ত হওয়া দূরে থাক, এমন কি মাঝে মাঝে মনে হয়, দাদা যেন আমাদের এই বালীগঞ্জ societyরও below par! না আছে জামা-কাপড়ের দিকে লক্ষ্য, না আছে কথাবার্ত্তার একটু রস, একেবারে কাঠ খোট্টা ভাব।

ইলোরা। I see, তোর দাদা, রাগ করিস্‌নে ভাই, ওই আনাড়ী অমিতা চৌধুরীকে বুঝি তাই এত পছন্দ করেন?

পল্লব। Oh, not that! They like each other, simply

because—দুর্ভাগিনী বঙ্গ জননীর শৃঙ্খল মোচনের জন্য ওই দুটী আত্মনিবেদিত প্রাণ—

রুবী। Shame—

(নেপথ্যে ঘণ্টাধ্বনি)

মানসী। ওই যে তোমাদের খাবার ready! চল ভাই সব—

ইলোরা। কিন্তু তোর দাদা—

মানসী। দাদা অমির সঙ্গে গল্প ক'র্চ্ছে। তিন-চারবার ডেকেছি, না এলে আমি কি ক'রব? এতগুলো guest তো ওদের জন্য উপোষ দিয়ে থাকবে না। আয়—

পল্লব। কিন্তু Miss Manoshi! আপনার জন্মদিনে,—এক আপনি বাদে সবাই অতিথি! আপনার দাদা এবং অমিতা দেবীর সম্বন্ধে তবে আপনার এ অবহেলা কেন? দাতাকর্ণ যে দেশে জন্মেছেন, শিবিরাজা শ্যেনপক্ষীকে দেহমাংস দান করেছেন, যে দেশের কবি গেয়েছেন—

"না জাগিলে ভারত ললনা
এ ভারত আর জাগে না, জাগে না"।

রুবী। Shame—

[সকলের প্রস্থান

(অপরদিক হইতে বিনায়ক ও অমিতার প্রবেশ)

বিনায়ক। আসুন অমিতা দেবী; মানু তার পঙ্গপাল নিয়ে চলে গেছে,—আর ড্রইংরুমটাও যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। এখানে স্বচ্ছন্দে কথা কইতে পারব।

অমিতা। আপনি মানুষ বন্ধুবান্ধবদের দস্তুর মত ভয় পান দেখছি!

বিনায়ক। ভয়! (উচ্চহাসি)

অমিতা। হাসছেন যে?

বিনায়ক। হাসবো না! Potato chips আর salted বাদামকে ভয়?

অমিতা। Potato chips আর salted বাদাম?

বিনায়ক। তা নয় তো কি? ওদের কাছে মেয়েদের দাম ততক্ষণ,—যতক্ষণ potato chips-এর মত মেয়েরা থাকে মুচমুচে;—আর ছেলেদেরও কদর ততক্ষণ—যতক্ষণ তাদের থাকে salted বাদামের মত Bank balance এর পুরু coating! জানেন তো,—The world is a stage! আর সেই stage-এর auditorium এ বিকোচ্ছে ঐ সব সভ্যতার oilpaper মোড়া potato chips আর salted বাদামগুলো, চার আনা প্যাকেট দরে।

অমিতা। Mr Roy—

বিনায়ক। ওদের আলোচনা ছেড়ে দিন, এইবার আপনার দাদার কথা বলুন।

অমিতা। আমার দাদার কথা?

বিনায়ক। হ্যাঁ, পাঁচ বছর আগে আমি যখন London-এ I. c. s পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছিলুম, তখন ভারতের তরুণ কর্মী অমরেশ চৌধুরীর নাম আমি অনেকবার খবরের কাগজে পড়েছি। দেশের জন্য তাঁর আত্মত্যাগের যতটুকু খবর ওদেশে পৌঁছেছে, তাতেই সাগর পার হ'তে তাঁর উদ্দেশ্যে আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি। হঠাৎ একদিন

কাগজ খুলে দেখলুম—অমরেশ চৌধুরী রাজবন্দী, তাঁর প্রতি তিন বছরের কারাদণ্ড হয়েছে!—শুনে মনে যে সেদিন কতখানি আঘাত পেয়েছিলুম, আপনাকে ব'লতে পারব না অমিতা দেবী! কে জানতো তখন, যে ভারতে ফিরে এসে সেই অমরেশ চৌধুরীর ভগ্নী অমিতা দেবীর সঙ্গে আমার এমন আকস্মিকভাবে পরিচয় হবে।

অমিতা। আপনার বোন মানু যে আমার বান্ধবী!

বিনায়ক। তাতেই আরো বেশী বিস্মিত হই। মানুর সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব সম্ভব হ'ল কি করে? আপনারা দু'জনে মনে হয় যেন এমন দুটী ভিন্ন গ্রহের অধিবাসী,—যারা কোনদিন একসঙ্গে মিলতে পারে না!

অমিতা। অথচ আমাদের সেই মিলনই সম্ভব হ'ল। দাদা বন্দী হবার পর বৌদি বাড়ীতে একা পড়লেন; আমি Hostel ছেড়ে বাড়ীতে এলুম বৌদির সঙ্গী হব বলে। দাদার imprisonment এর ঠিক দুমাস বাদেই বৌদিও মারা গেলেন।

বিনায়ক। কি হয়েছিল তাঁর?

অমিতা। ডাক্তারে বলে থাইসিস, কিন্তু আমার যেন মনে হ'ল, বৌদি নিজেকে ত্যাগের আগুনে নিঃশেষে দগ্ধ করে দিয়ে চলে গেছেন। তাঁর শেষ কথাগুলো আজও কাণে বাজে,—"ভাই অমি, তোমার দাদা ফিরে এলে বলো, আমি তাঁকে ছেড়ে স্বর্গে যাইনি, তিনি যে মাটীকে স্বর্গের চেয়ে বড় বলে ভালবাসতে শিখিয়েছিলেন, আমি সেই বাংলার মাটীতেই ঘুমিয়ে রয়েছি।"

বিনায়ক। অমিতা দেবী—

অমিতা। হাঁ, কি বল্‌ছিলুম, বৌদির সঙ্গী হ'তে বাড়ী এসেছিলুম। বৌদি চলে গেল—আমার নিঃসঙ্গ জীবন আর যেন কাটতে চায় না। অতবড় বাড়ী ভুতুড়ে বাড়ীর মত খাঁ খাঁ কর্চ্ছে, একবার ভাবলুম বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যাই, আবার Hostel এ গিয়ে বাসা বাঁধি; অমনি মনে হ'ল, বৌদি যেন ছটী অশ্রুসজল চোখে মিনতি ক'চ্ছেন, "যেয়ো না ঠাকুরঝি, তোমার দাদা ফিরে না আসা পর্য্যন্ত এ বাড়ী ছেড়ে চলে যেয়ো না।" কি ক'রব? থাকব না যাব—এই নিয়ে সারা মনে তোলপাড় জাগছে, সেই সময় হঠাৎ একদিন ঝড়ের মত এসে হাজির হ'ল আপনার বোন্ মানু।

বিনায়ক। তারপর? মানু এসে কি বল্‌ল আপনাকে?

অমিতা। জিজ্ঞাসা করল, বৌদি কোথায়? আমি বললুম, তিনদিন হ'ল মারা গেছে। সে হঠাৎ চম্‌কে উঠল, তার একটু পরেই আবার ঝড়ের মত বেরিয়ে যাচ্ছিল, আমি তার একখানি হাত টেনে ধরলুম, জিজ্ঞাসা করলুম—তুমি কে? সে বল্‌লে—আমি মানসী, অমরেশবাবুর স্ত্রী আমার বন্ধু ছিলেন। আমরা একসঙ্গে পড়তুম।

বিনায়ক। মানু একসঙ্গে পড়তো! ডায়োসেশনে বোধ হয়?

অমিতা। জানি না,—তার আগে আমি কোনদিন ওকে দেখেছি ব'লেও মনে পড়ে না। আমি তো বাড়ীতে বেশী থাকতুম না। এমনি আমার দুর্ভাগ্য যে, দাদা বন্দী হবার সময় পর্য্যন্ত আমি তাঁর কাছে ছিলুম না।

বিনায়ক। কি করে বন্দী হয়েছিলেন তিনি, জানেন?

অমিতা। বৌদি একদিন বলছিলেন, দাদার গুপ্ত সমিতিতে একটি

নূতন মেয়ে ঢুকেছিল, অনেকে সন্দেহ করে তারই নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য দাদা ধরা পড়েন।

বিনায়ক। তাই নাকি? কে সে মেয়েটী?

অমিতা। তা জানি না, জানবার কোন উপায়ও নেই। দাদা নাকি জেল ফটকে পা দিয়েও সহকর্ম্মীদের হুঁসিয়ার করে দেন, কেউ যেন তাঁর জন্য মেয়েটীকে কথনো এতটুকু অপমান না করে; এমন কি তার নাম পর্য্যন্ত কারু কাছে প্রকাশ না করে।

বিনায়ক। আশ্চর্য্য! তারপর?

অমিতা। তারপর আর কি? দেশকে ভালবেসেছিলেন—এই অপরাধে দাদার হ'ল জেল।

বিনায়ক। কিন্তু শুনেছি তিন বছরের জন্য নাকি তাঁকে মান্দ্রাজে অন্তরীন রেখেছিল। সে তিন বছর কি এত দিনেও শেষ হয় নি?

অমিতা। দাদা মান্দ্রাজে অন্তরীন থেকে মুক্তি পেয়েছেন ছমাস আগে; তাঁর সঙ্গীরা সব বাংলাদেশে ফিরে এসেছেন।

বিনায়ক। আর আপনার দাদা?

অমিতা। কেউ তাঁর সংবাদ কিছু জানে না। মান্দ্রাজে থাকতে দাদা কঠিন রোগে আক্রান্ত হ'ন! কেউ বলে থাইসিস্ হয়েছে, কেউ বলে পাগল হ'য়ে গেছেন।

বিনায়ক। সেকি!

অমিতা। ছ'মাস আগে যাঁরা দেশ ফেরবার সময় তাঁকে শেষ দেখেছেন, তাঁদের মুখেও শুনেছি—সেই দীর্ঘদেহ ইস্পাতে গড়া মানুষটিকে আর নাকি মানুষ বলে চেনা যায় না। শুধু একটা জীর্ণ কঙ্কাল; যেন সে অমরেশ চৌধুরী নয়—সে যেন তাঁর অশরীরী প্রেতাত্মা।

বিনায়ক। অমিতাদেবী, অমিতাদেবী—

অমিতা। জানেন মিঃ রায়, আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, যদি সেই অশরীরী প্রেতাত্মাকেও একবার কাছে পেতুম, তাহ'লে সেবা দিয়ে, আমার আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে, সেই কঙ্কাল দেহে আমি রক্ত মাংসের সঞ্চার করতুম, আমি তাঁকে আবার বাঁচিয়ে তুলতুম, কিন্তু সে হবার নয়। আজ ছ'মাস—ছ'মাস আগে মুক্তি পেয়েও তিনি নিরুদ্দেশ। আর তাঁর জীবনের আশা করি কেমন করে?

বিনায়ক। কোথায় গেলেন তিনি তাঁর সঙ্গীরা কেউ জানে না?

অমিতা। কেউ না, মুক্তি পেয়ে সবাই বল্ল—"দাদা দেশে চলুন।" দাদা হেসে উঠলেন "অর্থাৎ আবাব সেই পরাধীনতাব শেকল বইতে?" বলেই পাগলের মত সে কি অট্টহাসি। সবাই চমকে উঠল্, দাদা দূরে আঙ্গুল দেখিয়ে বল্লেন, নেতাজীর সেই বাণী—"চলো দূরে বহুদূরে পাহাড় পর্ব্বত পেরিয়ে" বল্‌তে বল্‌তে তিনি হঠাৎ সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। হাঁ—হাঁ করে সবাই ছুটে এল—কত খুঁজল—দাদার কোন চিহ্ন নাই। কেউ বলে ডুবে গেছেন, কেউ বলে সাঁতার কেটে পালিয়েছেন। কোথায়—কেউ জানে না।

বিনায়ক। অমিতাদেবী, আমরাও মন বল্‌ছে, তিনি বেঁচে আছেন, তিনি জলে ডুবে মরতে পারেন না। এখনও যে এই পরাধীন দেশ তাঁকে চায়, এখনও যে তাঁর অনেক কাজ বাকী রয়ে গেছে।

অমিতা। ঠিক ওই আশা আমিও করি বিনায়কবাবু। আমার দাদাকে এখনো এ দেশ চাইছে—

(বনমালীর প্রবেশ)

বনমালী। দিদিমণি—

অমিতা। কিরে বনমালী ?

বনমালী। শীগ্‌গীর একবার বাড়ী যেতে হচ্ছে দিদিমণি; একটা চোর ধরা পড়েছে !

অমিতা। চোর ? কি ক'রে ধরলি ?

বনমালী। খানিক আগে দেখলুম,—রাস্তার ধারের ডাষ্টবিনে কতকগুলো ভিখারী ভাত কুড়িয়ে খাচ্ছে, মনে হ'ল তারই একটা কোন ফাঁকে বাড়ী ঢুকে পড়েছে।

বিনায়ক। তারপর ?

বনমালী। তাড়া করতে ছুটে পালাচ্ছিল, কিন্তু পালাবার ক্ষ্যামতা হ'ল না। লোকটা হয়ত অনেকদিন কিছু খেতেই পায় নি, আমাদের তাড়া খেয়েই একেবারে ভয়ে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ল।

অমিতা। অজ্ঞান হ'য়ে গেছে ?

বনমালী। হ্যাঁ, সেই অবস্থাতেই ফেলে রেখে এসেছি আপনাকে খবর দিতে। দরোয়ান, বিষণলাল ওদের হুঁসিয়ার থাকতে বলে এসেছি। ফটকে গাড়ী রয়েছে, আপনি চলে যান, আমি বরং থানায় একটা ডায়রী—

অমিতা। না, থানায় এখন ডায়রী করতে হবে না। চল আমার সঙ্গে।

বিনায়ক। চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে—

(সদলে মানসীর প্রবেশ)

মানসী। কোথায় যাচ্ছ দাদা?

বিনায়ক। মান্নু, অমিতা দেবীর বাড়ীতে চোর ধরা পড়েছে।

মানসী। চোর ধরা পড়েছে? তা তুমি কি পুলিসের ইন্‌স্পেক্টর নাকি যে বাড়ীতে এতগুলো guest ফেলে রেখে তোমাকে সেখানে enquiryতে না গেলেই নয়!

বিনায়ক। মান্নু!

অমিতা। আপনি থাকুন বিনায়কবাবু, আমি যাচ্ছি।

বিনায়ক। কিন্তু—

অমিতা। এর মধ্যে কোনো কিন্তু নেই বিনায়কবাবু, বিপ্লবী অমরেশ চৌধুরীর বোন্ দরকার হলে যে কোন চোর ডাকাতের সামনে একাই দাঁড়াতে পারে। আসি ভাই মান্নু, তোমাদের ভোজ খাওয়া আজ আর আমার বরাতে সইল না। কিছু মনে করোনা।

[প্রস্থান

ইলোরা। যাই বলুন মিঃ রায়, আমি ভাবতেও পারি নে, আপনি একজন পাকা আই, সি, এস্ হয়ে…ওই রকম—

বিনায়ক। উহুঁ, মাফ ক'রবেন Miss Ilora Bose, আমি I. C. S. হইনি—continent ঘুরে এলেও শেষ পর্য্যন্ত ও লেজুড়টা আমার দেহের সঙ্গে যুক্ত করে আনিনি।

রুবী। তবে যে শুনেছিলাম—

বিনায়ক। আপনারা এমন অনেক কিছুই শোনেন, যা আপনাদের কর্ণে পৌঁছুবার আগে—হয়ে আসে একটু বিশেষ ভাবে রঞ্জিত।

মানসী। যাদের কথা ব'লছ, তাদের ভেতর নিশ্চয় মিস অমিতা চৌধুরী নেই ?

বিনায়ক। নিশ্চয়ই না, অমিতা তোদের মত ছুনিয়াকে রঙ্গীন কাঁচ চোখে দিয়ে দেখে না।

মানসী। তার দৃষ্টি বড় প্রখব, সোজা এসে বুকে বেঁধে, তাই না ?

বিনায়ক। মনু, তুই যে এতখানি—

মানসী। আমি কি ? বল ?

বিনায়ক। না—কিছু না।

মানসী। কেন, বলনা ? আমার আজ জন্মদিনের উৎসব। মা বাবা তো নেই, তাঁরা আর আমায় এদিনে কেউ আশীর্ব্বাদ করতে আসবেন না। আজ আমাব বন্ধু বান্ধবীরা আমার দাদার আশীর্ব্বাদটুকু শুনে যাক্। বলে ফেল, আমি কি ?' বলে ফেল—কি তোমার আশীর্ব্বাদ ?

বিনায়ক। আজ তোর জন্মদিন ! আমার—আমার ভুল হ'য়ে গেছে। আমার বড় অন্যায় হয়েছে মানু, তোর আপন ভোলা দাদাকে ক্ষমা কর্ বোন্। আপনারা আজ আমার ছোট বোনেব জন্মদিন উপলক্ষে তার আনন্দময় দীর্ঘজীবন কামনা করতে এসেছেন, আমি আপনাদের অভ্যর্থনা করতে ভুলে গেছি। আপনারাও আমায় ক্ষমা করুন।

সকলে। That's o.k, no formality please !

মানসী। না, ওরা কেউ তোমায় ক্ষমা ক'রবে না।

বিনায়ক। মানু—মানু— (হাত ধরিলেন)

মানসী। ক্ষমা তোমাকে আমরা সবাই করতে পারি, এক সর্ত্তে—

বিনায়ক। কি সর্ত্ত?

মানসী। আমাদের সঙ্গে আজ তোমায় Light House-এ যেতে হবে।

বিনায়ক। Light House-এ?

মানসী। হাঁ, Love's parade দেখতে!

অনেকে। Yes, Yes.

বিনায়ক। বেশ, তোমরা খুসী হলে আমি তাতেই প্রস্তুত।

(নেপথ্যে টেলিফোন বাজিল)

বিনায়ক। Telephone বাজছে,—আমি আসছি—দুমিনিট।

[প্রস্থান

ইলোরা। Mr Roy যে এত সহসা রাজী হবেন যেতে, আমি কিন্তু সত্যিই ভাবতে পারিনি মানু।

রুবী। Shame! না ভাবতে পারার কারণ?

মানসী। দাদাকে তোরা বাইরে থেকে যা ভাবিস, আমার দাদা কিন্তু মোটেই তা নয়। বাইরের আচার ব্যবহার অনেকটা rough, কিন্তু মন ওর বড্ড নরম। বিশেষ করে আমার জন্য দাদা সব করতে পারে।

(বিনায়কের প্রবেশ)

বিনায়ক! মানু—মানু, বড় আশ্চর্য্য খবর অমিতার—

মানসী। কি?

বিনায়ক। না, আমি অমিতার ওখানে চললুম।

মানসী। সে কি? আমাদের নিয়ে যাবে না Love's parade দেখতে—

বিনায়ক। Love's parade! হুঁ এখন Love's parade খবারই সময় বটে

[প্রস্থান

ইলোরা। Mr Roy—Mr Roy—

মানসী। থাক, ডাকবার দরকার নেই।

রুবী। কিন্তু এভাবে চলে যাবার মানে কি ভাই?

মানসী। মানে আবার কি? শুনলিনে, দাদার এখন Love's parade দেখবার সময় নেই, দাদা যাচ্ছেন এখন Love's parade করতে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[শয্যায় শায়িত রুগ্ন অমরেশ। ক্যাপ্টেন সেন, বনমালী ও অমিতা তাহার শুশ্রূষা করিতেছিল। ঘরের মধ্যে নিস্তব্ধতা ; সকলের মুখেই আতঙ্কের চিহ্ন। সহসা অমরেশ চীৎকার করিয়া উঠিল।]

Captain Sen। মিঃ চৌধুরী, আমার কথা শুনুন, একটু চুপ করে শুয়ে থাকুন,—একটু বিশ্রাম করুন।

অমরেশ। Hush। কথা কয়ো না, শুনছ না, আমায় ডাকছেন,—আমি আসছি—আমি আসছি—

Capt Sen। কোথায় যাবেন ? কে ডাক্‌ছে ?

অমরেশ। নেতাজী—নেতাজী ডাক্‌ছেন, "এগিয়ে চল সৈনিক, দূরে বহু দূরে, ঐ নদী ছেড়ে—ঐ জঙ্গল, ঐ পাহাড় পর্ব্বত ছেড়ে আমাদের দেশ। ঐ দেশ আমাদের জন্মভুমি, ঐ দেশে আবার আমরা ফিরে যাব। শোনো,—ভারত আমাদের ডাকছে, ৩৮ কোটী ৮০ লক্ষ ভারতবাসী আমাদের ডাক্‌ছে।" আমি শুনেছি—সে ডাক আমি শুনেছি ! নেতাজী,—আমি যাচ্ছি—আমি যাচ্ছি।

(উঠিতেছিলেন, ক্যাপ্টেন তাহাকে ধরিলেন)

Capt Sen। কোথায় যাচ্ছেন ? বসুন—বসুন। বনমালী, শীগগীর ধর—শুইয়ে দাও।

অমরেশ। আঃ ছাড়ো—ছেড়ে দাও Jailor, ভাল চাও তো ছেড়ে দাও, নইলে কারাপ্রাচীর ভেঙ্গে ফেলব, পাষাণে মাথা খুঁড়ব ; Jailor, ছাড়ো—Jailor, ছাড়ো।

Capt Sen। Jailor নই—আমি Jailor নই—ভাল করে তাকিয়ে দেখুন মিঃ চৌধুরী—

অমরেশ। তুমি—তুমি কে ?

Capt Sen চিনতে পাচ্ছেন না আমায়।

অমরেশ। রাজ পরিচ্ছদ শোভিত মহাবীর, হ্যাঁ চিনেছি বৈ কি! তুমি রাজা দুর্য্যোধন নবনারায়ণকে বাঁধতে এসেছ? বাঁধো—বাঁধো, আমি ততক্ষণ ঘুমুই। (শুইয়া পড়িলেন)

ওগো নিদ্রে, নিশীথের গভীর গহ্বরে
কোথায় লুকায়ে রেখেছিলে এই সব দুরন্ত চপলা কিরণ বালা!
কিসের লাগিয়ে পলক ভেদিয়া মোর—
তারার উপরে তারা নৃত্য করে।
তারপর—ওকি ও মধুর—ওকি ও সুন্দর—
ওকি মূর্ত্তি নবীন নীরদ ?
বাসুদেব! এমন মধুর তুমি ?
মৃণাল তন্তুর স্পর্শে কম্পিত তোমার তনু—
তোমারে বাঁধিবে ?
কে বাঁধিবে ? কে বেঁধেছে কবে ? (ঘুমাইয়া পড়িলেন)

Capt Sen।—বোধ হয় এবার ঘুমিয়েছেন।

অমিতা। কি বুঝছেন ক্যাপ্টেন সেন ?

Capt Sen। দেখুন, এঁর রোগের বিষয় এত তাড়াতাড়ি আপনাকে আমি ঠিক করে কিছু বলতে পারবো না। ঠিক diagnosis করতে আমায় একটু সময় দিতে হবে।

অমিতা। থেকে থেকে অমন চেঁচিয়ে উঠছেন, কাউকে চিনতে পাচ্ছেন না।

Capt Sen। আপনাকে তো আগেই বলেছি, অনেকটা Insanityর লক্ষণ। এখন বিশ্রাম করতে দিন, যে ওষুধটা দিয়েছি—দুঘণ্টা পরে পরে খাওয়াতে চেষ্টা করবেন। ভাল কথা, আমি তো আপনার next door neighbour, উনি মাঝে মাঝে যে রকম furious হয়ে ওঠেন, যদি কোন বেটাছেলের দরকার হয়, আমার বাড়ীতে—

অমিতা। ধন্যবাদ ক্যাপ্টেন, বনমালী রয়েছে.—আমাদের এক বিশেষ অন্তরঙ্গ সুহৃদকেও টেলিফোন করেছি, তিনিও এখখুনি এসে পড়বেন। এরপরেও যদি কারুকে দরকার হয়,—আপনাকে নিশ্চয়ই খবর পাঠাব।

Capt Sen। আচ্ছা, নমস্কার—

অমিতা। নমস্কার।

[ক্যাপ্টেন সেনের প্রস্থান

অমরেশ। (ঘুমেরঘোরে)—

"যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে
সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা আশঙ্কা জাগিছে মৌন মন্তরে,
দিক্‌দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা,
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর—
এখনি অন্ধ বন্ধ করো না পাখা।"

এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, ভয় কি? দেহ এগুতে চাইছে না? তবু যেতে হবে, বহুদূরে যেতে হবে।

(ঘুমিয়ে পড়িলেন)

(ইতিমধ্যে সন্তর্পনে বিনায়ক প্রবেশ করিল। রুগীকে সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করিল, তারপর অমিতার সঙ্গে চাপা গলায় কথা বলিতে লাগিল।)

অমিতা। (বিনায়কের মৌন প্রশ্নের উত্তরে) ক্যাপ্টেন সেন দেখে গেলেন, বললেন Insanityর লক্ষণ!

বিনায়ক। Insanity?

অমিতা। হ্যাঁ, এ এক অদ্ভুত ধরণের Insanity, মাঝে মাঝে এমন স্বাভাবিক মানুষের মত কথা বলবেন,—মনে হবে, উনি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ। কিন্তু একটু পরেই যে কে সেই।

বিনায়ক। আপনার দাদা আপনাকে কিছু বলছিলেন?

অমিতা। কিছু না, এককালে খুব কাব্য ও সাহিত্য চর্চ্চা করতেন, মাঝে মাঝে তাই আবৃত্তি কর্চ্ছেন শুধু।

বিনায়ক। আপনাকে চিন্‌তে পারেন নি?

অমিতা। না।

বিনায়ক। বাড়ীতে এসেছেন যে তা বুঝতে পেরেছেন?

অমিতা। হয় তো একটু একটু বুঝেছেন। একবার কল্যাণী বলে ডাকছিলেন।

বিনায়ক। কল্যাণী?

অমিতা। কল্যাণী আমার বৌদির নাম।

বিনায়ক। ওঃ! উনি কি আপনার বৌদির মৃত্যু সংবাদ শুনেছেন ?

অমিতা। কাকে কি সংবাদ শোনাব আমি বলুন তো মিঃ রায় ? ওঁর সঙ্গে কথা বলা, সে যেন জলের গায়ে দাগ কাটবার চেষ্টা।

বিনায়ক। দেখুন, আমার মনে হয়, ঐ টেবিলটার ওপরে আপনার বৌদির একখানা ছবি রেখে দিলে ভাল হয়, জেগে উঠে চোখে পড়লে হয় তো বা memory একটু ফিরেও আসতে পারে।

অমিতা। বেশ, আমি ছবি এনে রাখছি।

বিনায়ক। হ্যাঁ,—আমি বরং মান্নুকেও একটা টেলিফোন করি এখানে চলে আসতে।

অমিতা। মান্নুকে ? কেন ?

বিনায়ক। আপনার মুখেই তো শুনেছি, মান্নু আপনার বৌদির বন্ধু ছিল। আপনার দাদা বন্দী হবার আগে আপনি তো এখানে ছিলেন না! ছিলেন আপনার বৌদি, আর সেই সূত্রে মান্নুও নিশ্চয় এখানে আসত! তাই ওকে দেখলেও হয় তো আপনার দাদার লুপ্ত স্মৃতি জাগতে পারে।

অমিতা। হ্যাঁ, হয় তো পারে! কিন্তু তবু না-না মিঃ রায়, আপনি তাকে এখানে ডাকবেন না।

বিনায়ক। কেন ?

অমিতা। আমি সব অপমান সইতে পারি, কিন্তু আমার দাদার নাম করে তাকে ডাকলে, তবু যদি সে না আসে, সে অপমান আমি কিছুতে সইতে পারব না।

বিনায়ক। আপনার দাদার যাতে এতটুকু অসম্মান হয়, সে কাজ আমিও ক'রব না মিস চৌধুরী! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার দাদার নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ ক'রব না,—আমি তাকে নিজে গিয়ে ধরে নিয়ে আসব—আমার নিজের দরকার।

[প্রস্থান

অমরেশ। আরে রংলাল, সুখন, মেরে ভাইওঁ, উঠো—দেখো কিত্‌না টাইম হো গয়া। ঘড়িমে ৮ ব্যাজ্‌ রহা হ্যায়। আবিতক্‌ শো কেঁও রহে হো। উঠো মেরে ভাইওঁ। জমাদার সাহাব ক্যাসা খাটিয়া, ক্যাসা মোলাইম বিস্তারা বন্দোওয়াস্ত কর্‌ দিয়া। অওর "সি" ক্ল্যাশ ন্যহি, বিলকুল "এ" ক্ল্যাশ prisoner বন্‌গ্যয়ে হ্যাঁ। জমাদার সাহাব জিন্দাবাদ। জমাদার সাহাব—(হঠাৎ অমিতাকে দেখিয়া) এ কেয়া জমাদার সাহাব? আপ্‌ Lady জমাদার ক্যসে বন গ্যয়!

অমিতা। দাদা—দাদা—

অমরেশ। দাদা!

অমিতা। আমায় চিন্‌তে পার্চ্ছ না দাদা? আমি যে তোমার ছোট বোন অমিতা।

অমরেশ। আমার ছোট বোন অমিতা—ওঃ, ওঃ তুই অমি? আয়, আয়, বোন আমার কাছে আয়—কাছে আয়।

অমিতা। দাদা,—এতক্ষণে আমায় চিন্‌তে পেরেছ দাদা!—

অমরেশ। এই দেখ, কান্না কিসের? না হয় তিন বছর চোখে দেখিনি, তা বলে ভাই তার মায়ের পেটের বোনটাকে চিন্‌বে না? তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে অমি?

অমিতা। দাদা—

অমরেশ। হ্যাঁরে, আমি তো ক'লকাতায় আমার বাড়ীতে এসেছি, এই তো আমার শোবার ঘর,—তাই নয় ?

অমিতা। হ্যাঁ দাদা—

অমরেশ। তা এতদিন বাদে আমি এলুম, তোর বৌদিকে তো দেখছি না ? সে কোথায় ?

অমিতা। দাদা—দাদা—

অমরেশ। ও কিরে ? আবার কাঁদছিস কেন ? কি হ'ল তোর ? কল্যাণী, অমির কাণ্ড দেখে যাও—ও কেঁদেই সারা। ও কল্যাণী—

অমিতা। কাকে ডাকৃছ দাদা—সে নেই—

অমরেশ। নেই ?—

অমিতা। বৌদি আমাদের ছেড়ে চিরদিনের মত চলে গেছে।

অমরেশ। চিরদিনের মত চলে গেছে ? না-না মিছে কথা, সে কোথাও যায়নি,—সে যেতে পারে না।

অমিতা। দাদা—

অমরেশ। তিন বছর বন্দী জীবন-যাপন করেছি। কারাগারের অন্ধকারে আলোর শিখার মত জল্ জল্ করে উঠেছে তার চোখ দুটী। মুক্তির আনন্দে সমুদ্রগর্ভে ঝাঁপ দিয়েছি, সাগরের ঢেউএ ঢেউএ শুনেছি তার কলহাস্য। ভাসতে ভাসতে নিশাবসানে দিকচক্র রেখায় রাঙা সূর্য্যোদয় দেখলুম ; মনে পড়ল কল্যাণীর সীমন্তের উজ্জল সিঁদুরের টিপ। ঘর ছাড়া আমি, কল্যাণী আমায় ঘরে ফিরিয়ে এনেছে। নইলে

কি দরকার ছিল, এই শক্তিহীন-অকর্ম্মণ্য কঙ্কাল দেহকে এত যত্ন করে বয়ে আনবার! সে যায়নি অমি; সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

অমিতা। সে ঘুমিয়েছে—এই দেশের মাটীতে, যে মাটীকে সবার বড় বলে ভালবাসতে শিখিয়েছিলে,—সেই মাটীতে।

অমরেশ। আমার দেশের মাটীতে ঘুমিয়েছে? ঘুমোক তবে—ডেকো না,—মায়ের কোলে ঘুমিয়ে একটু জিরোক্। আমি তাকে শান্তি দিতে পারিনি, মায়ের কোলে শুয়ে সে আজ শান্তি পাক।

অমিতা। দাদা—

অমরেশ। আর দাদাকে দিয়ে কি হবে বোন, দাদাকেও এবার ছুটী দে!

অমিতা। দাদা, তুমি অমন কথা বলো না, তোমাকে দিয়ে এখনও যে অনেক কাজ বাকী রয়েছে, তুমি কোথায় যাবে?

অমরেশ। আবার আহ্বান।

যত কিছু ছিল কাজ, সাঙ্গ তো করেছি আজ
দীর্ঘ দিনমান।

জাগায়ে মাধবী বন, চলে গেছে বহুক্ষণ—
প্রত্যূষ নবীন।

প্রখর পিপাসা হানি, পুষ্পের শিশির টানি
গেছে মধ্য দিন।

মাঠের পশ্চিম শেষে, অপরাহ্ন ম্লান হেসে
হোলো অবসান।

পরপারে উত্তরিতে পা দিয়েছি তরণীতে—
তবুও আহ্বান।

(নেপথ্যে মানসী। কেন ডেকে আনলে! কি এমন জরুরী দরকার ছিল এখানে আসবার, যার জন্যে—

(মানসী ও বিনায়কের প্রবেশ)

মানসী। একি! কে এ?

অমরেশ। কে তুমি! কাছে এসো, কাছে এসো—

মানসী। তুমি—তুমি,—ওঃ—আমি যাই—আমি যাই—

অমরেশ। Wait! (মানসী চমকিয়া উঠিল; অমরেশ অট্টহাসি হাসিয়া) চিন্‌তে পেরেছি মানসী, চিনতে পেরেছি।

মানসী। আমায় ছেড়ে দাও অমরেশদা; আমায় যেতে দাও—

অমরেশ। যেতে দেব! কেন দেশের কাজ ক'রবে না?

মানসী। না; আমি দেশের কাজ করতে চাই না—ছাড়ো—

অমরেশ। চাও না! সেদিন কিন্তু—

মানসী। না-না বোলো না,—তোমার দুটী পায়ে পড়ি অমরেশদা,—তুমি কিছু বোলো না।

অমরেশ। ওঃ—আমার ভুল হয়ে গেছে। ওঠ্ মানু, আমি কিছু ব'লব না দিদি,—আমি কিছু ব'লব না।

মানসী। অমরেশদা,—

অমরেশ। কিন্তু একটী কথা আমি তোকে না বলে স্বস্তি পাচ্ছি না দিদি! জেলে গিয়ে দেশকে যেমন করে চিন্‌লুম, বাইরে থেকে তেমন করে কোনদিনই চিনিনি। নিজের হাতে পায়ে শেকল পরেছি, সেই শেকলে যখন হাতে পায়ে দাগ বসেছে, রক্ত ঝরেছে, তখনই বুঝেছি, বন্দিনী মায়ের ব্যথা কতখানি।

মানসী। অমরেশদা!

অমরেশ। পারবি, পারবি তুই মায়ের শেকল ভাঙ্গার ব্রত গ্রহণ করতে?

মানসী। না-না, আমি পারব না—পারব না।

অমরেশ। কেন পারবি নে?

মানসী। কেন? ভুলে গেছ সে কথা? দেশ তো শুধু মাটী দিয়ে গড়া নয়, দেশ হ'ল দেশের মানুষকে নিয়ে। শুধু ক'লকাতা শহরের মানুষ নয়, লক্ষ লক্ষ নিরন্ন গৃহহারা নর-নারীকে নিয়ে তোমাদের এই দেশ। তাদের আমি চিনি না, তাদের সুখ দুঃখের কোন খবর আমি রাখি না—কেন রাখব? আমি ধনীর কন্যা,—ফাষ্ট এম্পায়ারে নাচের আসর জমাই, মোটারের ষ্টিয়ারিং ধরে বিংশ শতকের ধার করা সভ্যতার জয়রথ চালাই। আমি কেন ক'রব দেশ-সেবা? কেন ও নিরন্ন ভিখারীদের জন্য ভোগ-বিলাস ত্যাগ ক'রব? কেন ওদের জন্য জেলে পচে মরতে যাব?

অমরেশ। মানসী—মানসী!

মানসী। এখন আর ডেকে লাভ নেই অমরেশদা; সে লগ্ন পার হয়ে গেছে! আমাদের নিত্যি নূতন বন্ধু জোটানও যেমন একটা hobby দেশ সেবাও তেমনি hobby, খবরের কাগজে বড় হরফে নাম বেরোবে, সেই লোভেই আমার মত মেয়েরা দেশ-সেবা করতে আসে। জানই তো, আমাদের পোষাকের fashion প্রত্যেক বছর পাল্টায়? দেশ সেবার fashionও আমার কাছে এখন তেমনি তিন বছর আগেকার বাসী পচা। [প্রস্থান।

অমরেশ। মানসী—মানসী, আমার ওপর রাগ ক'রে চ'লে যাসনি দিদি, ওরে শোন্—শোন্

অমিতা। সে চ'লে গেছে দাদা, কেন পেছু ডাকৃছ ?

অমরেশ। মানসী চ'লে গেল ! (বিনায়ককে) তুমি—তুমি কে ?

বিনায়ক। আমি মানসীর দাদা, আপনার ছোট ভাই বিনায়ক।

অমরেশ। মানসীর দাদা তুমি ? মানসী দেশের ডাকে সাড়া দেবে না বলছে, কিন্তু তুমি ?

বিনায়ক। দাদা, আমি মানসীর দাদা হ'লেও সম্পূর্ণ আলাদা মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছি।

অমরেশ। কি সে মন্ত্র ?

বিনায়ক। সে মন্ত্র হ'ল, পরাধীন জাতির পক্ষে দেশের জন্য দুঃখ বরণ ছাড়া অন্য কিছু বরণীয় নেই—একমাত্র "বন্দেমাতরম্" ছাড়া অন্য কোন সঙ্গীত নেই,—দেশকে ভালবাসা ছাড়া পরাধীন জাতির হৃদয়ে অন্য কোন ভালবাসার স্থান নেই।

অমরেশ। মন্ত্র গ্রহণ এক কথা, আর সেই মন্ত্রকে আত্মাহুতির ভেতর দিয়ে মূর্ত্ত করে তোলা দুটোতে অনেক প্রভেদ আছে ভাই। কিন্তু সে কথা যাক্। অমি, আমার বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে দিদি, মনে হচ্ছে, ক্ষিদেয় সারা দেহটা অবশ হয়ে আসছে।

অমিতা। আমি এখুনি তোমার খাবার এনে দিচ্ছি।

[প্রস্থান

বিনায়ক। আমাদের আলোচনা অসমাপ্ত রেখে দিলে চলবে না অমরেশদা! আমি যে ব্রত গ্রহণ করেছি,—তাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছি কিনা আপনি আমায় পরখ করে দেখুন।

অমরেশ। পরখ করবার মালিক তো আমি নই! পরাধীন দেশমাতার ওগো জাগ্রত যুবশক্তি, তোমাদের পরীক্ষা নেবে ভাবীকাল।

(খাবার লইয়া অমিতার পুনঃ প্রবেশ)

অমিতা। দাদা, তোমার খাবার এনেছি।

অমরেশ। এনেছিস্,—দে বোন, বড্ড ক্ষিদে, কতদিন যে কিছু খাইনি; মনেও আনতে পারবি না। এত খাবার; এসব কিবে?

অমিতা। এত আর কি? আপেল, নাশপাতি, এক কাপ ovaltine

অমরেশ। আপেল, নাশপাতি ··আর ovaltine,

(নেপথ্যে কোলাহল)

"মা, একটু ফ্যান দাও,—মাগো, একটু ফ্যান দাও।

অমরেশ। ও কি!

অমিতা। ভিখারী এসেছে। তুমি খেয়ে নাও। বসে রইলে কেন? কি দেখ্‌ছ অমন করে?

অমরেশ। ভিখারী! কিন্তু জাতি ভিখারী নয়,—ওরাই ছিল একদিন মালক্ষ্মীর কোলের নিধি— বাংলার কৃষাণ, কৃষাণী। গোলাভরা ছিল ধান, পুকুর ভরা ছিল মাছ, গোয়ালে ছিল দুগ্ধবতী গাভী। আজ ওরা সব হারিয়েছে। শহরের collapsible gate ওয়ালা পাষাণ পুরীর দ্বারে মাথা খুঁড়ে বলছে—"আমরা তোমাদের এতকাল ধরে চাল দিয়েছি, মাছ দিয়েছি, দুধ দিয়েছি, পরিবর্ত্তে তোমরা আমাদের খাবার দাও—

একটু ভাতের ফ্যান,—ভাত নয়, একটু ফ্যান দাও—ফ্যানদাও। ফ্যান দাও।"

অমিতা। দাদা—দাদা—

অমরেশ। ঐ দেখ্। রাস্তার ডাষ্টবিনের দিকে তাকিয়ে দেখ্—বিংশ শতাব্দীর সুসভ্য পৃথিবীতে একি কেউ কখনো কল্পনাও করেছে যে মানুষে, কুকুরে ডাষ্টবিনের উচ্ছিষ্ট পচা ভাত নিয়ে মারামারি করে? ঐ দেখ সোনার বাংলার জীবন্ত ছবি দেখ্. "মর ভুঁখাহুঁ" বলে সারি সারি জীবন্ত কঙ্কালের মিছিল! ঐ ফুটপাথে, ঐ ডাষ্টবিনে দেখ, অন্নপূর্ণার ভাঁড়ার বসেছে। ঐ যে ফ্যান টুকুও না পেয়ে কঙ্কালদেহ নারী রাস্তার ধারে মরে পড়ে আছে, আর তারই বুকে শুয়ে তার কোলের শিশুটী স্তন বৃন্ত কামড়ে শেষ চেষ্টা করে দেখ্ছে, একটু দুধ, একটু রক্ত এক ফোঁটা জলও পড়ে কিনা তার শুকনো গলাকে ভিজিয়ে নিতে।

অমিতা। দাদা, তুমি চুপ করো, মুখ ফেরাও, এ মর্ম্মান্তিক দৃশ্য তুমি দেখ না।

অমরেশ। না,—দেখব না! আমি কেন দেখবো? আমি তো ফ্যান চাই না, আমাকে তো রাস্তার কুকুরের সঙ্গে ভাত কাড়াকাড়ি করে খেতে হয় না; আমায় তো তিলে তিলে শুকিয়ে মরা মায়ের বুকে শুয়ে স্তন বৃন্ত কামড়ে দুধ বের করবার নিস্ফল চেষ্টা করিতে হয় না? ভুখা বাংলা আমার কে? আমার কেউ না,—আমার জন্য রয়েছে আপেল—রয়েছে নাশপাতি,—রয়েছে ওভালটিন।

(ওভালটিনের কাপ ছুড়িয়া মারিল। অমিতার কপাল কাটিয়া গেল)

অমিতা। উঃ

বিনায়ক। কি সর্ব্বনাশ! কি করলেন আপনি!

অমরেশ। খবর্দ্দার, ওকে ধর না—

বিনায়ক। কিন্তু কপাল কেটে রক্ত পড়ছে যে।

অমরেশ। ওদের রক্ত আছে, তাই রক্ত পড়ছে। কিন্তু যাঁদের শেষ রক্ত বিন্দুটীও চোখের জল হয়ে,—ঝরে ঝরে শেষে তাও শুকিয়ে গেছে, সেই জ্যান্ত কঙ্কাল গুলোর পানে তো ফিরে তাকাবার অবসর পাওনা তোমরা? Get out, get out young man, বাংলার যুব শক্তির পরীক্ষা দিতে চাওতো,—যে ছাদের নীচে রয়েছে, তার মাথায় ছাতা ধরতে চেয়োনা। Go there, go there, ঐ ঝড় জলে, ঐ প্রলয়ের মাঝখানে, তোমার কর্ম্মক্ষেত্র···লাখো জীবন্ত কঙ্কালে ঘেরা ঐ সভ্যতার রাজপথে।

তৃতীয় দৃশ্য

(বিনায়কের কলিকাতার বাড়ীর হল ঘর। একপাশে দোতালায় উঠিবার সিঁড়ি। মানসী, রুবী, ইলোরা ও পল্লব চা পান করিতেছিল।)

পল্লব। তাহলে মানসী দেবী, ঐ কথাই ঠিক রইল। আপনার Southern Avenue এর জমিটা আপনি আমাদের সংস্কৃতি ভবন। নির্ম্মাণের জন্য দান কর্লেন।

মানসী। অবিশ্যি আমার দাদাকে একবার জিজ্ঞাসা করে নিতে হবে

ইলোরা। বেশ তো জিজ্ঞাসা করো। আশা করি তোমার দাদা এত বড় একটা জনহিতকর কাজে তোমাকে উৎসাহিতই করবেন।

পল্লব। Oh sure, একি যে সে কাজ! যুব বঙ্গের তরুণ-তরুণীর সাংস্কৃতিক মিলন কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে আমরা গড়ে তুলব, ভাবী বাংলার মূর্তিমান আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। শিল্পে, বিজ্ঞানে, চিত্রকলায়, নৃত্য-লীলায়, নাট্যদোলায়।

রুবী। Shame! সব কিছুর বাড়াবাড়িটা আমি অপছন্দ করি পল্লব!

ইলোরা। দেখ্ ভাই মানু, তোর দাদার মতটা চট্ করে নিয়ে নে তবে। তারপর ঐ জমিতে আমাদের সমিতির বাড়ী তৈরী করে নেবার জন্য subscription তুলতে হবে। সে জন্য গোটা কতক variety showএর বন্দোবস্ত করতে হবে।

মানসী। তা তো বটেই, আর শুধু variety showতেও তো চলবে না। তা ছাড়া যার যেখানে যত influence আছে তাও exart করতে হবে—মোটা চাঁদা তুল্‌তে! বাড়ী তৈরী তো সোজা কথা নয়।

পল্লব। এমন বাঁকা কথাই বা কি? আমার সঙ্গে রূপচাঁদপুরের রাজকুমারের বন্ধুত্ব রয়েছে। Miss Rubiকে সঙ্গে নিয়ে একবার তাঁর ওখানে যদি—

রুবী। Shame, ওসব আলোচনা পরে। তার আগে আমার মনে হয়, আমাদের clubএর executive committeeর এই বাড়ী তৈরী ব্যাপার নিয়ে একটা meeting হওয়া দরকার।

ইলোরা। Oh sure, শুভস্য শীঘ্রং, আজই সন্ধ্যায় meetingএর ব্যবস্থা হোক্। কি বলিস্ ভাই মানু?

মানসী। বেশ, আমার বাড়ীর নীচের একটা portion তো clubএর জন্য ছেড়েই দিয়েছি। যখন খুসী তোমরা memberদের সব invite করে আন্‌তে পার।

পল্লব। হ্যাঁ, ভাল কথা, executive committeeর meetingএ আমাদের সমিতি ভবনের একটা লাগতাই গোছের নামও ঠিক করে নিতে হবে। মানসী দেবীর দয়ায় যখন আমরা জমি পাচ্ছি, তখন আমি বাড়ীর নাম propose করব "মানসী mansion"।

রুবী। shame, ইংরেজী mansion কথাটা কি ব্যবহার না করলেই নয়? আমি propose করব "মানসী মন্দির।"

ইলোরা। "মানসী মন্দির"! মন্দ নয়।

মানসী। থাক্, নিজের নাম এত বড় করে জাহির করে, নিজেকে আমি খেলো করতে চাই না!

পল্লব। কেন? নামকে বড় করবেন না কেন? নামের দাম নিয়েই আজ আমাদের দম বন্ধ—

রুবী। shame! আবার—

ইলোরা। বেশ, এক কাজ করা যাক্, আমাদের এই সমিতিতে যখন পুরুষ মহিলা দুই রয়েছেন, তখন "she" অথবা "he" দুই-ই উহ্য থাক। ছোট্ট নাম হোক্ "মান মন্দির।"

পল্লব। Grand idea, মান-মন্দির—মানমন্দির! ইলোরা দেবী না হলে এমন পরিকল্পনা আর কেউ করতে পারে? How divine! How noble! How magnificent,

চেয়ার চাপড়াইতে চায়ের কাপ পড়িয়া গেল

রুবী। shame!

পল্লব! Oh,

রুবী। Ofcourse নামটা আমি অপছন্দ কর্চ্ছি না, কারণ ওটা আমারই দেওয়া "মানসী মন্দির" নামের অপভ্রংশ।

পল্লব। And look here, এই মান মন্দির নাম কি চমৎকার double meaning Convey কচ্ছে; এই "মানমন্দির" একদিকে যেমন হবে মাননী দেবীর পূত শুভ্র স্মৃতি সৌধ, অন্যদিকে তেমনি এই মানমন্দিরে আমরা ওজন করে দেখবো, বাঙ্গ'লী তরুণ ও তরুণীর সভ্যতা ও কৃষ্টি; আবিষ্কার ক'রব, এখান থেকে নব প্রতিভার গ্রহ উপগ্রহ। রুবী চাটার্জ্জিকে নিয়ে আজই তাহলে একবার রূপচাঁদপুরের রাজকুমারের কাছে—

রুবী। shame! shame! shame! এক কথা বারবার বলা যেন তোমার একটা mania হয়ে দাঁড়িয়েছে পল্লব। বলিনি যে কোন কিছুর বাড়াবাড়ি দেখাটাই আমার কাছে notiating!

ইলোরা। থাক্ ভাই, পথে যেতে যেতে তোরা ঝগড়া করিস্। এখন চল্—committeeর সব membarদের সঙ্গে দেখা করে আজকের meeting এর কথা বলে আসি। চল্লুম ভাই মানু?

মানসী। এসো—

[মানসী ব্যতীত সকলের প্রস্থান

মানসী। 'মানমন্দির'—really not a bad name, নামটার ভেতরে একটা aristocracy রয়েছে।

পিয়ানোতে গিয়া বসিয়া টুং টাং বাজাইতে লাগিল

(চাকর কেষ্টর প্রবেশ)

কেষ্ট। দিদিমণি, দেওয়ানজী মশাই এসেছেন।

মানসী। কে! গোকুলকাকা!

(গোকুলের প্রবেশ)

মানসী। এই যে গোকুলকাকা, কখন দেশ থেকে এলেন ?

গোকুল। এই একটু আগে। কিন্তু বাড়ীতে পা না বাড়াতেই এসব কি দেখ্ছি মা ?

মানসী। কি ?

গোকুল। চাকর বাকর লোকজন সব ব্যস্ত, সবাই ছুটোছুটী কর্চ্ছে, রাজমিস্ত্রি লেগে গেছে বাগানের ওই কোনের ঘরগুলির সব কলি ফেরাতে। বাগানের মাঝখান্টায় তেরপল খাটান হয়েছে। আট দশটা লোক হিমসিম খেয়ে গেল সারি সারি উনুন তৈরী করতে। হ্যাঁ মা, এত লোকজন খাওয়াবার ব্যবস্থা হচ্ছে কি উপলক্ষে ?

মানসী। লোকজন খাওয়ান হচ্ছে ? কিন্তু আমিতো কিছু জানিনে কাকা ?

গোকুল। তুমি জান না—তাও কি কখন হয় মা ?

মানসী। কেন হবে না ? বাড়ীর মালিক আমি নই ; মালিক দাদা ! তিনি যদি কাউকে খাওয়াবার ব্যবস্থা করে থাকেন।

গোকুল। তাহলেও এত বড় একটা বৃহৎ ব্যাপার—উহুঁ, এখানে এসেই আমার যেন কেমন একটা খট্কা লাগছে। হাঁ মা মানু—তুই বেণুর সঙ্গে ঝগড়া করিসনি তো মা ?

মানসী। কেন ? দাদার সঙ্গে ঝগড়া করব কেন ?

গোকুল। ঝগড়া না হয়ে থাকে ভালই। এখন আমি যে জন্ম চন্দনপুর হ'তে এসেছি তাই বলছি। শুনে আমায় দায় উদ্ধার কর।

মানসী। রক্ষে করুন গোকুলকাকা, আমি কোন দায়টায় উদ্ধার করতে পারব না।

গোকুল। না করলে চলবে কেন মা?

মানসী। না কাকা, ঐটী মাফ্ করতে হবে। আপনি ভেবেছেন কি বলুন তো? দাদা বিলেত যাবার এক বছর বাদেই বাবা মারা গেলেন, তারপর এই দীর্ঘকাল জমিদারীর যে কোন কাজে দরকার হয়েছে, অমনি আপনি আমার অনুমতি নিতে ছুটে এসেছেন। কত বারণ করেছি, কত বলেছি, যা ভাল বোঝেন নিজে করুন, তবু শোনেন নি, আমার অনুমতি নিতেই হবে যেন আমি একজন বিষয় কর্ম্মের পাকা Attorny.

গোকুল। Attorny কি বলছ মা, তুমি বুদ্ধিতে বড় বড় Barristerকেও ফেল করিয়ে দিতে পার।

মানসী। দেখবেন—তা বলে আমায় শামলা গাউন কিনে দেবেন না যেন?

গোকুল। হাঃ হাঃ।

মানসী। সে যা হোক,—দাদা যখন ছিলেন না, তখন তবু যা হয় করেছি বা শুনেছি। এবার দাদা যখন দেশে ফিরেছেন তখন আমার একদম ছুটী। বিষয় সম্পত্তি নিয়ে একটী কথাও আর আমায় বলবেন না। যা বক্তব্য দাদাকে ডেকে বলুন।

গোকুল। কিন্তু এ মুস্কিল যে বেণু নিজেই বাঁধিয়েছে মা, আমি বুড়োমানুষ একা পারব না। তোমায় আমার হয়ে তার কাছে ওকালতি করতে হবে।

মানসী। তার মানে ?

গোকুল। বেণু আমায় এমন এক হুকুম দিয়েছে, যা পালন করা আমার পক্ষে বড়ই মর্ম্মান্তিক। তাই তার চিঠি পেয়েই আমি ছুটে এলুম কলকাতায়।

মানসী। কি হুকুম দিয়েছেন দাদা—

গোকুল। শোন মা, বলছি। জান তো মা, তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষ পুণ্যশ্লোক অযোধ্যারাম রায় স্থাপিত রাধামাধব বিগ্রহ তোমাদের কুলদেবতা। অযোধ্যারামের আমল থেকে আজ প্রায় দেড়শ বছর হ'ল মহাসমারোহে রাধামাধবের নিত্য সেবা হয়ে আসছে। কত দূর দেশ হতে, কত ভক্তজন চন্দনপুরের রাধামাধব দর্শন করতে, রাসের সময় চন্দনপুর রাজবাড়ীতে পায়ের ধূলো দেন।

মানসী। সে সব জানি কাকা, কিন্তু আসল ব্যাপার কি তাই বলুন ?

গোকুল। রাস এসে গেছে। রাস উপলক্ষে প্রতি বছর খরচ হয় এগার হাজার থেকে পনের হাজার টাকা পর্য্যন্ত; কি কি বাবদ খরচ হয় সব ফর্দ্দ ধরে বেনুকে পাঠিয়েছিলুম। বেনু তার জবাবে লিখেছে—তোমায় কি বলব মা, আমার মুখে কথা জুয়ায় না।

মানসী। কি লিখেছেন দাদা ?

গোকুল। তিনশটাকার বেশী রাসে খরচ করবার দরকার নেই।

মানসী। গোকুল কাকা !

গোকুল। দেড়শ বছরের ব্যবস্থা সে আজ একটী কলমের আঁচড়ে বন্ধ করে দিতে চায়, দেবতার পূজার ভোগে সে আজ হাত দিতে চায় ! স্বপ্নেও কখনো ভাবতে পারিনি মা, যে বেনুর মত ছেলে বিলেত থেকে ঘুরে এলেই এমন করে পিতৃপিতামহের স্থাপিত দেবতার—

মানসী। না, না সে হতে পারে না। দাদা কখনও একাজ করতে পারেন না। গোকুল কাকা, আমার মনে হচ্ছে, আপনি দাদার চিঠি হয়তো ভাল বুঝতে পারেন নি।

গোকুল। মা!—

মানসী। আমি দাদার সঙ্গে কথা বলছি, আপনি বিশ্রাম করুন গে; দাদা এলে আপনাকে খবর দেব। রাস উৎসবের ব্যবস্থা ঠিক থাকবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

গোকুল। আচ্ছা মা, আচ্ছা, আমি তাহলে আবার আসব।

[প্রস্থান

(কেষ্টর প্রবেশ)

কেষ্ট। দিদিমণি, ক্লাবঘরের চাবিটা একবার দিতে হবে যে—?

মানসী। ওঃ হাঁ ভুলে গেছি, ও ঘরের তাকে চাবি আছে নিয়ে যা। শোন্, ঘরটা ভাল করে গুছিয়ে রাখবি, আজ সন্ধ্যায় ওখানে আমাদের মজলিস্ হবে বুঝেছিস?

কেষ্ট। সে কি দিদিমণি; সন্ধ্যেয় কেন? মজলিস্ যে এখনি বসে গেল। ওঁরা যে সব কাতারে কাতারে এসে গেলেন?

মানসী। কারা এসে গেল?

কেষ্ট। কেন? যাঁরা গোটা বাড়ী শুদ্ধ মজলিস্ করবেন, সেই সব দরিদ্র নারায়ণ।

মানসী। দরিদ্র নারায়ণ! কি বলছিস্ তুই? ওকি বাইরে ও গোলমাল কিসের?

কেষ্ট। বললুম যে, তারা সব এসে গেছেন। ডাষ্টবিন, ফুটপাথ নর্দমা সব জায়গা থেকে দাদাবাবু ওদের সব ডেকে নিয়ে এসেছেন। বাগান ভর্ত্তি, নীচের ঘর সব ভর্ত্তি, তাতেও কুলোচ্ছে না. তাই দাদাবাবু,

বল্লেন, এইবার তোমার কেলাব ঘর খুলে দিতে। তাহ'লে যাই দিদি-মণি, চাবিটা ও ঘর থেকে—

মানসী। না, চাবি আন্‌তে হবে না—তুই যা—।

কেষ্ট। কিন্তু দাদাবাবু যে—

মানসী। দাদাবাবুকে গিয়ে বল্, ক্লাব ঘর খোলা হবে না। তবু সং এর মত দাঁড়িয়ে রইলি কেন? কাণে শুন্‌তে পাস্‌নি হতভাগা! বল্‌ছি দূর হ এখান থেকে—দূর হ।

(কেষ্টর প্রস্থান ও বিনায়কের প্রবেশ)

বিনায়ক। কি হয়েছে রে মানু; কেষ্ট অমন মুখ কালো করে চলে গেল কেন?

মানসী। তার আমি কি জানি? হয়তো চাবি দিইনি, তাই বাবুর অপমান হয়েছে!

বিনায়ক। চাবি?

মানসী। হাঁ, ক্লাব ঘরের চাবি!

বিনায়ক। ওঃ, ক্লাব ঘর বুঝি এখনো খুলে দেয় নি! নাঃ এরা সব এমন অকর্ম্মা হয়েছে, যদি ঘটে এতটুকু বুদ্ধি থাকে। লোকগুলো সব দাঁড়াবার জায়গা পাচ্ছে না, তাই ক্লাব ঘরটা—চাবি কোথায় রে মানু?

মানসী। ক্লাব ঘরের চাবি আমি দেব না!

বিনায়ক। চাবি দিবি নে? কেন?

মানসী। কারণ ওটা আমার ক্লাব ঘর। ওটা নিতে হ'লে অন্ততঃ আমার permissionএর দরকার আছে নিশ্চয়।

বিনায়ক। ওঃ sure, রাগ করিস নি বোনটী! আমি আগেই আসতুম নিশ্চয় তোকে সব বলতে। কিন্তু হঠাৎ কেমন জর এসে গেল, আর উপরে উঠ্‌তে ইচ্ছে ক'রল না।

মানসী। ওরের অপরাধ কি? কলকাতা শহরের যত সব ডাষ্টবিন্ আর নর্দ্দামা থেকে Influenza, Typhoid, সবই তুমি বাড়ীতে কুড়িয়ে এনেছ।

বিনায়ক। হাঃ হাঃ হাঃ, একদিন ঘুরেই এত সব অমূল্য ব্যাধি কুড়িয়ে আন্‌লুম কিরে? শরীর যদি এ কষ্টটুকু সইতে না পারে তা হলে, তার influenza, typhoidএর খপ্পরে পড়াই ভাল।

মানসী। যদি কারু সাধ যায় নিজের শরীর নিয়ে সে ছিনিমিনি খেলতে পারে। কিন্তু গোটা বাড়ীশুদ্ধ মানুষের ওপর epidemic ছড়িয়ে দেবার অধিকার বোধ হয় কারু নেই।

বিনায়ক। বাড়ীশুদ্ধ epidemic ছড়িয়েছি?

মানসী। তা নয় তো কি? রাজ্যের ভিখারী আর রুগীকে নিজের বসত বাড়ীর ভেতর আমন্ত্রণ করে আনবার মানেটা কি শুনি?

বিনায়ক। মানু, অমন করে বলিস্ নি বোন্, ওরা বড় দুঃখী, শুধু দুমুঠো ভাতের অভাবে—

মানসী। বেশ ত, দুঃখীর দুঃখ দূর করতে চাও, একটা মোটা টাকা donation পাঠালেই পারতে।

বিনায়ক। টাকা দিয়ে নাম কেনা যায় বোন্, প্রাণ কেনা যায় না। আজ মুমূর্ষু বাংলার বড় প্রয়োজন, ওই এক কালের সুস্থ সবল কৃষাণ কৃষাণীর পলাতক প্রাণগুলিকে। আর ওই প্রাণগুলিকে ফিরে পেতে হ'লে, শুধু টাকার স্পর্শ নয় দিদি, দরদী প্রাণের স্পর্শ চাই। ওরা ফুটপাথে, আর আমরা তেতালায় হল ঘরে থেকে প্রাণের সঙ্গে প্রাণ মেলান চলে না। হয় ওদেরও ডেকে আন্‌তে হবে এই তেতালায়, নইলে আমাদের যেতে হবে ঐ ফুটপাথে।

মানসী। নিজেদের ফুটপাথে দাঁড়ান বড় অশোভন, বড় দৃষ্টিকটু, তাই বুঝি ওদের তেতালার ঘরে আমন্ত্রণ করে আন্‌ছ?

বিনায়ক। ফুটপাথে দাঁড়ান অশোভন নয় রে বোন্; আজ দুঃস্থ কাঙালীর ভীড় ঠেলে সেখানে দাঁড়ানো একেবারে অসম্ভব।

মানসী। দাদা—

বিনায়ক। রাগ করিস্ নি বোন্, আমার অবস্থাটা একবার বুঝে দেখ। জানি, বাড়ীতে এতগুলো সর্ব্বহারা তুলে আন্‌লে তোর অনেক অসুবিধা হবে। কিন্তু এর আর উপায় ছিল না বলেই—

মানসী। কেন,—সর্ব্বহারাদেব প্রতিপালন করবার এত উৎসাহ যদি, তোমার জমিদারীতে কি আর কোথাও স্থান ছিল না ওদের মাথা গোঁজবার?

বিনায়ক। আপাততঃ সত্যিই আর স্থান নেই দিদি;—ক'লকাতায় যেখানে যেটুকু আশ্রয় দেওয়া সম্ভব তা দিয়েছি। এমন কি Southern Avenueর সেই পোড়া জমিটাতে তাঁবু খাঁটিয়ে অনাথ আশ্রম স্থাপন করেছি।

মানসী। Southern Avenueর জমি?

বিনায়ক। হাঁ, দেড় হাজারের ওপর আশ্রয় প্রার্থী সেখানে স্থান পেয়েছে, এখন রয়েছে তারা তাঁবুতে, C. C. Bose Engineering farmএর সঙ্গে ব্যবস্থা কর্চ্ছি, শীগ্‌গীরই ওখানে পাকা ইমারত তোলবার জন্ত।

মানসী। না, না, সে অসম্ভব,—সে হ'তে পারে না।

বিনায়ক। কি হ'তে পারে না?

মানসী। Southern Avenueর জমি, আমি আমার Clubকে

দান কর্ব্ব। তাদের কথা দিয়েছি, ওখানে তৈরী হবে আমাদের সংস্কৃতি ভবন। তার নাম হবে "মানমন্দির।"

বিনায়ক। মানমন্দির?

মানসী। শুধু মানসী মন্দিরের অপভ্রংশ "মানমন্দির" নয়! ওই মানমন্দিরে আমরা অনুভব করব ভাবী বাংলার চলমান হৃদ্‌স্পন্দন।

বিনায়ক। হৃদয় বাঁচলে তো তার স্পন্দন! দেহ বাঁচলে—বাঁচে হৃদয়—আর দেহকে বাঁচায় খাদ্যরস। সেই খাদ্য রস যারা যোগাচ্ছে, তাদের এমন অনাদরে অবহেলায় নিঃশেষ্ করে দিলে আর বাংলায় বাঙ্গালীর হৃদ্‌স্পন্দন জাগবে না বোন, অন্ধকার নিস্তব্ধ কালরাত্রে জাগবে শুধু শ্মশান superintendentএর দেওয়ালে মহাকালের বিনিদ্র timepiece ঢং ঢং ঢং।

মানসী। সে তুমি যাই বল,—আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। আমার সোজা কথা, Southern Avenueর জমিতে তুমি অনাথ আশ্রম করতে পাবে না। ওখানে তৈরী হবে আমাদের শিল্প-সাধনার "মানমন্দির"

(প্রস্থানোদ্যত)

বিনায়ক। মানু, মানু, আমার কথা শোন্—

মানসী। কি শুনব? তুমি তোমার পথে চল,—আমার পথে চলবার স্বাধীনতা আমার। তাতে বাধা দেওয়া তোমার পক্ষে অনধিকার হস্তক্ষেপ।

বিনায়ক। মানু দাঁড়া, শিশু খেলার ছলে আগুণে হাত দিতে চাইলে, তাকে যে বাধা দেয় সে কিন্তু অনধিকার হস্তক্ষেপ করে না।

মানসী। এবং শিশুর পক্ষে যে কথা খাটে, এক পরিণত বুদ্ধি মানবীর বেলায় সেই কথা যে প্রয়োগ করতে চায়, তাকে—তাকে নিশ্চয়—

বিনায়ক। পরিণত বুদ্ধি নয়, বরং বল অবনত বুদ্ধি।

মানসী। অবনত বুদ্ধি! আমার বুদ্ধি নিম্নগামী;—আমি নীচ। তুমি আমাকে—

(কাঁদিয়া ফেলিল)

বিনায়ক। দু ফোঁটা চোখের জল ফেললেই পর্ব্বত প্রমাণ অপরাধ ধুয়ে মুছে যায় না মানু। নীচকে বরং ক্ষমা করা যায়, কিন্তু ক্ষমা করা যায় না কখনো নীচের স্পর্দ্ধা!

মানসী। নীচের স্পর্দ্ধা—

বিনায়ক। হাঁ, স্পর্দ্ধা! মনুর সৃষ্টি মানুষকে যারা High bill জুতোর তলায় মাড়িয়ে চলে, আর Hollywood থেকে ব্লাউজের ছাঁট আর Tollywood থেকে সাড়ীর পাড় বাছাই করে নেওয়াকেই—যারা মনুষ্যত্বের চরম মানদণ্ড বলে মনে করে,—এ স্পর্দ্ধা একমাত্র তাদেরই ভেতর জাগতে পারে।

মানসী। দাদা, দাদা, মানুষকে অপমান করবার একটা সীমা আছে মনে রেখো।

বিনায়ক। অপরাধ যখন সীমা ছাড়িয়ে যায়, সেই অপরাধের টুটি চেপে ধরতে অপমানকেও তখন সীমার গণ্ডী ছাড়িয়ে যেতে হয়।

মানসী। আমার কি অপরাধ সীমা ছাড়িয়ে গেছে?

বিনায়ক। সেও আমার মুখে শুনতে হবে?

মানসী। অভিযোগ যখন এনেছ, তখন তা স্পষ্ট ভাষায় বলবার সৎসাহসটুকুন থাকাও উচিত।

বিনায়ক। স্পষ্ট ভাষাতেই বলব,—তুমিই একদিন অমরেশ চৌধুরীকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলে। তুমি জাতির কাছে, সমাজের কাছে, সমস্ত দেশের কাছে বিশ্বাসহন্ত্রী—

মানসী। দাদা, দাদা, তুমি চুপ কর—চুপ কর।

বিনায়ক। কেন চুপ ক'রব? দেশের কাছে যে অপরাধ করেছ, তার দণ্ড নেবার ভয়ে কতদিন তুমি আত্মগোপন করে থাকবে?

মানসী। আমি কোন অপরাধ করিনি?

বিনায়ক। অপরাধ করনি?

মানসী। না, কিসের অপরাধ? কলেজে প্রথম ভর্ত্তি হয়েই শুন্‌লুম অমরেশ চৌধুরীর নাম, ইচ্ছে হ'ল তার কাছ থেকে দেশ সেবার দীক্ষা নিই। অমরেশ চৌধুরী আমায় অপমান করে ফিরিয়ে দিল।

বিনায়ক। অপমান করে ফিরিয়ে দিল?

মানসী। নিশ্চয়ই সে আমায় অপমান করেছিল, আমায় সে উপহাস করে বলল—"আমার দেশ সেবার কল্পনা সাবানের ফেণার মত ক্ষণস্থায়ী। আমি দেশের ডাকে সাড়া দিতে আসিনি,—আমি এসেছি সবচেয়ে সস্তাদামে নাম কিন্‌তে।"

বিনায়ক। মানু?

মানসী। রাগ করে আমি চলে এলুম। অপমানে আত্মগ্লানিতে আমার সারা মন ব্যথিয়ে উঠল, চোখ বেয়ে টস্ টস্ করে জল পড়তে লাগল!

বিনায়ক। তারপর—তারপর কি করলি?

মানসী। চলে এলুম সেখান থেকে আমাদের ক্লাসের সুমিত্রাদের বাড়ী। মনের আবেগে সুমিত্রার কাছে সব কথা বললুম। তিন চার দিন ওদের আখড়ায় গিয়েছিলুম—সেখানে যা যা দেখেছি, শুনেছি, সব কথা সুমিত্রাকে বলে দিলুম। তারপর—তারপর কি করে কি হ'ল জানি না, এক হপ্তা বাদে খবর পেলুম অমরেশ চৌধুরী গ্রেপ্তার হয়েছে।

বিনায়ক। পরের খবর খুব সংক্ষিপ্ত। শুনেছি ওই সুমিত্রার দাদা

পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্ম্মচারী, তিনি সুমিত্রার কাছ থেকে তোমার দেওয়া সব সংবাদ সংগ্রহ করেছেন, এবং তারই ফলে অমরেশ চৌধুরীর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরুল।

মানসী। If that be the case—তার জন্য আমি এতটুকু responsible নই। সুমিত্রা যদি তার দাদাকে বলে থাকে, তার জন্য আমি কেন দায়ী হব? আমার কি দোষ?

বিনায়ক। অন্যায় করা এক কথা,—আর অন্যায় করে ভাল মানুষটী সেজে বাহবা নেবার চেষ্টা তার চেয়েও বড় অপরাধ। আমার আজ সত্যিই লজ্জা হয়, যে তুই আমার মায়ের পেটের বোন্—

মানসী। আমি তোমার মায়ের পেটের বোন্ না হলে, বোধহয় তুমি নিজেকে স্বর্গের দেবতা বলে মনে করতে?

বিনায়ক। দেবতা নয়—শয়তানও নয়,—তাহ'লে নিজেকে মনে করতুম এই বাংলাদেশের মাটীর মানুষ। আর সব দেশ-সেবকের পাশে দাঁড়িয়ে এই মাটীকে প্রণাম করবার সময়,—"আমি অস্পৃশ্য, আমি অনধিকারী" এই কুণ্ঠাটুকু তাহলে আমার মনে এমন করে জাগত না।

মানসী। বেশ ত' দেশের সুযোগ্য সন্তান বলে নিজেকে পরিচিত করতে, তোমার এতটুকু কুণ্ঠা জাগবার প্রয়োজন নেই। ওই গোকুলকাকা আসছেন; প্রয়োজন হলে ওঁর সামনে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাব।

বিনায়ক। তার মানে?

(গোকুলের প্রবেশ)

গোকুল। বেণু!

বিনায়ক। কি গোকুলকাকা!

গোকুল। আমি এসেছিলুম রাধামাধবের রাসের—

বিনায়ক। রাসের কথা তো লিখে পাঠিয়েছি, এবার রাসে খরচ ক'রবেন তিনশ টাকা।

গোকুল। কিন্তু বরাবর এগার থেকে পনের হাজার টাকা ঐ রাসে—

বিনায়ক। না রাসের জন্য নয়। আমি সব হিসেব দেখেছি, এবং আপনিও শুধু দেওয়ানজী নন্, আপনি রাধামাধবের পূজারী ; আপনিও জানেন, তিনশ টাকার বেশী খরচ হয়নি কোনদিন রাস উৎসবে। বাকী যে টাকা খরচ হয়েছে প্রতিবছর, তা দেবতার পূজোয় নয়, সে খরচ হয়েছে বাজী পোড়াতে,—খরচ হয়েছে মেলা বসাতে, আর কলকাতা থেকে সিনেমা, থিয়েটার নিয়ে যেতে।

গোকুল। তবু ওসব তো উৎসবেরই অঙ্গ—

বিনায়ক। না, ওগুলো বাদ দিলেও রাধামাধব অনায়াসে রাস যাত্রা করতে পারেন।

গোকুল। তবু এতকালের রীতি,—তুমি একবার ভেবে দেখো বাবা!

বিনায়ক। না ভেবে আমি হঠাৎ কিছু করিনে কাকা, বাজী পুড়িয়ে নষ্ট করবার মত টাকা এখন আমার নেই। টাকার আজ আমার বড় প্রয়োজন।

গোকুল। তাহলে ঐ তিনশো—

বিনায়ক। হ্যাঁ, তিনশ, ওর চেয়ে এক পয়সাও বেশী আজ আর আমি খরচ করতে পারবো না—

গোকুল। আচ্ছা—

(প্রস্থানোদ্যত)

মানসী। দাঁড়ান গোকুলকাকা, আপনি প্রতি বছরের মত এবারও উৎসবের আয়োজন করুন। রাস উপলক্ষে যে যে উৎসব হয়, তার এতটুকু অঙ্গহানি হবে না। তার জন্যে পনের কেন—যদি বিশ

হাজার টাকাও খরচ হয়, তা চন্দনপুর ষ্টেটে আমার share হতে খরচ করবেন।

বিনায়ক। মানু—মানু—

মানসী। কি?

বিনায়ক। এতগুলো টাকা তুই এভাবে—

মানসী। হাঁ, তাই করতে হবে। বাবা, ঠাকুরদা যা করে গেছেন, আমাদেবও তাই কবতে হবে।

বিনায়ক। তাঁরা যদি ভুল করে থাকেন, তাহলে আমাদেরও সেই ভুলেব পুনরাবৃত্তি করতে হবে?

মানসী। বাবা, ঠাকুরদা যদি ভুলই করে থাকেন, সে ভুলের বিচারক তুমি নাকি?

গোকুল। মানু—মানু—

বিনায়ক। কোন কথা নয়, আপনি যান গোকুল কাকা!

মানসী। দাঁড়ান। তার মানে তুমি বলতে চাও, রাস উৎসবে ওই তিনশ টাকার বেশী খবচ করতে তুমি দেবে না?

বিনায়ক। না।

মানসী। উৎসবের অঙ্গহানি হবে?

বিনায়ক। হোক্—

মানসী। যদি তার ফলে আমাদের পিতৃপিতামহের আত্মা ক্ষুব্ধ হয়?

বিনায়ক। আমি জানি ক্ষুব্ধ তাঁরা হবেন না।

মানসী। আর আমি যদি বলি, তাঁরা নিশ্চয়ই ক্ষুব্ধ হবেন?

বিনায়ক। ক্ষুব্ধ হ'ন—আমি নিরুপায়—

মানসী। যদি আমাদের গৃহদেবতা রাধামাধব ক্ষুব্ধ হন? যদি দেবতার অভিশাপ আমাদের বংশের উপর এসে পড়ে?

বিনায়ক। কোন sentimental কথা বলেই আমায় টলাতে পারবি না মানু। দেশের মানুষগুলো যখন না খেয়ে শুকিয়ে মরছে—তখন বাজী, বন্দুক আর বাঈজী নাচে টাকা খরচ না করবার অপরাধে যদি দেবতার অভিশাপ চন্দনপুরের রায়বংশকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়—তো দিক্ না। বাংলার এই মহাশ্মশানে একটা রায় বংশ নিঃশেষ হয়ে যাওয়াটা খুব বড় কথা নয়।

মানসী। হাঁ, রায়বংশ জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হওয়াটা বড় কথা নয়। কারণ যখন রায়দের বাড়ী পুড়বে, সেই আগুনের বাইরে দাঁড়িয়ে, তুমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচবে!

গোকুল। মানু—মানু—

বিনায়ক। মানু, তুই একি বলছিস? রায়বংশের অভিশাপ কি আমাকে লাগবে না? আমি বংশের বিদ্রোহী অবাধ্য সন্তান হতে পারি, তবুও তো আমি এই বংশেরই—

মানসী। না! তুমি এ বংশের কেউ নও, তুমি রায়বংশের অন্নদাস।

গোকুল। মানু—মানু—তুই একি করলি মা?

মানসী। ঠিকই করেছি কাকা! যার যেটুকু অধিকার তার সেই-টুকু জেনে রাখা ভাল।

[প্রস্থান

বিনায়ক। আমি এ বংশের কেউ নই? আমি রায়বংশের অন্নদাস?

গোকুল। বেণু—বেণু—

বিনায়ক। আপনি বলুন গোকুলকাকা, এসবের অর্থ কি? আমি রায়বংশের কেউ নই? আমি শুধু এ বংশের অন্নদাস?

গোকুল। বেণু, ও পাগল, ওর কথায়—

বিনায়ক। না গোকুলকাকা, আর আমায় কিছু লুকোবার চেষ্টা করবেন না। স্পষ্ট করে বলুন, আমি শ্রীবিলাস রায়ের ঔরসজাত পুত্র কিনা?

গোকুল। না!

বিনায়ক। না! তবে—তবে আমি কার সন্তান?

গোকুল। তুমি—তুমি—

বিনায়ক। কি বলুন?

গোকুল। হাঁ বলছি, এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যা মরবার সময়, তার একমাসের শিশুকে রায়মশাইকে দিয়ে যায়। সে ব্রাহ্মণ কন্যাও নেই, একমাত্র তুমি ছাড়া আজ আর তার কোন স্মৃতিচিহ্ন নেই।

বিনায়ক। কেউ নেই—আমার বাবা, মা কেউ নেই?

গোকুল। বেণু—

বিনায়ক। তবে—তবে শ্রীবিলাস রায় আমায় নিজের সন্তান বলে পরিচয় দিলেন কেন? আমায় একদিনের জন্যও জানতে দেননি কেন, যে আমি তাঁর পুত্র নই, আমি তাঁর অন্নদাস?

গোকুল। নিঃসন্তান রায়মশাই সত্যিই তো তোমাকে নিজের পুত্র বলে জ্ঞান করতেন বেণু? পরিণত বয়স পর্য্যন্ত তাঁর কোন সন্তান হ'ল না, তোমাকে পুত্র বলে সবার কাছে পরিচিত করবার প্রায় সাত বছর বাদে তাঁর ঐএক সন্তান মানসী জন্মাল। মানসী রায়মশাইয়ের বৃদ্ধ বয়সের সন্তান, ও জন্মাবে বলে কেউ আশাই করেনি, এমন কি রায়মশাইও না।—তাই এ বংশের উইল অনুসারে—

বিনায়ক। উইল?

গোকুল। হাঁ, শ্রীবিলাস রায়ের প্রপিতামহের উইল, রায় বংশে

কোন সন্তান না জন্মালে, সমস্ত বিষয় রাধামাধবের দেবত্র হয়ে যাবে।

বিনায়ক। ওঃ তাই রাধামাধবকে ফাঁকি দেবার জন্মে, তিনি আমায় পুত্র বলে পরিচয় দিয়েছিলেন! রাধামাধবকে তিনি ফাঁকি দিয়েছেন, রাধামাধব সে ফাঁকি সহ্য করলেন; আর সেই রাধামাধবের রাস উৎসবে বাজী পোড়ান আর বাইজী নাচ বন্ধ করতে চেয়েছি কিনা, রাধামাধব আমার সে অপরাধ ক্ষমা করলেন না। রায় বংশের গৃহ দেবতা, তাই আজ আমায় ঘর ছাড়া করলেন।

গোকুল। তুমি ঘর ছাড়া হবে কেন বেণু, চন্দনপুর ষ্টেটের অৰ্দ্ধেক অংশের মালিক তো তুমিই?

বিনায়ক। যে বস্তুর আমি অধিকারী নই, অজ্ঞাতে তা নিজের বলে গ্রহণ করেছি বলে আপনি কি মনে করেন সব জেনে শুনেও আমি তার কণামাত্র গ্রহণ করব?

গোকুল। বেণু—বেণু, তোমার চন্দনপুর ষ্টেট—

বিনায়ক। কোন কথা নয় গোকুল কাকা, এই মুহূর্ত্ত হ'তে চন্দনপুর ষ্টেটের একমাত্র উত্তরাধিকারী মানসী।

গোকুল। সর্ব্বনাশ, একি অদ্ভুত মানুষ,—মানসী শীগ্‌গীর আয় মা,—বুঝি সর্ব্বনাশ হ'ল,—মানসী—মানসী—

[প্রস্থান

(নিত্যানন্দের প্রবেশ)

নিত্যানন্দ। দাদা, হঠাৎ বড় ঝড় জল সুরু হ'ল, ওরা সব বাইরে দাঁড়িয়ে ভিজছে, ঘরটা খুলে না দিলে—

বিনায়ক। ঘর আর খুলবে না ভাই; সব ঘর রুদ্ধ হয়ে গেছে। এসো, আমরা ওদের নিয়ে ওই ঝড় জলের মাঝখানে মুক্ত আকাশের নীচে গিয়ে দাঁড়াই।

(মানসীর প্রবেশ)

মানসী। দাদা,—দাদা—

বিনায়ক। পেছু ডাকিস্ নে বোন্,—আমি যাচ্ছি—

মানসী। কিন্তু কোথায় যাবে?

বিনায়ক। এতবড় পৃথিবীতে যাবার জায়গার অভাব কি দিদি—

মানসী। সত্যই যে চলে যাবে স্থির করেছে, তাকে মিছে বারণ ক'রব না আমি। কিন্তু যাবার আগে চন্দনপুর ষ্টেটের যা কিছু তোমার প্রাপ্য তা তোমায় নিয়ে যেতে হবে।

বিনায়ক। ফাঁকি দিয়ে অনেক নিয়েছি,যাবার সময় আর অপরাধের বোঝা ভারী ক'রব না। চল নিত্যানন্দ!

মানসী। দাঁড়াও, চন্দনপুর ষ্টেট থেকে, এ সংসার থেকে, এ বাড়ী থেকে, তুমি কি কিছুই তোমার সঙ্গে নিতে পার না?

বিনায়ক। যা নিতে পারি, সে আমি ভুল করে ফেলে যাব না বোন্, —সে আমি সঙ্গেই নিয়ে চল্লুম।

মানসী। কি নেবে

(বিনায়ক দেওয়াল হইতে মহাত্মা গান্ধীর একখানি ছবি তুলিয়া প্রণাম করিয়া বুকে চাপিয়া ধরিল)

আমার চলার পথের দিশারী, মহাদুঃখ, মহা ত্যাগের দিব্য মূর্ত্তি, সঙ্গে নিলুম—এই আমার মহাসম্পদ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কলিকাতায় অমরেশের গৃহ। অমরেশ ইজিচেয়ারে শায়িত। নিত্যানন্দ দাঁড়াইয়া আছে।

অমরেশ। বীণা তন্ত্রে হানো হানো খরতর ঝঙ্কার ঝঞ্ঝনা
তোলো উচ্চসুর।
হৃদয় নির্দ্দয়াঘাতে ঝর্ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ুক
প্রবল প্রচুর।
গাও গান প্রাণভরা ঝড়ের মতন ঊর্দ্ধবেগে
অনন্ত আকাশে,
উড়ে যাক দূরে যাক, বিবর্ণ বিশীর্ণ জীর্ণপাতা
বিপুল নিশ্বাসে।

নিত্যানন্দ। দাদা, দলিলটা একবার দেখুন।

অমরেশ। দলিল! এ দলিল নীলকণ্ঠবাবু দেখেছেন?

নিত্যানন্দ। হ্যাঁ, এ দলিলের draftতো তাঁর আফিসেই তৈরী হয়েছে।

অমরেশ। ওঃ তাও তো বটে? নীলকণ্ঠ এটর্ণি draft তৈরী করল, আর আমি জিজ্ঞাসা কচ্ছি সে দেখেছে কিনা? আমার বড্ড ভুলো মন, না নিত্যানন্দ?

নিত্যানন্দ। দলিলটা আজ আপনার কাছে থাক। ভাল করে দেখবেন।

অমরেশ। (জানালার কাছে গিয়া) নিত্যানন্দ, নিত্যানন্দ—,

নিত্যানন্দ। কি দাদা ?

অমরেশ। এদিকে শীগ্গীর এসো, (নিত্যানন্দ জানালায় গেল) ঐ দেখছো,—বল তো ওখানে অত লোক জমেছে কেন ?

নিত্যানন্দ। Cinema Houseএ নতুন বই release হবে, তাই লাইন দিয়ে টিকিট কিন্‌ছে।

অমরেশ। আর ওখানে ?

নিত্যানন্দ। কাপড়ের folder পাবার জন্য লাইন দিয়েছে।

অমরেশ। ঐ ওখানে, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে ?

নিত্যানন্দ। সর্ষের তেলের জন্য লাইন দিয়েছে।

অমরেশ। আর footpathএর ঐ কোনটায় ?

নিত্যানন্দ। Corporationএর জল বন্ধ। ভাঙ্গা tubewellএর ঘোলা জল পাবার জন্য।

অমরেশ।···ছেলে বুড়ো এমন কি বাড়ীর বউ ঝিরা পর্য্যন্ত লাইন দিয়েছে। তাই নয় ?

নিত্যানন্দ। হাঁ—

অমরেশ। আচ্ছা, একটা camera এনে এগুলোর গোটা কতক shot নিয়ে রাখলেই তো চমৎকার Bioscope দেখান চলে, কি বল নিত্যানন্দ ? হায় বঙ্কিমচন্দ্র, তুমি বড় ভুল করে গেছ, বঙ্গজননীর এ অপরূপ মূর্ত্তি তোমার কল্পনাতেও আসে নি, তাই লিখেছিলে—

"সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং মাতরম্।"

আজ বেঁচে থাকলে তোমায় লিখতে হত—

অজলাৎ অতেলাৎ ফোল্ডার বসনাৎ
কাঁকড় তণ্ডুলাম্ মাতরম্।
ফ্যান দাও ফ্যান দাও চীৎকার যামিনীম্
বাসী মড়া লাখো লাখো রাজপথ শোভিনীম্—
রেশনিতাম্ কন্ট্রোল ভাষিতাম্
ব্ল্যাক মার্কেট শোভিতাম্ মাতরম্।

যাই বল ভাই, এ থেকেও একটা জিনিষ শেখবার আছে। বাঙ্গালী এবার এমন চমৎকার line দিতে শিখেছে, যে কার সাধ্যি বলে বাঙ্গালী জাতের শৃঙ্খলা নেই!

নিত্যানন্দ। দাদা, ঐ দেখুন, অমিতাদি ক্যাপ্টেন সেনকে নিয়ে বাড়ী আসছেন।

অমরেশ। অ্যাঁ, অমি এসেছে? সর্ব্বনাশ, আমায় বিশ্রাম করতে বলে গেছে, আর যদি এসে দেখে, আমি দাঁড়িয়ে গল্প কচ্ছি, তাহলে কুরুক্ষেত্র বাঁধাবে যে! চট্ করে র‍্যাগ জড়িয়ে শুয়ে পড়ি।

চুরুট রাখিয়া শুইতে গেল, র‍্যাগের পরিবর্ত্তে ওভারকোটে হাত দিল।

একি! এ যে আমার ওভার কোট! তবে গায় দিয়েছি কি?

নিত্যানন্দ। আমিও আপনাকে জিজ্ঞাসা করব ভাব্‌ছিলুম! গায়ে দিয়েছেন লেডিজ্ ওভার কোট!

অমরেশ। (নিজের দিকে দৃষ্টি পড়িল) অ্যাঁ! তাই তো? কিন্তু এটা আমার গায়ে উঠল কি করে?

নিত্যানন্দ। দাদা!

অমরেশ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, মনে পড়েছে, নীচের লাইব্রেরী ঘরে বই পড়ছিলুম, ভুল করে ওখান থেকেই অমির ওভার কোট্টা,—নিত্যানন্দ,

যাও, চট্ করে এটা লাইব্রেরীর বাঁ দিকের কোচটার ওপর রেখে দাওগে, সন্ধ্যে হয়ে এল, এসেই হয়তো ওভার কোট খুঁজবে—যাও শীগ্‌গীর। হাঁ, আর এখানে এসো না। তোমায় দেখেই বুঝবে, আমি ঘুমুইনি গল্প কচ্ছিলুম, এসো না কিন্তু বুঝলে?

নিত্যানন্দ। আচ্ছা দাদা—

[ওভারকোট লইয়া প্রস্থান

অমরেশ। ভাগ্যিস্ সময় থাকতে নজরে পড়েছিল। নইলে আমার গায়ে ওর ওভার কোট দেখলেই অমি বুঝতে পারত যে আমি সিঁড়ি ভেঙ্গে নীচে গিয়েছিলুম, আর রক্ষা রাখত না,—তাহলে, খুব বেঁচে গেছি যা হোক। ওই পায়ের শব্দ! এল বুঝি—আমি ঘুমুই।

(শুইয়া নাসিকাধ্বনি)

(নিত্যানন্দের প্রবেশ)

নিত্যানন্দ। দাদা—দাদা—(নাসিকাধ্বনি) একটু পরে ঘমুবেন দাদা, ভয় নেই, শুনুন—আমি নিত্যানন্দ।

অমরেশ। নিত্যানন্দ! কি বিভ্রাট! তোমায় এখন আসতে বারণ করলুম, তবু—

নিত্যানন্দ। আমি যাচ্ছি, আপনাকে শুধু মনে করিয়ে দিতে এলুম, —দলিলখানা সাবধানে রেখেছেন তো?

অমরেশ। দলিল! (খুঁজিয়া) সর্ব্বনাশ! দলিল নেই যে!

নিত্যানন্দ। সেকি! আপনার হাতে দিলুম, কোথায় রাখলেন?

অমরেশ। আমার হাতে দিয়েছিলে!

নিত্যানন্দ। হ্যাঁ,

অমরেশ। তবেই হয়েছে! যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত

হয়। অমিকে লুকিয়ে বাড়ীঘর হিন্দুমহাসভাকে দিয়ে দিচ্ছি, আর তার দলিল গিয়ে বসে আছে অমিরই পকেটে—

নিত্যানন্দ। পকেটে ?—

অমরেশ। নিত্যানন্দ, আমায় বাঁচাও ভাই, ছুটে গিয়ে ওই ওভার কোট্টার পকেট থেকে দলিলখানা বার করে আনো—

নিত্যানন্দ। আর যাওয়া হল না, ঐ আসছে!

অমরেশ। আসছে! যাহা বাহান্ন তাহা তেপান্ন। শুয়ে পড়ি, নাও এই বইখানা হাতে নিয়ে বস,—যেন আমায় বই শোনাচ্ছ এই ভাবে, বুঝেছ!

(অমিতা ও ক্যাপ্টেন সেনের প্রবেশ)

অমিতা। একি? নিত্যানন্দ? তুমি এখানে কি কর্চ্ছ?

নিত্যানন্দ। এই—মানে দাদাকে বই পড়ে শোনাচ্ছি।

অমিতা। ওঃ। (অমরেশের কাছে গিয়া) দাদা! দাদা! দাদা!

(অমরেশ নাক ডাকিতেছিল, ঝাঁকুনি দিতে উঠিয়া বসিল)

অমরেশ। অ্যাঁ, ওঃ অমি! বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছিলুম—

অমিতা। ঘুমিয়ে পড়েছিলে? তবে যে নিত্যানন্দ বললে তোমায় বই পড়ে শোনাচ্ছিল?

অমরেশ হ্যাঁ—মানে বই পড়া শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। আহা, বড় চমৎকার কবিতা সবটা শোনা হল না। কবিতাটা আবার পড়তো নি ' ্যানন্দ!

অমিতা। কবিতা! এ যে G. I. P. Railwayর time table

অমরেশ। G. I. Pর Time table! তা হলই বা? Time

tableএ কি কবিতা থাকে না ? Time table শুন্‌তে শুন্‌তে কাণে বাজল Railএর হুইসেল ! আর সেই সঙ্গে মনে পড়ল—

আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী
মহাসিন্ধু উতলা ঘুম ঘুম
ঘুম চুম দিয়ে করে নিখিল বিশ্বে নিঝ্‌ঝুম
মম বাঁশরীর তানে পাশরি
আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী।"
বাঁশী শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লুম !

Capt Sen। এত ওষুধ দিয়ে আজ পাঁচদিনের মধ্যে আপনাকে ঘুম পাড়াতে পারলুম না, এবার তাহলে tme table শুনে ঘুমিয়েছেন কি বলেন ?

অমরেশ। হাঁ, বড় চমৎকার ঘুম ! ওঃ অমি না ডাকলে ঘুম ভাঙতোই না—

Capt Sen। ঘুমিয়ে এখন কি রকম বোধ কর্চ্ছেন ?

অমরেশ। চমৎকার, সমস্ত দেহের ভেতর দিয়ে যেন কাব্যের ছন্দ, যেন গানের সুর বয়ে যাচ্ছে। আর কি মনে হচ্ছে জানেন ?

Capt Sen। কি ?

অমরেশ। মনে হচ্ছে—

"আমি হাম্বীর, আমি ছায়ানট, আমি হিন্দোল,
আমি চল চঞ্চল ঠমকি ছমকি পথে যেতে যেতে
চকিতে চমকি ফিং দিয়া দিই তিন দোল্‌।
আমি চপলা চপল হিন্দোল।" আর মনে হচ্ছে—

Capt Sen। থাক, আপনাকে আর কিছু মনে করতে হবে না। দেখি আজকের টেম্পারেচারের চার্টটা।—

অমিতা। আজকের টেম্পারেচার চার্টে তুলতে ভুলে গেছি, এই নোট বইএ লেখা আছে।

(পকেটে হাত দিতেছিল, অমরেশ হাত ধরিল)

অমরেশ। Wait !

অমিতা। কি ?

অমরেশ। পকেটে হাত দেবার দরকার নেই। Temparature আমার মুখস্থ, বেলা ২টা পর্য্যন্ত ৯৯'৩, বিকেল পাঁচটায় ১০১।

Capt sen। হুঁ (অমিতাকে) If you don't mind—Thermometreটা একবার—

অমিতা থারমোমিটার আনিতে গেল, অলক্ষ্যে অমরেশ নিত্যানন্দকে অমিতার পকেট হইতে দলিলখানা তুলিতে হাত নাড়িয়া ইসারা করিতে লাগিল। হঠাৎ অমিতা তাহা দেখিল।

অমিতা। কি ও ?

অমরেশ। না, বলছিলুম থারমোমিটারটা একবার ঝেঁকে নিতে, ঝেঁকে নিতে।

অমিতা। ঠিক আছে, আমি দেখে দিয়েছি।

Capt sen। শুয়ে পড়ুন তো।

(ডাক্তার অমরেশকে থার্ম্মোমিটার দিল)

অমরেশ। সবাই আমাকে নিয়ে ব্যস্ত ! এই অবকাশে পার তো তুলে নাও—তুলে নাও—

Capt sen। কি ;—কি তুলে নেবে ?

অমরেশ। নাঃ, এখনো নির্ব্বিকার দাঁড়িয়ে আছে, সময় সংক্ষেপ অথচ কোন উপায় করল না !

অমিতা। কি বলছ দাদা। কিসের উপায় করল না। কিছুই যে বুঝতে পাচ্ছি না।

অমরেশ। তোমাদের বুঝে দরকারও নেই। যাঁর বোঝবার তিনি ঠিকই বুঝছেন। কিন্তু বুঝেও কিছু করে উঠতে পার্চ্ছেন না।

(ডাক্তার থার্মোমিটার দেখিয়া চার্টে লিখিলেন, তারপর উঠিলেন)

Capt Sen। আচ্ছা, কাল সকালে আবার আসব।

অমিতা। One second please, আপনার—

(অমিতা পকেটে হাত দিতেছিল, অমরেশ পুনঃ অমিতার হাত ধরিল)

অমরেশ। Wait!

অমিতা। ওকি! ক্যাপ্টেন সেনের ভিজিটের টাকা—

অমরেশ। ভিজিট! সেজন্য পকেটে হাত কেন? নিত্যানন্দ, নীচে চলে যাও, তোমার কাছে যে টাকা আছে, তার থেকে ক্যাপ্টেন সেনের ভিজিট দিয়ে দাওগে, যাও—make haste, good bye Captain.

অমিতা। দাদা—

Capt Sen। That's O. K.—Miss Choudhury! Kindly একবার এইদিকে—(অমিতা কাছে গেল) দেখুন, আমি ভেবেছিলুম Insanity-টা সম্পূর্ণ cured হয়েছে। কিন্তু আজ যে ভাবে কথা বলছেন, তাতে কি রকম একটা খট্‌কা লাগল।

অমিতা। Captain Sen!

Capt Sen। সে যা হোক্,—একটু লক্ষ্য রাখবেন, কাল ভাল করে দেখে যা হয় ক'রব। যতটা সম্ভব ওঁর কথামত চলবেন।

অমিতা। সঙ্গে যাও• নিত্যানন্দ,

(নিত্যানন্দ ও ক্যাপ্টেন সেনের প্রস্থান। একটু পরে অমিতা অমরেশের কাছে গেল)

দাদা—

অমরেশ। উঃ—

অমিতা। কেমন বোধ কর্চ্ছ দাদা ?

অমরেশ। বড় অস্বস্তি দিদি ? বড় অস্বস্তি—

অমিতা। কিসের অস্বস্তি ? বুকের ব্যথাটা কি আবার—

অমরেশ। উহুঁ, বুকের ব্যথা তো গা সওয়া হয়ে গেছে। অস্বস্তি যা কিছু সে তো তোর পকেটে।

অমিতা। আমার পকেটে ? কি ?

(পকেটে হাত দিল)

অমরেশ। না, না, কিছু নয়, আমি ভুল বলেছি—ভুল—

(ইতিমধ্যে অমিতা দলিল বাহির করিল দেখিয়া, র‍্যাগ মুড়ি দিয়া অমরেশ শুইয়া পড়িল)

অমিতা। একি ? এ কিসের দলিল ? (পাঠ) "কলিকাতার বাড়ী, ব্যাঙ্কের সমস্ত টাকা, দুর্গতদের আশ্রয় দান ও প্রতিপালনের জন্য হিন্দু-মহাসভাকে—(মনে মনে বাকী অংশ পড়িয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গিয়া কোণের চেয়ারে বসিল। তাহার চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। অমরেশ খানিক বাদে র‍্যাগের ভিতর হইতে মুখ তুলিয়া অমিতাকে কাঁদতে দেখিল, নিঃশব্দে তাহার কাছে গিয়া মাথায় হাত রাখিল।)

অমরেশ। অমি, লক্ষ্মী দিদি ভাই, আমার ওপর রাগ করিসনে দিদি !

অমিতা। রাগ ক'রব ? কেন, রাগ ক'রব কেন ? বিনায়কবাবু যেদিন চন্দনপুর ষ্টেটের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে, একদল অনাথ আতুরকে নিয়ে, এই বাড়ীতে উপস্থিত হলেন, সেদিনও কি আমি রাগ করেছিলুম ?

অমরেশ। কেন রাগ কর্ছি দিদি। আমরা আশ্রয় না দিলে সেদিনকার সেই মুষলধারা বৃষ্টির মধ্যে, সেই ভীষণ দুর্য্যোগে, ওদের কি দুর্দ্দশা হতো বল্‌তো দিদি ?

অমিতা। দুর্গতকে আশ্রয় দিয়েছ, তোমার ব্রত পালন করেছ, কথাটা বলিনি। কিন্তু তা বলে এমন করে সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিতে হবে ? তোমাকে কিছুই লুকোইনি, ক্যাপ্টেন সেনের নিষেধ সত্ত্বেও তোমায় বলেছি, তোমার দেহে থাইসিসের বীজাণু প্রবেশ করেছে। এই দুরারোগ্য ব্যাধি নিয়ে তুমি—

অমরেশ। দুরারোগ্য ব্যাধি বলেই তো তাড়াতাড়ি সরে যেতে চাই বোন্। জানিস্ তো এ রোগ বড় সংক্রামক। সব জেনে শুনে এতগুলো নিরীহ লোককে আমার রোগের ছোঁয়া লাগাবো ? তাইতো হিন্দুমহাসভাকে সব বুঝিয়ে দিয়ে যত শীগ্‌গীর সম্ভব সরে পড়তে চাই।

অমিতা। কোথায় যাবে তুমি ?

অমরেশ। মহাজনেরা বলেন,—"আয়ু সঙ্কীর্ণ, কিন্তু পৃথিবী বিপুলা।" যে কয়দিন বাঁচি, এতবড় বিরাট পৃথিবী জননীর কোলে তোর দাদার কি এতটুকু স্থান হবে না বোন্ ?

অমিতা। না, না, সে আমি কখনো হতে দেব না। তোমার দেহ সুস্থ থাকত, আমি তোমার কোন কাজে বাধা দিতুম না, কিন্তু এই রুগ্ন কঙ্কালসার দেহ নিয়ে, তুমি এমন করে পথে দাঁড়াবে ?

অমরেশ। অমি—অমি—

অমিতা। বাবা নেই, মা নেই, আজ তুমি ছাড়া আর যে আমার আপন বলতে কেউ নেই দাদা ?

অমরেশ। ওঃ দাদাকে ছাড়তে হবে ভেবে নিঃসঙ্গ বোধ কচ্ছিস

দিদি! পাকা ইমারত ছেড়ে বাইরে এলেই দেখতে পাবি, বিধাতার আকাশ মাথার ওপর চাঁদোয়া খাটিয়েছে। এক দাদার দিক থেকে চোখ ফেরালেই দেখ্‌তে পাবি, চল্লিশকোটী ভাই বোন্ তোকে বরণ করতে হাত এগিয়ে দিয়েছে! হাঁ, এ আমার কল্পনা নয় বোন্, চল্লিশ কোটী তপ্ত প্রাণের স্পর্শ আমিও পেয়েছিলুম; কিন্তু তাদের সেবা করতে পারলুম না। ব্যাধি, দুরন্ত ব্যাধি আমায় তাদের মাঝখান হতে মৃত্যুর পানে টেনে নিচ্ছে।

অমিতা। দাদা, দাদা—

অমরেশ। আমি চলে যাবো; কিন্তু ঐ পতাকা, চল্লিশ কোটী হৃদয়ের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, ঐ ত্রিবর্ণ পতাকা কার হাতে তুলে দেব? কার হাতে তুলে দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলব? কে আছ, কে আছ তরুণ বাংলার মুক্তি শহীদ,—কে আছ অখণ্ড ভারতের মহামুক্তির হোতা—লক্ষকোটী সত্যাগ্রহীর রক্তরঞ্জিত এ পতাকা উন্নত করে তুলে ধরবে, কে তুমি মুক্তি সৈনিক, এসো—এসো—

(বিনায়কের প্রবেশ)

বিনায়ক। আমায় দাও, আমায় দাও অমরেশদা, ও পতাকা আমি উন্নত করে তুলে ধরব।

অমরেশ। তুমি! তুমি!

বিনায়ক। হ্যাঁ অমরেশদা, যাদের সঙ্গে নিয়ে সেদিন পথের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলুম, তাদের ভার তুমি গ্রহণ করেছ। তাই সেদিনই ছুটে বেরিয়ে গেলুম, নূতন কর্ম্মক্ষেত্রের সন্ধানে। কর্ম্ম আমি পেয়েছি দাদা, সেই কর্ম্মের উদ্বোধন করতে, এবার চাই তোমারই হাতের ঐ পবিত্র পতাকা।

অমরেশ। বেশ, তবে নাও ভাই, পতাকা নাও।

অমিতা। না, সে হবে না, ও পতাকা আমি কাউকে দিতে দেব না।

অমরেশ। অমি—

অমিতা। বাড়ী-ঘর, টাকা-পয়সা, যা কিছু ছিল সব বিলিয়ে দিয়েছ, নিজেকে পর্য্যন্ত আমার কাছ থেকে সরিয়ে দিয়ে মৃত্যুর মুখে তুলে দিতে চাইছ। তাও হয়তো আমি সয়ে যাব, কিন্তু তোমার জীবনের সাধনা,—লক্ষকোটী সত্যাগ্রহীর রক্তরাঙা সাধনার ধন, ঐ জাতীয় পতাকা আমি বিলিয়ে দিতে দেব না। সবই তো কেড়ে নিয়েছ দাদা, নাও—নাও—সব কিছু নাও—তবু তোমার পায়ে পড়ে মিনতি কচ্ছি,—শুধু ঐ পতাকা—ঐ পতাকাখানি আমায় দিয়ে যাও।

অমরেশ। ওঠ্‌ বোন্‌! ওরে আজকের দিনে আমি তোদের কাউকে বঞ্চিত করব না! আয় বোন, পতাকা তুলে ধর্‌—দূরে দাঁড়িয়ে কেন বিনায়ক! এসো ভাই, পতাকা ধরো। আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের যাত্রা-পথে এই কথাটী মনে রেখে চলো, এ পতাকা শুধু ভাইএর নয়, শুধু বোনের নয়, এ পতাকার গৌরব রাখবে—চল্লিশকোটী মিলিত ভাই বোন্‌।

দ্বিতীয় দৃশ্য

চন্দনপুরে মানসীদের বাড়ীর কক্ষ।

রুবী, রীটা ও গোকুল।

গোকুল। তাহলে মা, তোমরা আজই চলে যাচ্ছ?

রীটা। হাঁ কাকাবাবু, বন্ধুর বিয়েতে এসে পনের দিন তো চন্দনপুরে কাটালুম। আর থাকবার উপায় নেই।

গোকুল। কিন্তু মানসী বলছিল—

রীটা। মানসীর কথা শুনে কাজ নেই কাকাবাবু। আপনি আমাদের জন্য চারখানা বার্থ রিজার্ভ করবার ব্যবস্থা করুন।

গোকুল। আচ্ছা, মানসীকে তাহলে একবার—

(মানসীর প্রবেশ)

মানসী। কি কাকাবাবু!

গোকুল। এই যে মা মানু, এরা আজই চলে যেতে চায় যে?

মানসী। হাঁ, আজই যাবে। মিছিমিছি কাজের ক্ষতি করে ওদের ধরে রেখে লাভ নেই। আপনি যাবার ব্যবস্থা করুন গে।

গোকুল। আচ্ছা মা, তাই কচ্ছি।

[প্রস্থান

রীটা। কিরে মানু, হঠাৎ এমন সুমতি হল? ওঃ বুঝেছি, বন্ধু-বান্ধবীরা রাতদিন তোর প্রিয়তমকে ঘিরে রেখেছে কিনা, তাই এবার নিরিবিলি মধুযামিনী যাপনের জন্য হাঁপিয়ে উঠেছিস, তাই না?

রুবী। Shame! কথা বলব না ভাবি, তবু না বলে পারিনে।

আমাদের অমন হ্যাংলার মত স্বভাব নয়,—যে বন্ধুর স্বামীকে রাতদিন ঘিরে থাকব। সে বরং বলতে পার ঐ ইলোরাকে। কুমার বাহাদুর শিকার করতে বেরুলেন—অম্‌নি হন্নে হয়ে ছুটলো তাঁর পেছনে।

মানসী। তোদের ঝগড়া রাখ দিকিনি,—আর দু'দণ্ড বাদে তো সব চলেই যাবি ; আবার আমি সেই একা একা।

রীটা। ভাই মানু,—

মানসী। বেলা পড়ে আসছে, চারদিকে একটু একটু করে আঁধার ঘিরে আসছে। আমার জীবনের বেলা তো এখনো পড়েনি, মনে ভাবি এই তো সুপ্রভাত! কিন্তু এ প্রভাতের আলোর ঝলমলানি, হঠাৎ আবছা বাষ্পে ঢেকে যায় কেন? মনে হয় ঐ বাইরের অন্ধকার যেন ধীরে ধীরে জমাট বেঁধে আমারি দিকে এ'গয়ে আসছে ; আমার পৃথিবী যেন এক বিরাট কালো মূর্ত্তি, কাল চুল এলিয়ে আমায় ঘিরে ফেলতে চাইছে!

রীটা। এ সব তুই কি বলছিস্ ভাই? এ শুধু তোর মনের কল্পনা।

রুবী। Hush, ওই যে শিকারীরা সব এসে গেছে।

মানসী। আসছে! ভাই রুবী, রীটা, এসব কথা আমার স্বামীকে তোরা কিছু বলিস্‌নে ভাই। হয়তো ওসব সত্যিই আমার মনের প্রলাপ। আমি আনন্দিত হতে চেষ্টা করব, ওঁকে খুসী করতে চেষ্টা ক'রব। কিছু বলিস্‌নে ভাই, হাতে ধরছি তোদের।

রীটা। দূর, তা বলতে যাব কেন?

রুবী। চুপ—

(কুমার মণিশঙ্কর ও ইলোরার প্রবেশ)

মণিশঙ্কর। Halloe, Halloe, তোমাদের কি ষড়যন্ত্র হচ্ছিল!

হঠাৎ যে আমায় দেখেই সব চুপচাপ! ওকি, তুমি যাচ্ছ কোথায় darling?

মানসী। সারাদিন পরিশ্রম করে এসেছ, তোমরা একটু rest নাও, আমি তোমাদের হাতমুখ ধোবার জন্য জল গরম করতে বলে আসি।

মণিশঙ্কর। সে হবে খন। ইলোরা, দাঁড়িয়ে কেন? Come here, আগে বরং এক কাপ চা—

মানসী। আচ্ছা, ব্যবস্থা কর্চ্ছি—

মণিশঙ্কর। তুমি কেন? বয়—বয়—

মানসী। আবার ভুলে যাচ্ছ? এ বাড়ীতে বয় নেই। বামদেব, বামদেব—

বৃদ্ধ বামদেবের প্রবেশ

বামদেব। কি মা?—

মানসী। চা আনো, আর নিস্তারিণীকে বল, হাতমুখ ধোবার গরম জল।

বামদেব। আচ্ছা মা।

[প্রস্থান

মণিশঙ্কর। দেখ dearie, আমার যেন কেমন একটা খট্‌কা লাগছে। তোমার মনটা কি ভাল নেই?

মানসী। কেন, ভালই তো আছি—

মণিশঙ্কর। উহুঁ,—I suspect something wrong—কি হয়েছে,—তোমরা কেউ জানো?

মানসী। কি আবার হবে?

রুবী। Shame, newly married wife কে ফেলে রেখে তার

বান্ধবীকে নিয়ে সারাদিন শিকার করে ফিরলেন। এখন জিজ্ঞাসা কচ্ছেন—

মানসী। ছিঃ ছিঃ রুবী—

মণিশঙ্কর। Oh, হাঃ হাঃ হাঃ, কিন্তু সে জন্য আমি দোষী নই। স্ত্রী যেতে রাজী হলেন না, তাই শাস্ত্রমাফিক কাজ করেছি, স্ত্রীর substitute হিসাবে, শ্যালিকা মানে স্ত্রীর বন্ধুকে সঙ্গে নিয়েছি; কি বল ইলোরা—অ্যাঁ—হাঃ হাঃ হাঃ—

[বামদেব চা আনিয়া রাখিয়া প্রস্থান

মানসী। চা এসেছে বসে পড় সব। বোস ভাই রুবী, পল্লব গেল কোথায়? সে তোমাদের সঙ্গে যায়নি?

মণিশঙ্কর। পল্লবের কথা বোলো না, ছোট্ট একটা খাল ডিঙোতে গিয়ে একেবারে ঘোড়া থেকে কুপোকাৎ! এসেই পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

ইলোরা। হাঃ হাঃ হাঃ. সে মূর্ত্তি যদি দেখতিস ভাই মানু, সর্ব্বাঙ্গ কাঁদা মেখে যেন ভূত সেজেছিল।

(পল্লবের প্রবেশ)

পল্লব। হাঁ—ভূত? দুটীতে বুনো কপোত কপোতীর মত বনের ভেতর উধাও! দু'জনকে উদ্ধার করতে আমি নাজেহাল! কোথায় sympathy দেখাবে, তা নয়, ভূত বলে ঠাট্টা করা হচ্ছে!

রুবী। Shame! বনের ভেতর উধাও মানে?

পল্লব। তা নয়তো কি? আমি বেচারা আছি কি নেই, কোন খোঁজই নেই। দু'জনে বিভোর হয়ে চলেছেন।

মানসী। তুমি বসে পড় পল্লব।

মণিশঙ্কর। কিন্তু তোমার চা কোথায়?

মানসী। আমি খাব না।

মণিশঙ্কর। কেন?

মানসী। ইচ্ছে কর্চ্ছে না। তোমরা খেয়ে নাও।

মণিশঙ্কর। চা না খাও, অন্ততঃ আমাদের চায়ে মিষ্টি মিশিয়ে দাও,—মানে তোমার মিষ্টিগলার একখানি গান।

মানসী। গান!

রীটা। হ্যাঁ ভাই, আর কথা নয়, আমাদের অনুরোধ রাখতেই হবে।

মানসী। বেশ, গাইছি—

গান

হংস বলাকা সম
উড়ে যায় সঙ্গীত মম
মণিদীপ আলোকিত কোন অলকায়,
ওই যায় মৃদু বায় উড়ে যায়।
হোথা কি রয়েছে আহা সে
কিছু ধরা দেয় কুসুম গন্ধে
কিছু পাই যারে আভাসে।
বরিষণ মুখরিত শ্রাবণ নিশীথে—
নয়ন কিনারে যেবা ভেসে আসে
বুঝি সেই ভায়, গান উড়ে যায়
অলকায় মৃদুপায়।

মণিশঙ্কর। ওকি,—কি হ'ল ?

মানসী। আমার—আমার দেহটা ভাল নেই, আমি আর গাইতে পারব না। আমি মাফ চাইছি, তোমাদের সবার কাছে মাফ চাইছি।

[প্রস্থান

পল্লব। তাইতো, কোথায় যেন কি একটা গোলমাল হয়েছে মনে হচ্ছে ?

রুবী। Shame! কিছু বোঝ না ? কচি খোকা!—

(ইলোরার দিকে তীব্র কটাক্ষ করিল)

মণিশঙ্কর। কি হয়েছে রুবী ?

রীটা। না, না হবে আবার কি ? আমরা আজ চলে যাচ্ছি, তাই হয়তো মনটা একটু বিষণ্ণ।

মণিশঙ্কর। তোমরা চলে যাচ্ছ ? কোথায় ?

রীটা। বাঃ, আমাদের কলকাতায় ফিরতে হবে না ?

মণিশঙ্কর। তা আজই কেন ?

রীটা। আজকাল করে পনের দিন হয়ে গেল, আর থাকবার উপায় নেই।

মণিশঙ্কর। কিন্তু সবাই এক সঙ্গে গেলে, বাড়ী যে একেবারে খালি হয়ে যাবে ?

রুবী। কি ক'রব ? একসঙ্গে এসেছি, এক সঙ্গেই যাবো! ইলোরা, গুছিয়ে নাও, তোমারও বার্থ রিজার্ভ হ'তে গেছে।

মণিশঙ্কর। কিন্তু ইলোরা বলছিল, এখনো হপ্তাখানেক ওর থাকা চলে ?

ইলোরা। তা—

মণিশঙ্কর। না, না, আর তা কেন? তুমি তো স্পষ্ট বলেছ, আরও হপ্তাখানেক থাকবে এখানে। বিশেষতঃ মানসীর দেহ মন ভাল নেই। ওর একজন সঙ্গীর দরকার। সবাইকে কাজের ক্ষতি করে আটকে রাখব না। কিন্তু যে ক'দিন মানসী সুস্থ না হয়, অন্ততঃ সে কটা দিন তুমি—

ইলোরা। আচ্ছা বাড়ীতে তাহলে একটা চিঠি দিয়ে দিই যে দু'চার দিনের মধ্যেই আমি যাচ্ছি।

রুবী। দু'চার দিনের মধ্যে?

ইলোরা। হ্যাঁ, মানু একটু সুস্থ হ'লেই—

রুবী। মানে, মানুকে সুস্থ না করে তুমি যাবে না—এই তো? তুমি এখানে থাকলে মানুও সুস্থ হয়েছে, আর তুমিও বাড়ী ফিরেছ! Shame!

রীটা। আঃ রুবী! যা ভাই ইলোরা, চিঠি লিখে আন।

[ইলোরার প্রস্থান

আপনি কিছু মনে করবেন না কুমার বাহাদুর। রুবীটা ঐ এক ধরণের। ওর কথায়—

পল্লব। রামচন্দ্র, ওর কথায় কেউ কখনো মন খারাপ করে? এই ধর না, কুমার বাহাদুরকে দেখে মনে হচ্ছে, ওঁরও মন মেজাজ খারাপ। ওঁরও একজন সঙ্গী দরকার। ওঁকে এ অবস্থায় ফেলে আমিও তো যেতে পারব না। একথা শুনে মিস্ রুবী হয়তো আমাকেও—

রীটা। তুমিও যাবে না?

পল্লব। যাই কি করে! কুমার বাহাদুরকে একা ফেলে রেখে অবিশ্যি আমি থাকলে উনি যদি বিরক্ত হন—তাহলে—

মণিশঙ্কর না, না, সে কি কথা পল্লব, তুমি থাকলে আমি সত্যিই খুশী হব।

পল্লব। ব্যাস, ব্যাস, আর কিছু চাইনে আমি, স্রেফ একটু আদর একটু যত্নের বশ। জগতে ঐ জিনিষটাই দুর্লভ কিনা।

রুবী। Shame; মোটেই দুর্লভ নয়, এক ধরণের জীবকে জগতে সবাই আদর করে থাকে, এবং আদর পেলেই সে সঙ্গে সঙ্গে পোষ মেনে যায়। আর কিছু চায় না। ঠিক তোমার মতই স্রেফ একটুখানি আদর—

পল্লব। মানে, সে জীবটা তাহ'লে কি হ'ল?

রুবী। এ বাড়ীতে Looking glassএর অভাব নেই, একটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখ। আয় রীটা—

পল্লব। কুমারবাহাদুর!

[রুবী ও রীটার প্রস্থান

মণিশঙ্কর। মেয়েটী বড্ড rude, unmannerly! কথাবার্ত্তা—

পল্লব। ও কিছু নয় কুমারবাহাদুর, ইলোরার সঙ্গে আপনি একটুখানি মিশেছেন, তাই ওটা হচ্ছে ইলোরার প্রতি নারী জন সুলভ ঈর্ষা!

মণিশঙ্কর। ঈর্ষা!

পল্লবী। রুবীকে কঠিন বলছেন,—রুক্ষ বল্‌ছেন? শীত পড়লে মানুষের হাড় ফাটে না, দেহের সবচেয়ে কমনীয় অংশ ঠোঁট আর গাল ফাটে। তেমনি জগতে সবচেয়ে কোমলমতী জীব নারীও, ঈর্ষারূপী শীতের স্পর্শে ফাটা ঠোঁটের মত রুক্ষ হয়ে যায়। একটু মিষ্টি কথার, একটু সোহাগ যত্নের Coldcream মাখালেই দেখবেন, সব রুক্ষতা কেটে গিয়ে একেবারে নবনী কোমল মূর্ত্তি ধারণ করেছে!

মণিশঙ্কর। Oh, হাঃ হাঃ হাঃ, you are a born poet I see! তারপর কবিসুধাকর, এইবার বলতো, how did you like her ?

পল্লব। রুবীকে আমার চিরদিনই ভাল লাগে।

মণিশঙ্কর। Damn your rotten Rubi! রুবীর কথা বলছিনা, আমি বলছি সেই যে কি গ্রামটা—ছাই মনে পড়ছে না—কাজল গাঁ, ঐ কাজল গাঁয়ে, হিজল গাছের ছায়ায় that damsel.

পল্লব। ওঃ সেই বাগ্দীদের মেয়েটা ?

মণিশঙ্কর। বাগ্দীর মেয়ে তো কি হয়েছে, গোবরেই তো পদ্মফুল ফোটে।

পল্লব। তা ফোটে, এবং সে পদ্ম তুলতে গেলে, গোবর পিণ্ডি প্রতিবাদ করে না। বাগ্দীদের আর সব বিষয় যত ঘেন্নাই করুন না কেন, ওরা তা বলে গোবর নয় কিন্তু। ওরা তৈরী হয়েছে বিশ্বকর্ম্মার কামারশালে খাঁটী লোহা আর ইস্পাত গালিয়ে। লোহার শাবলের মত ওদের ওই কালো কালো শক্ত হাতগুলোকে ভুলবেন না কুমার বাহাদুর!

মণিশঙ্কর। এবং তুমিও ভুলোনা পল্লব, যে আজকের ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে Atomic বোমা। এই Atomic বোমার যুগে তোমার লোহার শাবলওয়ালারা কি করতে পারে—সে আমিও দেখে নেব।

পল্লব। আপনি তাহলে এখন কি করতে চান ?

মণিশঙ্কর। পরে বলব, তুমি যাওতো, এদের দেওয়ানজী গোকুল বাবুকে একবার আমার এখানে পাঠিয়ে দাওগে।

[পল্লবের প্রস্থান

মণিশঙ্কর। কি করব ? মেয়েটার দিকে তাকিয়ে শুধু একবার হেসেছিলাম, আর বুড়ো প্রহ্লাদ বাগ্দী আমার ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল, আমায় শাসিয়ে ফিরিয়ে দিল ! আচ্ছা, কুমার মণিশঙ্করকে এখনো চেন নি চাঁদ ? আগে তোমাদের দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা হয়ে বসি তো, তারপর দেখে নিচ্ছি, তোমাদের ক্ষমতা কতদূর ?

(গোকুলের প্রবেশ)

গোকুল। আমায় ডেকে পাঠিয়েছ বাবাজী ?

মণিশঙ্কর। হাঁ, কাজলগাঁ কোন্ পরগণায় বলুন তো ?

গোকুল। কুসুমদিঘি পরগণা—

মণিশঙ্কর। কুসুমদিঘি,—ওখানকার জমিদার ?

গোকুল। কুসুমদিঘি হ'ল সীতারামগঞ্জের চক্কোত্তি বাবুদের।

মণিশঙ্কর। চক্কোত্তিদের জমিদারীর আয় কেমন ?

গোকুল। আর জমিদারী ! জমিদারী এখন আয়ের চেয়ে ব্যয়ের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে ; দেনায় আকণ্ঠ ডুবে আছে। কোন রকমে লাটের খাজনা যোগাতেই এখন প্রাণান্ত।

মণিশঙ্কর। তবে শুনুন, আপনি এক কাজ করুন, এখনই সীতারামগঞ্জের চক্কোত্তিদের ওখানে লোক পাঠিয়ে খবর দিন, যে কুসুমদিঘি পরগণা আমি কিনতে চাই।

গোকুল। কুসুমদিঘি পরগণা কিনবে ? কেন ?

মণিশঙ্কর। আমার খেয়াল ! ব্যস্, এর বেশী কিছু আর জানতে চাইবেন না।

গোকুল। না, না বাবাজী, এ সর্ব্বনাশা খেয়াল তোমায় ত্যাগ করতে হবে। ও পরগণা কেনা চলবে না।

মণিশঙ্কর। কেন চলবে না?

গোকুল। তুমি তো এ মুলুকের কিছুই জাননা, কুসুমদিঘি হ'ল একটা মস্ত বড় অভিশপ্ত পরগণা—

মণিশঙ্কর। অভিশপ্ত পরগণা?

গোকুল। হাঁ, কুসুমদিঘি যখন যার অধিকারে যায়, তাকেই সর্ব্বস্বান্ত হতে হয়।

মণিশঙ্কর। তা বেশ তো, আমিও একবার ব্যাপারটা নিজে যাচাই করে নিতে চাই। ও পরগণা আমি কিনব, আমার রূপচাঁদপুর ষ্টেটের টা কায়

গোকুল। তবু বাবাজী, ঐ অমঙ্গলে পরগণাটা—

মণিশঙ্কর। বলেছি তো, অমঙ্গলে কিনা সে আমি নিজে দেখব। আমি আপনাদের ওসব superstition মানি না,—এবং আমার কোন কাজে বাধা দেওয়া আমি অপছন্দ করি।

গোকুল। বেশ, তুমি অপছন্দ করলে সেরূপ ক্ষেত্রে আমি কোন কথা কইব না। তবে তোমার এবং মানসীমায়ের স্বার্থ সবার বড় বলে মনে করি, তাই বলছিলুম, ও পরগণা কিনে কোন আর্থিক লাভও নেই। ওখানে শুধু দরিদ্র হাড়ি বাগ্দীদের বাস।

মণিশঙ্কর। দেখুন, আপনার বয়স হয়েছে, চোখের দৃষ্টিও ঘোলা হয়ে আসছে। তাই আপনি কুসুমদিঘিকে বলছেন লোকসানী পরগণা! কিন্তু আমি বল্‌ছি, ওখানে মাণিক রয়েছে!

গোকুল। মাণিক! কুসুমদিঘিতে মাণিক?

মণিশঙ্কর। হাঁ, অপূর্ব্ব মাণিক, আপনাদের দশ-বিশটা জমিদারী খুঁজলেও তেমন মাণিক মিলবে না।

গোকুল। হুঁ, তাহলে যা ভেবেছি তাই।

মণিশঙ্কর। কি ভেবেছেন ?

গোকুল। সাপের মাথায় মাণিক জ্বল্‌লে তাতে মানুষের কি ?

মণিশঙ্কর। যে মানুষ সাপকে শায়েস্তা করতে জানে, সে মাণিক হয় তার।

গোকুল। কিন্তু এ যে সে সাপ নয়, তাই এখনো বলছি হুঁসিয়ার। আজ জরাজীর্ণ হয়ে পড়লেও, প্রহ্লাদ বাগ্দী বিষাক্ত গোখরো সাপ।

মণিশঙ্কর। প্রহ্লাদ বাগ্দী। কে ? কে আপনাকে বলেছে তার কথা ? ওই idiot পল্লব নিশ্চয় ?

গোকুল। যেই বলে থাকুক—আমি তোমায় এ কাজ করতে দেব না।

মণিশঙ্কর। আমায় আপনি বাধা দেবেন ?

গোকুল। আমার সে অধিকার রয়েছে যে !

মণিশঙ্কর। কি আপনার অধিকার ?

গোকুল। তুমি জান না বাবাজী, তোমার শ্বশুর শ্রীবিলাস রায় মশাই আজ বেঁচে থাকলে তিনি যেমন তোমার অভিভাবক স্থানীয় হতেন, আমার অধিকারও ঠিক তেমনি। মরবার সময় মানসীকে তিনি আমারই হাতে তুলে দিয়ে গেছেন।

মণিশঙ্কর। এবং আপনিও এ কথা ভুলে যাবেন না গোকুলবাবু, যে মানসীর অভিভাবক হবার সুযোগ পেয়ে, এতদিন তার ওপর যে অন্যায় জুলুম করে এসেছেন, আজ আর তা খাটবে না।

গোকুল। আমি মানসীর ওপর অন্যায় জুলুম করেছি ?

মণিশঙ্কর। আহা, চট্‌ছেন কেন ? মেয়েছেলের বিষয়ের সর্ব্বে-সর্ব্বা হয়ে, একটা পয়সাও না সরিয়ে কেউ ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির হয়ে রয়েছে, এ কথা তাঁরা তুলসী হাতে নিয়ে দিব্যি গাল্‌লেও বিশ্বাস করব না।

গোকুল। কুমার মণিশঙ্কর! আমি চন্দনপুর ষ্টেটের টাকা সরিয়েছি?

মণিশঙ্কর। বেশ তো, খাতাপত্তর শীগ্‌গীর দেখছি—তখন বোঝা যাবে।

গোকুল। খাতাপত্তর আমি তোমায় কেন দেখাব?

মণিশঙ্কর! আপনি না দেখান, আমার আরও কর্ম্মচারী রয়েছে তারা দেখাবে।

গোকুল। কার সাধ্য যে গোকুল ভট্‌চাযি্যর হুকুম না পেলে দপ্তরখানার দরজা খোলে!

মণিশঙ্কর। আপনার হুকুমে দরজা খুলবে না, দরজা খুলবে চাবিতে। এবং যখনই প্রয়োজন হবে, সে চাবী আপনাকে জমা দিতে হবে এইখানে। (নিজের পা দেখাইয়া দিল)।

গোকুল। মণিশঙ্কর,—কুমার মণিশঙ্কর!

মণিশঙ্কর। থামুন! অনেক বয়স হয়েছে আপনার! আশা করি এটুকুন কাণ্ডজ্ঞান এতদিনে জন্মেছে, যে যার হাত থেকে মাসে মাসে মাইনে গুণে নিলে, তবে আপনাদের উনুনে হাঁড়ী চড়বে, তাকে নাম ধরে ডাকাটা ধৃষ্টতা; তাকে বলতে হয় হুজুর—বলতে হয় কুমার বাহাদুর।

[প্রস্থান।

গোকুল। (শ্রীবিলাস রায়ের একখানি প্রতিমূর্ত্তি দেওয়ালে টাঙ্গানো ছিল, সেই প্রতিমূর্ত্তির কাছে গিয়া বসিলেন)—

রায় মশাই! আমায় ক্ষমা করুন রায় মশাই। যে ভার আপনি

আমার উপর তুলে দিয়েছিলেন, সে ভার আমি বুঝি আর বহন করতে পারলুম না।

(মানসীর প্রবেশ)

মানসী। গোকুল কাকা!

গোকুল। কে! মা মানসী?

মানসী। কি হয়েছে গোকুল কাকা?

গোকুল। না, তেমন কিছু নয়, তোমায় একটা কথা বলব মা?

মানসী। কি?

গোকুল। আমি,—আমি কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম চাই!

মানসী। বিশ্রাম! আপনার গলা কাঁপছে কেন কাকা? আমায় লুকোবেন না, শীগ্‌গীর বলুন, কি হয়েছে কাকাবাবু?

গোকুল। না, বয়স তো হ'ল। দেহটা বিশেষ সুবিধে যাচ্ছে না। অবিশ্যি রাধামাধবের নিত্যসেবা যেমন কচ্ছি, যতদিন বাঁচি তা ঠিক করে যাবো, তবে বিষয়কর্ম্ম থেকে এবার অব্যাহতি চাই!

মানসী। ওঃ বেশ! [সরিয়া গেল

গোকুল। দপ্তরখানার চাবি টাবীগুলো তাহ'লে বাবাজীকে বুঝিয়ে দিয়ে আসি।

মানসী। না, চাবি আমায় দিয়ে যান।

গোকুল। আচ্ছা মা। দপ্তরখানা, দলিলের সিন্দুক, লোহার সিন্দুক, সব চাবিই এতে আছে। এই নাও।

(গোকুল চাবি দিয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিতেছিল, মানসী হঠাৎ ডাকিল)

মানসী। গোকুলকাকা, গোকুলকাকা! গোকুলকাকা!

গোকুল। আমায় ডাকলে মা,—কি মা?

মানসী। মনে পড়ে, একদিন আমার বাবা আমাকে আপনারই

হাতে তুলে দিয়েছিলেন, আপনি কথা দিয়েছিলেন—সুখে দুঃখে, সম্পদে, বিপদে কখনো আমায় ত্যাগ করবেন না।

গোকুল। মনে আছে বৈকি মা। কিন্তু—

মানসী। কিন্তু?

গোকুল। কিন্তু—

মানসী। কিন্তু আমি এখন বিবাহিতা। স্বামীর ওপর আমার সমস্ত দায়ীত্ব চাপিয়ে দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত কেমন?

গোকুল। মা!

মানসী। বেশ, যান তবে। দাদা চলে গেছে সেও সহ্য করেছি, আপনিও যে যাবেন সে তো জানা কথা,—জেনে শুনে সেটুকু সইতে পারব না?

গোকুল। আমি যাবো সে তোমার জানা কথা?

মানসী। হাঁ, আপনি যে যাবেন সে আমি সেই দিনই বুঝেছি, যেদিন দাদা সব ছেড়ে চলে গেলেন।

গোকুল। মা! (বসিল)

মানসী। আপনার দেহ অসুস্থ। আমি কি জানি না যে শুধু দাদার শোকে, শুধু দাদাব কথা ভেবে ভেবেই আপনার দেহ ভেঙ্গে পড়েছে। আপনি ছুটী চান? আমি কি বুঝতে পারি না যে, যে বিষয়-সম্পত্তি দাদা পরিত্যাগ করে গেছে, সে বিষয়কে আপনার আজ বিষ বলে মনে হচ্ছে।

গোকুল। না, না, এ তোর মিছে সন্দেহ মা, মিছে সন্দেহ। আমি বেণুর জন্য ভেবে ভেবে দেহ পাত করতে বসেছি! বেণু চলে গেছে বলে রাগ করে তোর বিষয় সম্পত্তি দেখার ভার ছেড়ে দিচ্ছি: এ কথা তুই কি করে বললি মা মানু? তবু—তবু যদি একবারও কল্পনা করতে পারতিস—ঐ বেণু আমার কে?

মানসী। কে আবার? আপনি আমার বাবার বন্ধু, আর সে হ'ল আমার বাবার পালিত পুত্র।

গোকুল। তোর বাবার পালিত পুত্র, কিন্তু আমার তো সে পালিত নয়, সে যে আমার—

মানসী। কি?

গোকুল। আমার—আমার বুকজোড়া নিধি, আমার সর্ব্বস্ব, আমার সন্তান!

মানসী। আপনার সন্তান? কাকাবাবু, কাকাবাবু! এ যে আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না, বাবা মরবার সময় আমায় বলে গেলেন, দাদাকে এক অনাথিনী ব্রাহ্মণ কন্যা তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। আর আজ আপনি—

গোকুল। তোমার বাবা স্বর্গের দেবতা ছিলেন মা! আমি তোমাদের বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করি; বেণু আমার সন্তান, একথা জানলে যদি কখনো ভুল ক্রমেও তোমার মনে হয়, আমি তোমার স্বার্থের চেয়ে বেণুর স্বার্থকে বড করে দেখছি; তোমার মনে পাছে আমার ওপর সন্দেহ জন্মে, অশ্রদ্ধা জন্মে, তাই—তাই রায় মশাই তোমায় সেদিন লুকিয়ে ছিলেন যে, ঐ বেণু আব কেউ নয় ও আমারি সন্তান।

মানসী। দাদা আপনার সন্তান। আর আপনি দাদাকে এমন করে চলে যেতে দিলেন।

গোকুল। শুধু তোর মুখ চেয়ে মা, শুধু তোর মুখ চেয়ে।

মানসী। সত্যিই যদি তাই হয়, সত্যিই যদি আমার জন্য আপনি দাদার অভাবও সহ্য করতে পারলেন, তবে জগতে এমন কি আঘাত আছে কাকাবাবু, যা সইতে না পেরে আপনি আজ আমায় এমন অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে সরে পড়তে চাইছেন?

গোকুল। ঠিক বলেছিস মা। তাইতো! যে যত বড় অপমানই করুক না কেন, তা বলে তোকে আমি ত্যাগ করে যাবো কেন? আমার ভুল হয়ে গেছে মা! দে মা, চাবি দে—চাবি দে।

মানসী। কথা দিন, কোনদিন আবার ফিরিয়ে দেবেন না?

গোকুল। তুই নিশ্চিন্ত থাক মা! তোর এই বুড়ো ছেলেকে এই বারটী বিশ্বাস কর, নিশ্চিত জানিস, যতদিন তুই নিজে চেয়ে না নিস, অথবা যতদিন মৃত্যু এসে এই হাতের মুঠি শিথিল করে না দেয়, ততদিন শ্রীবিলাস রায়ের গচ্ছিত চাবি, শ্রীবিলাস রায়ের বিশ্বাসের চাবি আমি কারু হাতে ছেড়ে দেব না,—কারু হাতে না।

তৃতীয় দৃশ্য

(কাজল গাঁ। গ্রাম্যপথ, দেবনাথ গান গাহিতেছিল, গানের শেষে বিনায়ক ও অমিতা আসিয়া তাহাকে ডাকিল।)

দেবনাথ।—

গান

আজও পরাণ তারে চায়,
রূপসী নদীর ওপারে গো, মেঘলা গাঁয়ের শেষে
শাপ্‌লা রঙা এক ফালি চাঁদ ওঠে যেথায় হেসে,
দেখেছিলেম দীঘল কন্যা, হিজল গাছের ছায়।
মেঘডম্বুর শাড়ীপরা, খোপাতে নলটুঙ্গি ফুল
চৈতালী হাওয়াতে দোলে, কানের ঝুম্‌কো দুল,
চোখ দুটী তার চপল ভোমর মুখপদ্মে বসে,
মধু রসে টলমল তবু দংশনে জ্বালায়।

বিনায়ক। ও ভাই শুনছ ?

দেবনাথ। কে ! কেডা তুমি মশায় ?

বিনায়ক। আমরা পথিক, পথ চলতে বড় তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল খাওয়াতে পার ?

দেবনাথ। জল খাবা। তোমরা ভদ্দরলোক ?

বিনায়ক। দেখে কি মনে হয় ?

দেবনাথ। ছাপ জামা-কাপড় পরেছ যখন, তখন ভদ্দরলোক না হয়ে যাও না। তা জলখাবা তো ইখানে কেন ? সিধে উত্তর মুহো চলে যাও—দু'কোশ বাদে মাণিকডাঙ্গা গাঁও, সেথায় ঘোষ বাবুদের পুকুর আছে, সেখানে গিয়ে জল খাওগে।

বিনায়ক। আরে পুকুরে নেমে জল খাবো তো অতদুর যাব কেন ? এ গাঁয়ে কি পুকুর নেই ?

দেবনাথ। হেই শুন কথা ! পুকুর নেই তো আমরা কি শুধু হাওয়া খেয়ে বাঁচি ?

বিনায়ক। তবে—

দেবনাথ। আরে সে তো বাগ্দীদের পুকুর !

বিনায়ক। হলই বা, বাগ্দীদের পুকুরের জল খেলেও আমাদের তেষ্টা মিটবে, দাও পুকুরটা একবার দেখিয়ে দাও ভাই।

দেবনাথ। হেই শুন কথা ! ভদ্দর নোকে বাগ্দীর পুকুরের জল খাবে কি ? হাঃ হাঃ হাঃ।

বিনায়ক। কেন ? তাতে দোষ কি ?

দেবনাথ। দোষ কি ! ভদ্দর লোকের ছেলে,—লেখাপড়া শিখেছ কতদূর তুমি হে ? পদ্মপুরাণটা পড়নি ? তুমি না হয় পাগল হয়ে বাগ্দীর কাছে জল মাগিলা, আমি জ্ঞানবান হয়ে তা কেনে দেব ?

বিনায়ক। কেন দেবে না?

দেবনাথ। না, ছোট জাত হইয়ে ভদ্দর নোককে ছুতে নাই, ভদ্দর নোকের হাতে জল দিতেও নাই। তা করিলে, চরণদাস কথকঠাকুর যেমন বলিলা,—তেমন কইবে বলি শুন,—পিতামহ ব্রহ্মার ছেলে উয়োর, নাম কি, মুচুকুন্দ রাজা এসে অভিশাপ দিয়ে যাবে।

বিনায়ক। সে কি!

দেবনাথ। হঃ হঃ, যাও হিথাকে কিছু হবেক না,—ঘোষেদের পুকুরে যাও।

[প্রস্থান

বিনায়ক। ও ভাই যেয়ো না—শোনো, শোনো—

অমিতা। থাক, আর ডাকবেন না। শুনলেন না, শেষে জলের পরিবর্ত্তে পিতামহ ব্রহ্মার ছেলে মুচুকুন্দ রাজা এসে শাপমণ্যি করে যাবেন।

বিনায়ক। আপনি হাসছেন, আমার কিন্তু রাগে পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে—অস্পৃশ্যতার অভিশাপ এরা কেমন হাসিমুখে সহ্য কচ্ছে দেখেছেন?

অমিতা। তা ওদের দোষ কি বলুন? আমরাই যদি আজকের দিনেও বড় বড় রেল ষ্টেশনে হিন্দু পাণিপাঁড়ে, মুসলমান পাণিপাঁড়ে, হিন্দু চা, মুসলমান চা, বিনা প্রতিবাদে, একটুও লজ্জিত না হয়ে চালু রাখতে পারি—তাহলে এই সব অশিক্ষিত হাড়ী-বাগ্দীদের দোষ কি? আমরা হিন্দু চা, হিন্দু পাণিপাঁড়ে নিয়ে গৌরব করলে ওরাও মুচুকুন্দ রাজাকে এগিয়ে দিয়ে আস্ফালন করতে পারে বৈকি!

বিনায়ক। ঠিক বলেছেন, দোষ ত ওদের নয়! দোষ আমাদের, ওদের ওই পাথরের মত শক্ত দেহের মধ্যে কাঁচামাটীর মত নরম মন। সেই মনকে আমরা যে ভাবে গড়ি সেইভাবে ওরা গড়ে ওঠে। ওদের

আমরা হাত ধরে টেনে তুলবো—ওদের আমরা মানুষের অধিকার দেব। এই আমাদের কর্ম্ম—এই আমাদের ব্রত।

অমিতা। হ্যাঁ, এই আমাদেব কর্ম্ম, এই আমাদের ব্রত। এই ব্রত গ্রহণ করে আমরা কলকাতা ছেড়েছি, সর্ব্বস্ব ছেড়ে এই গাঁয়ের পথে অভিযান করেছি।

বিনায়ক। সব ছেড়ে এসেও তবু মাঝে মাঝে মন উতলা হয়ে ওঠে—আপনার দাদার কথা ভেবে; অমন রুগ্ন অবস্থায় তাঁকে একা একা ফেলে আসাটা—

অমিতা। আমি আর তাঁর কথা ভাবি না বিনায়কবাবু। আমি বুঝতে পেরেছি ডাক্তারের অসুধ বা আমাদের সেবাশুশ্রূষার সাধ্য নাই —দাদাকে বাঁচাবার। যদি তিনি বাঁচেন, তাহলে বাঁচবেন শুধু আমাদেরই কর্ম্মের-মাঝখানে।

বিনায়ক। অমিতাদেবী—

অমিতা। দাদার কথা থাক বিনায়কবাবু। চলুন আমরা এগিয়ে যাই।

বিনায়ক। বেশ, তাই চলুন।

অমিতা। ঐ যে আবার সেই মুচুকুন্দ রাজা আসছে না?

বিনায়ক। হ্যাঁ তাইতো, সঙ্গে আর এক বৃদ্ধ। দেখুন ও বোধ হয় মুচুকুন্দ রাজার সেই পিতামহ ব্রহ্মা, কি বলেন?

অমিতা। চুপ, এসে পড়েছে।

(প্রহ্লাদ বাগ্দী ও দেবনাথের প্রবেশ)

প্রহ্লাদ। আরে দেবা, কোথায় ভদ্দরনোক জল মাগিলরে?

দেবনাথ। ঐ তো সামনে দেখ না—

প্রহ্লাদ। সামনে! কেমন, বলিনি? ঐ দেখ, গান্ধী মহারাজের টুপী পরেছে। আরে নিব্বোধ, তুই জানবি কেমনে? কখনো তো শহড়ে যাস্‌নি, ওনাদের দেখিস্‌ ওনি। ওঁবা ভদ্দব হইলেও মোটা খদ্দর পরেন, গান্ধী মহারাজের টুপী নিয়েছেন—ওনারা সবার হাতেই জল খান। চলেন কত্তা, গরীবের কুঁড়ে ঘরে পায়ের ধূলো দেবেন। শীতল পাটীতে বইস্যে নতুন গুড়ের বাতাসা দিয়ে শিতল জল পান করিবেন।

বিনায়ক। তোমার বাড়ী কতদূরে ভাই?

দেবনাথ। কাজল গাঁয়ে এস্যে প্রহ্লাদ বাগ্দীর বাড়ী জান না? কেমন ভদ্দরলোক তুমি হে?

প্রহ্লাদ। চুপ কর, নিব্বোধ, ওনারা যে বিদেশী! তাই নয় কত্তা?

বিনায়ক। হাঁ ভাই; আমরা এ গাঁয়ে আজই নূতন এসেছি।

দেবনাথ। তবে একটু দেখে-শুনে বাড়ী নিয়ে যাব। বিদেশী লোক—তা তোমরা আমাদের গাঁয়ে কেন এসেছ? বলি আমাদের নূতন জমীদারের চেলা চামুণ্ডো নও তো হে?

প্রহ্লাদ। থাম্‌ না নিব্বোধ। অমন দেবতার মত চেহারা—আবার সঙ্গে লক্ষ্মীরূপা মা ঠাক্‌রুণ। ওঁরা কি সেই শয়তানের চেলা হতে পারেন রে?

বিনায়ক। কে শয়তান?

দেবনাথ। আমাদের নূতন জমীদার, আবার কে হে?

বিনায়ক। তোমাদের নূতন জমীদার!

প্রহ্লাদ। হ্যাঁ, চক্কোত্তি ঠাকুরদের রায়ত ছিনু; লতুন এক বাবু, কি বলে, কোথাকার কুমার বাহাদুর—আমাদের কুসুম দিঘি কিনে নিল।

দেবনাথ। মালিক হয়েই জুলুম সুরু করিলা। লায়েব এসে শাসিয়ে গেল ২৩ তারিখে জমীদার ছিদেমগুঞ্জের ঘাটে বজরা বাঁধবে জমীদারকে।

নজরানা দিতে সবাইকে ছিদেমগঞ্জ যাতি হবে। যত গরীব হোক, চার কুড়ি টাকা না দিয়ে কেউ রেহাই পাবে না।

অমিতা। চার কুড়ি টাকা—

প্রহ্লাদ। বলো তো মাঠারোন! সারাদিন খেটে-খুটে পাঁচসিকে পয়সা রোজগার করতে পারিনে, আমরা চার কুড়ি টাকা দেই ক্যামনে? গাই-বাছুর জোয়াল-লাঙল যা কিছু আছে সব যদি জমীদারের নজরানা দিতে বেইচে দিই তাহলে সম্বৎসর ছেলেপুলেগুলোকে খাওয়াব কি? মুনিবরে বাপ বলে থাকে, চোখের সামনে কচি কাঁচ বাচ্চাগুলি না খাইয়ে ক্ষিদের জ্বালায় মইরে যাবে, এও কি বাপের বিচার—হল মাঠাকরুণ?

বিনায়ক। চোখের জল ফেল না ভাই। শুধু চোখের জল ফেলে কোনোদিন—কোনো অত্যাচারের প্রতিকার হয়নি! মিছে কেঁদে কি হবে?

প্রহ্লাদ। না, কাঁদব কেন কত্তা। আসেন আপনারা জল খাবেন।

বিনায়ক। শুধু জল খেয়ে তো আমরা যাব না—ভাই!

প্রহ্লাদ। তবে আর কি চাই—আজ্ঞে করেন।

বিনায়ক। আমরা চাই তোমাদের কাছে আশ্রয়—

দেবনাথ। আশ্রয়! কি বলছ তুমি হে? বাগ্দীদের কুঁড়ে ঘরে থাকবে কেন হে?

বিনায়ক। তাতে ভয় কি? আমরা তোমাদের সঙ্গে থাকলে—তোমাদের জমীদার দূরে থাক্—এমন কি মুচুকুন্দ রাজা পর্য্যন্ত তোমাদের চোখ রাঙাতে সাহস পাবে না। সব ভয়-ভাবনা পায়ের তলায় ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আমরা তোমাদের মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে শেখাব। দেবে না আমাদের এতটুকু আশ্রয় ভাই?

প্রহ্লাদ। আশ্রয় দেব না বল কি? ওরে, গরীব হাড়ী বাগ্দীর এতকালের মেঘলা আকাশে মেঘের ফাঁক দিয়ে আজ সূর্য্যের আলো উঁকি মেরেছেরে! তাকে কি আমরা ফিরিয়ে দিতে পারি? এসো কর্ত্তা, এসো মা লক্ষ্মী, আমাদের কুঁড়ে ঘর আলো করবে এসো।

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

চন্দনপুর, মানসীদের গৃহসংলগ্ন উদ্যান

মানসী ও গোকুল

মানসী। আপনি বলেন কি গোকুলকাকা, দাদা কুসুমদিদি পরগণায় এসেছেন?

গোকুল। হ্যাঁ মা, সন্ধান নিতে যাদের পাঠিয়েছিলুম, তারা স্বচক্ষে দেখে এসেছে বেনুকে। তাঁর সঙ্গে রয়েছে একটী কলেজের মেয়ে।

মানসী। খুব সম্ভব অমিতা। তা ওরা সেখানে কি কচ্ছে?

গোকুল। ও অঞ্চলের হাড়ি বাগ্দীদের সঙ্গে থেকে, তাদের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করবার ব্রত গ্রহণ করেছে। ইস্কুল বসিয়ে হাড়ি বাগ্দীদের ছেলেমেয়েদের নিজেরা পড়াচ্ছে। অস্পৃশ্যতা দূর করবার জন্য, নিজেরা নাকি তাদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া কচ্ছে! আর জমীদারের সব অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার জন্য তাদের সাহস দিচ্ছে, বলছে—"ভয় কি,—তোদের একবিন্দু রক্তপাত হবার আগে, জমীদারকে আগে আমাদের মাথায় লাঠি বসাতে হবে। আমরা জীবন দিয়ে অত্যাচারীর অন্যায় জুলুম প্রতিবোধ করব।"

মানসী। একদিকে দুঃখী প্রজাদের হয়ে দাঁড়িয়েছেন আমার দাদা, —আর এদিকে প্রভূত পরাক্রান্ত আমার স্বামী। আজ হোক্, কাল

হোক্, একদিন না একদিন দুই পক্ষের সংঘর্ষ অনিবার্য্য। আমার অদৃষ্টের সঙ্গে এ-বড চমৎকার সংঘর্ষ, না কাকাবাবু?

গোকুল। মা!

মানসী। কিন্তু ওদের এ সংঘর্ষ যখন বাঁধবে, তখন আমি আর এখানে থাকব না, আমি সরে যাবো অনেক দূরে।

গোকুল। সে কি মা! তুমি কোথায় যাবে?

মানসী। কেন, আপনাকে তো বলেছি, আমার স্বামীকেও জানিয়েছি, আমার দেহ অসুস্থ, বাইরে কোথাও যেতে হবে।

গোকুল। সে জানি মা, মণিশঙ্কর তোমায় বাইরে যেতে মতও দিয়েছে। কিন্তু তা বলে এ সময় তো তোমায় আমি ছাড়ব না।

মানসী। কেন কাকাবাবু?

গোকুল। বেনু ও মণিশঙ্কর, দু'জনকে শীগ্‌গীরই নিশ্চয় প্রতিদ্বন্দ্বী-রূপে সামনাসামনি দাঁড়াতে হবে। সে সময় তুমি না থাকলে, কে ওদের দুপক্ষকে নিবৃত্ত করবে?

মানসী। সেই জন্যই তো আমি আরও তাড়াতাড়ি সরে যেতে চাইছি কাকাবাবু! দুর্ব্বলতার বসে আমি যদি কখনো আমার স্বামীর হয়ে, অশ্রুসজল চোখে দাদার সামনে গিয়ে দাঁড়াই, দাদা আমায় দেখে কর্ত্তব্যচ্যুত হবেন, তাঁর ব্রত ভঙ্গ হবে; সে আমি করতে চাই না কাকাবাবু! আমি তাঁর চলার পথে কাঁটা হয়ে থাকব না। আমি দূরে সরে যাব।

গোকুল। বেনুর ব্রত ভঙ্গ হবে, এই আশঙ্কায় তুমি চলে যাবে? কিন্তু মা, তুমি সরে গেলেই তো সমস্যার সমাধান হবে না! বেণু যখন জানবে যে—মণিশঙ্কর আর কেউ নয়, তোমারই স্বামী, সেকি তখন তার ব্রত পালন করতে পারবে মা?

মানসী। আপনাকে আমার অনুরোধ রইল, এ অভিশপ্ত পরিচয় যেন কখনো দাদার কাছে গিয়ে না পৌছয়। চন্দনপুরের সঙ্গে রূপচাঁদপুরের সম্পর্ক যাতে দাদাব কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকে, —সেই কাজটী আপনাকে করতে হবে কাকাবাবু।

গোকুল। বেশ, তাও না হয় আমি করব। বেণুকে কিছুতে জানতে দেব না, যে মণিশঙ্কর তোমার স্বামী।

মানসী। হাঁ, তাই কবেন। আমি গিয়ে আপনাকে চিঠি দেব।

(নেপথ্যে কোলাহল)

মানসী। ওকি? বাইবে ও কিসের গোলমাল? বামদেব— বামদেব—

বামদেবের প্রবেশ

বামদেব। মা!

মানসী। কি হয়েছে বামদেব? ও গণ্ডগোল কিসের?

বামদেব। জামাইবাবু কাকে যেন গ্রেপ্তার করতে লোক পাঠিয়েছিলেন। বৈঠকখানায় খবর এসেছে যে, সে লোক ধরা পড়েছে! পাইক-পেয়াদারা তাকে নিয়ে আসছে।

মানসী। কে সে লোক?

বামদেব। তা জানিনে, শুনলুম—সাধুগঞ্জের হাটেব পথে ধরেছে। খবর করে আসব মা?

মানসী। আচ্ছা, তুমি যাও। (বামদেবেব প্রস্থান) কে কাকাবাবু?

গোকুল। সাধুগঞ্জের হাটের পথে ধরেছে! সেখানে তো বাগ্দীদের মেয়েরা চুবড়ী বেচতে যায়! তবে বোধ হয়, আর বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই প্রহ্লাদ বাগ্দীর মেয়ে।

মানসী। প্রহ্লাদ বাগ্দীর মেয়ে?

গোকুল। তার ওপরেই মণিশঙ্করের কুদৃষ্টি। অনেক প্রলোভন দেখিয়েও তাকে হাত করতে পারেনি বলে, চারমাস আগে মণিশঙ্কর ঐ কুসুমদিঘি পরগণা কিনেছে। নিজে রক্ষক হয়ে এবার হাত বাড়িয়েছে ঐ বাগ্দীদের অসহায় কুলকন্যার দিকে। আর তার এই পাপ কাজে সহায় হবার জন্য রূপচাঁদপুরে টেলিগ্রাম করে আনিয়েছে—সেখানকার কুখ্যাত শয়তান হরনাথ সরকারকে।

মানসী। তাহলে আর বিলম্ব নয় কাকাবাবু, আপনি তাকে রক্ষার ব্যবস্থা করুন। আমিও যাই, এইবেলা সরে পড়ি।

গোকুল। কিন্তু এক দুর্ব্বলা রমণীকে এমন বিপন্ন অবস্থায় রেখে তুমি কি করে চলে যেতে পার?

মানসী। সে আর বিপন্ন নয়, আমি জানি, সবার চেয়ে যোগ্য ব্যক্তির ওপর তাকে রক্ষার ভার দিয়ে যাচ্ছি।

গোকুল। তবু—

মানসী। না, আর তবু নয়। ইলোরা ও পল্লব, আমার স্বামীর সঙ্গে অন্যায় কার্য্যে যোগ দিয়েছিল; আমি তাদের তিরস্কার করেছিলুম, এবাড়ী থেকে বার করে দিয়েছিলুম। কিন্তু আজ—

গোকুল। আজ?

মানসী। আজ আমাকে যদি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে, আজকের অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে হয়, তাহলে শুধু ঐ মেয়েটীকে রক্ষা করলে চলবে না। স্বামীকে তিরস্কার করলেও তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না।

গোকুল। তবে কি করতে হবে?

মানসী। কি করতে হবে? আমাকে দাঁড়িয়ে থেকে এ পাপের

প্রতিবিধান করতে হলে, অসহায় পেয়ে নারীর সতীত্বের দিকে লোভ করে যে হাত বাড়িয়েছে দিয়েছে, ভবিষ্যতে যাতে তেমন কাজ করতে না পারে, তাই তেমন স্বামীর দু'খানা হাতই দু-টুক্‌রো করে কেটে নিয়ে ঐ রূপসী নদীর জলে ভাসিয়ে দিতে হবে।

গোকুল। মা, মা!

মানসী। কিন্তু দুর্ব্বল মন নিয়ে সে কাজ যখন করতে পারব না, তখন এখানে দাঁড়িয়ে থেকে নারীর লাঞ্ছনাও সইতে পারব না! আপনি যান কাকাবাবু, তাকে রক্ষার ব্যবস্থা করুন। মনে করুন, সে আর কেউ নয়, আপনার মানসীই আজ বাগ্‌দীদের মেয়ে সেজে আপনার পায়ের তলায় এমনি করে লুটিয়ে কাঁদছে।

গোকুল। ওঠো মা, ওঠো, আমি যাচ্ছি,—তুমি নিশ্চিন্ত হও, যেমন করে পারি, আমি আমার মাকে রক্ষা করবই। [প্রস্থান

মানসী। বাবা, তুমি স্বর্গ হ'তে বলে দাও, আমি এখন কি করি? তুমিও এসময় আমার ওপর অভিমান করে থেকে না দাদা, একবারটী এসো। একবারটী এসে আমায় বলে দাও শুধু, আমি কি ক'রব— আমি এখন কি করব?

(অমরেশ প্রবেশ করিয়া মানসীর কাঁধে আঙ্গুল দিয়া স্পর্শ করিল।
মানসী চমকিয়া উঠিল।)

মানসী। কে?

অমরেশ। আমি! আমি তোর দাদা!

মানসী। একি! অমরেশদা! তুমি এখানে কেন?

অমরেশ। নিজে চিঠি দিয়েছিলি যে বিনায়ককে আমারই ঠিকানায়! লিখেছিলি, "দাদা, চলে এস, আমি বিপন্ন।" বিনায়ক কলকাতায় নেই, তাই চিঠি পড়ে ভাব্‌লুম, এক দাদা নেই বলে কি

হয়েছে ? বোনকে বিপদ হতে বাঁচাবার জন্য আর এক দাদা তো আজও বেঁচে আছে, তাই চলে এলুম সোজা চন্দনপুর। কি হয়েছেরে মানু ?

মানসী। আমার বড় বিপদ দাদা, সত্যি বড় বিপদ। কিন্তু তোমাকে দিয়ে তো ভরসা হয় না।

অমরেশ। কেন ?

মানসী। তুমি বিপ্লবী, তুমি ঝড়ের মত এগিয়ে চলেছ তোমার বিরাট লক্ষ্যের পানে। সারা ভারত জোড়া মা-বোনের দুঃখ হরণ হল তোমার ব্রত। তুমি কি তোমার সেই ঝড়ের গতি মন্থর করবে—এই একটী অভাগিনী বোনের অশ্রুজল মোছাতে ? তুমি যে ঝড়, তুমি যে মহাঝড়—

অমর। ঝড়···আমি ঝড় ! হাঃ . হাঃ হাঃ, হ্যাঁ—একদিন আমি সত্যিই ঝড় ছিলুম—

> "পশ্চিম হইতে পূবে ঝঞ্চনা ঝাঁঝর ঝঞ্চা অগঝম্প ঘোর—
> বাজায়ে চলেছি ঝড় ঝনাৎ ঝনাৎ ঝন,
> ঝমর ঝমর ঝন্ ঝনন ঝনন স্বন—
> হুহু হুহু হুহু—
> সহসা কম্পিত কণ্ঠ ক্রন্দন শুনি কার উহু উহু উহু !
> সজল কাজল পক্ষ্মকে সিক্ত বসনা একা ভিজে ?"

কে, কে তুই, কান্নায় আমার সারা বুক ব্যথিয়ে তুলেছিস, তুই কে ?

মানসী। আমায় চিনতে পাচ্ছ না দাদা ? আমি যে তোমারই হতভাগিনী বোন ! তুমি যদি দয়া করে সঙ্গে নাও, আজ আমি সব ছেড়ে তোমার সঙ্গে চলে যেতে চাই।

অমর। আমার সঙ্গে যাবি দিদি। না-না সে কি করে সম্ভব ? আমার রোগ বিজাণুভরা নিঃশ্বাস যে তোর গায়ে লাগবে। জানিস, ডাক্তার বলেছে, আমার দেহে যক্ষ্মার বীজাণু।

মানসী। হোক। যক্ষ্মাকে আমার ভয় নেই, কারণ যক্ষ্মার বীজাণুর চেয়ে মারাত্মক পাপের বীজাণু আজ আমার দেহে।

অমর। পাপের বীজাণু—

মানসী। যে কথা জগতে আজ পর্য্যন্ত আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় কেউ জানতে পারেনি; সেই কথা আজ তোমায় জানাচ্ছি দাদা, অত্যাচারী নর-পশু স্বামীর ঔরসে আজ আমি সন্তান-সম্ভবা।

অমর। সন্তান-সম্ভবা!

মানসী। আমার স্বামীর মধ্যে যে পশু বিচরণ কচ্ছে, এখানকার বিষাক্ত আবহাওয়ায় প্রতিপালিত হলে একদিন আমার সন্তানের মধ্যেও তেমনি এক বিরাট পশু জেগে উঠবে। জীবনে একবার যে ভুল করেছি—করেছি। কিন্তু তা বলে সন্তানকে দিয়ে সে ভুল করব না। আমার সন্তানকে তার পিতৃ পরিচয় জানতে দেব না। ঐশ্বর্য্যের লেশ-মাত্র তাকে স্পর্শ করতে দেব না। অখ্যাত, অজ্ঞাত দারিদ্র্যের মধ্যে আমার এই বিষতরুকে চিরদিনের মত লুকিয়ে রাখতে চাই।

অমর। বিষতরু কি বলছিস দিদি? সে তো তোরও সন্তান? বিষের সঙ্গে অমৃত মিশেছে; যেমন সোনার সঙ্গে মিশে থাকে খাদ! দুঃখের আগুনে আমরা সে খাদটুকু পুড়িয়ে নেব, তবেই পাব নিচক কাঁচা সোনা। আয় দিদি—তবে আয়, আমরা মহাদুঃখের মাঝখানে ঝাঁপ দিই। আয়, আয়।

[উভয়ের প্রস্থান

(নেপথ্যে কোলাহল, মণিশঙ্কর, হরনাথ ও আহত প্রহ্লাদকে লইয়া পাইকগণের প্রবেশ)

হরনাথ। নিয়ে আয়, হারামজাদাকে এইখানে ধরে নিয়ে আয়!

শুনলেন হুজুর, হারামজাদার কতখানি আস্পর্দ্ধা! আমাদের পাইকেরা মেয়েটাকে হাটের পথে প্রায় ধরেছিল, এই সময় কোথা হতে এসে মেয়েটাকে ছাড়িয়ে দিল। মেয়েটা ছুটে পালিয়ে গেল!

প্রহ্লাদ। হঁ—

মণিশঙ্কর। এই, তোর মেয়ে কোথায়?

প্রহ্লাদ। কেনে? আমার মেয়ে কোথায় সে খবরে তোমাব কি দরকার মশায়?

হরনাথ। মুখ সাম্‌লে কথা বল্ হারামজাদা!

প্রহ্লাদ। খবর্দ্দার! মানুষিরি বারবার হারামজাদা কইও না! শূয়াবের মত কুঁৎ কুঁতে চোহে দুনিয়ার মানুষের পানে তাকাও কিনা, তাই মানুষগুলানকে ভাব তোমরা নিজেদের মত শূয়ার।

হবনাথ। তবে রে পাজি নচ্ছার—

মণিশঙ্কব। আঃ থাক্ দরকার মশাই। এই, সোজা কথায় জবাব দে, তোর মেয়ে কোথায়?

প্রহ্লাদ। তুমিও সোজা কথায় জবাব দাও হে; কেনে, তারে কি দরকার তুমার?

মণিশঙ্কর। সোজা কথাই শোন্ তবে, আমি তাকে চাই!

প্রহ্লাদ। চাও?

মণিশঙ্কর। হ্যাঁ, তাকে আমার ভাল লেগেছে, আমার পছন্দ হয়েছে।

প্রহ্লাদ। লিবে তাকে?

মণিশঙ্কর। হ্যাঁ নেব।

প্রহ্লাদ। দেখো, কথা ঠিক্-ঠাক কইও। লিবে তো আমার মেইয়েডারে?

মণিশঙ্কর। হঁ্যারে হঁ্যা, বলছি তো—তাকে আমি চাই!

প্রহ্লাদ। বেশ, ভাল কথা, মেযে আন্‌ছি, তুমি বিয়েব উদ্যাগ কব।

মণিশঙ্কর। বিয়ে! বাগ্‌দীর মেয়েকে বিয়ে করব? হাঃ হাঃ হা—

প্রহ্লাদ। হাসছ কেনে? লিবে না?

হরনাথ। আবে, তুই কোথাকার আকাট মুখ্যু। হুজুর হলেন বামুনের ছেলে, বাগ্‌দীর মেয়েকে পছন্দ হলেই কি তিনি বিয়ে করতে পারেন?

প্রহ্লাদ। কেনে পাবেন না?

হরনাথ। শাস্ত্র মানিস তো, বামুনের জাত যাবে যে?

প্রহ্লাদ। ওঃ বাগ্‌দীব মেয়েকে ধইবে এনে তার সর্ব্বনাশ করলে, তোমাদের বামুনের জাত যায় না,—জাত যায় বুঝি কেবল তারে ধর্ম্মসাক্ষী রেখে বিয়্যা করলে! বলিহারী তোমাদের শাস্তর। আমবা মুখ্যু লোক, শাস্তোর বুঝি না। আমাদের স্রেফ এক কথা, বিয়ে করো পাবা, বিয়ে না কব পাবা না।

মণিশঙ্কর। পাব না?

প্রহ্লাদ। না, কিছুতে না।

মণিশঙ্কর। তবে এই তোর শেষ কথা?

প্রহ্লাদ। হঁা, হঁা, এই শেষ কথা হে। হুসিয়ার থাকিনি কিনা, তাই হাটের পথে মেয়েটাকে ধরে ছিল, দূর থেকে দেইখ্যে ছুট্যে আইনু। হাতে লাঠি ছেল না, তাই তোমার ভোজপুরী পাইকেরা আমার মাথা ফাটায়ে দিয়ে, আমায় ধইর্যে আনল। লাঠি গাছটা হাতে পাইল্যে, পেল্লাদ বাগ্‌দী একবার দেখে লিত, তোমার ভোজপুরীরা কত বড় লেঠেল হে!

মণিশঙ্কর। তা দেখবার সুযোগ আর তুই পাবি না পেল্লাদ।

তোকে এমনি করে বন্দী করে রেখে, তোর চোখের সামনে বাগ্‌দীদের গোটা পল্লী আমি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেব।

প্রহ্লাদ। আগুন জ্বালাবা? গোটা গাঁয়ে?

মণিশঙ্কর। হাঁ, সমস্ত বাগ্‌দীদের আমি পুড়িয়ে মারব!

প্রহ্লাদ। বেশ, মার না কেনে? বাগ্‌দীরা জীবন দিবে, তবু তাদের মেয়েছেলের ধর্ম্ম দিবে না।

মণিশঙ্কর। আচ্ছা, তবে আমিও দেখ্‌ছি, কে তোর মেয়েকে আমার কবল থেকে রক্ষা করে!

প্রহ্লাদ। কে আবার রক্ষা করবে হে? তাকে আশ্রয় দিয়েছেন দেবতা।

মণিশঙ্কর। দেবতা! বেশ তো, দাঁড়িয়ে দেখনা দেবতাটী কোন আকাশ থেকে নেমে আসেন?

প্রহ্লাদ। আকাশের দেবতা কেনে? তোরা বামুন কায়েত ভদ্দর-নোক, তোদের দেবতা ঐ উঁচু আকাশে থাকে। আমরা ছোটনোক, আমাদের দেবতা আকাশের নয় হে। আমাদের দেবতা থাকে আকাশের নীচে, এই মাটীতে। মানুষের মধ্যেই আমরা দেখি,—দয়াল ভগবান, আবার মানুষের মধ্যেই দেখছি, তোমাদের মত জানোয়ারের, কুকুর, শেয়ালের জঘন্য পরাণ।

মণিশঙ্কর। হুঁ—কর্ত্তার সিং,—রঘুয়া, একে বাইরের চোরা কুঠরীতে নিয়ে যা। পায়ের থেকে সুরু করে মাথা পর্য্যন্ত বেত লাগাবি। মনে থাকে যেন, যতক্ষণ দেহের চামড়া, মাংস সব বেতের ঘায়ে খসে না যায়, ততক্ষণ বেত মারা বন্ধ করবি নে, যা নিয়ে যা।

(গোকুলের প্রবেশ)

গোকুল। দাঁড়াও তোমরা—

মণিশঙ্কর। কে! ভট্‌চায্যি মশাই?

গোকুল। হ্যাঁ বাবাজী, আমি তোমার বয়োজ্যেষ্ঠ, পিতৃস্থানীয়; তবু আমি তোমার কাছে করযোড়ে প্রার্থনা কচ্ছি, ওকে তুমি মুক্তি দাও—মুক্তি দাও।

মণিশঙ্কর। না, সে কিছুতে হবে না। যাও—নিয়ে যাও।

গোকুল। দাঁড়াও। ওকে তুমি কিছুতেই মুক্তি দেবে না তবে?

মণিশঙ্কর। না।

গোকুল। কি করবে ওকে নিয়ে?

মণিশঙ্কর। ওকে নিয়ে কিছু ক'রব না, ওর রক্ত মাংস কুকুরকে খেতে দিয়ে আমি চাই, ওর পাঁজর ক'খানা।

গোকুল। অর্থাৎ নিজের হাতে তৈরী করবে, নিজেরই মৃত্যু অস্ত্র?

মণিশঙ্কর। মৃত্যু অস্ত্র?

গোকুল। জানন',—রক্ত-মাংসের মানুষ, দানবের অত্যাচার কোন দিনই দমন করতে পারে নি; অত্যাচারী দানব দমন হয়েছিল বজ্র অস্ত্রে, এবং সে বজ্র তৈরী হয়েছিল, ঠিক ঐ রকম নিপীড়িত মানুষের বক্ষ অস্থি দিয়ে, বুকের পঞ্জর দিয়ে।

মণিশঙ্কর। সেই ভয়ে পূজারী ব্রাহ্মণ থর থর করে কাঁপতে পারে; কিন্তু কুমার মণিশঙ্কর তাতে পেছুবে না। অবাধ্য প্রজাকে শাসন করবার—

গোকুল। প্রজা শাসন! তা হলে শোন মণিশঙ্কর,—চন্দনপুর ষ্টেটের ত্রিসীমানার মধ্যে তোমার এরূপ প্রজা শাসন চলবে না। শাসন করতে হয়, সে করগে। তোমার রূপচাঁদপুরে।

মণিশঙ্কর। না, রূপচাঁদপুরে নয়, এই চন্দনপুরের রায় বাড়ীতেই আমি প্রহ্লাদ বাগ্‌দীকে সমাধি দেব। দেখি কে বাধা দেয়? কর্ত্তার সিং—রঘুয়া—

গোকুল। খবর্দ্দার! ছেড়ে দে হতভাগারা, যা এখান হতে চলে যা। (পাইকদের প্রস্থান) এসো প্রহ্লাদ, আমি তোমায় ঠাঁই দেব রাধামাধব মন্দিরে! আমি যতক্ষণ চন্দনপুরে রয়েছি,—কার সাধ্য তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করে?

(প্রহ্লাদকে লইয়া প্রস্থানোদ্যত)

মণিশঙ্কর। দাঁড়ান, পাইক, বরকন্দাজ পর্য্যন্ত আজ আমার আদেশ অমান্য করে চলে গেল! আমি বুঝতে পেরেছি, এদের এ দুঃসাহসের মূলে রয়েছে কে? কিন্তু এ অপমান আমি জীবনে সইব না। আজ হ'তে চন্দনপুরের সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক শেষ হ'ল। আপনার মানসীকে বলবেন, তাকে আমি চির-জীবনের মত ত্যাগ করলুম।

গোকুল। ত্যাগ করবে? তোমার বিবাহিতা পত্নীকে তুমি যদি ত্যাগ কর,—সে কথা আমি বলতে যাব কেন,—আমি তার কে? ক্ষমতা থাকে, সাহস থাকে, নিজেই শুনিয়ে যাও।

মণিশঙ্কর। হ্যাঁ, নিজেই শুনিয়ে যাব,—মানসী—মানসী—

(বামদেবের প্রবেশ)

বামদেব। মা তো নেই, মা যে চলে গেছেন।

মণিশঙ্কর। চলে গেছে? তার অর্থ?

গোকুল। হতভাগ্য, তাও বুঝলে না? লক্ষ্মীকে যে ত্যাগ করতে চায়, সে দুর্ভাগার মুখের কথা শোনবার আগে, মালক্ষ্মী আপনা হতেই তাকে ত্যাগ করে চলে যায়।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[কাজলগাঁ। বাগ্দীপাড়ার পথ। গাছতলায় টেবিলে ওষুধের
শিশিপত্র। বিনায়ক ও অমিতা সমবেত বাগ্দী
স্ত্রী-পুরুষদের ওষুধ দিতেছিল]

অমিতা। এই নে, তোর ওষুধ নিয়ে যা কেলা, সকাল সন্ধ্যায় দু'পুরিয়া খাওয়াবি, বুঝলি?

কেলা। আচ্ছা মা লক্ষ্মী!

[প্রস্থান

বিনায়ক। (খাতা দেখিয়া) মাণিক সর্দ্দার এসেছিস।

(মাণিকের প্রবেশ)

মাণিক। এই যে দেবতা—

বিনায়ক। বউ কেমন আছে?

মাণিক। ফির কাঁপুনি আসিল, ডাকিনী কাঁদে চাপিল, পেত্নী হইয়ে কি সব বিড়বিড় মন্তর কহিল।

বিনায়ক। হ্যাঁ, ডাকিনীই বটে। ওর নাম ম্যালেরিয়া ডাকিনী।

মাণিক। তা উওর কি দাওই দেবতা?

অমিতা। ওর কোন দাওয়াই নেই, যতক্ষণ তোর বাড়ীর দক্ষিণ দিকের সেই পেত্নীর বাসাটা না ভেঙ্গে দিবি, ততক্ষণ ডাকিনীও তোর বউকে ছাড়বে না।

মাণিক। তা মালুরী ডাকিনীর আস্তানা কোনটা হইল হে?

অমিতা। কেন, তোর বাড়ীর দক্ষিণের সেই এঁদো পুকুরটা।

মাণিক। সেইটী বটে! কিন্তু তেনারে তো চক্ষে দেখিনি কখনো।

অমিতা। দেখবি কি করে? পঁচা শ্যাওলা পাঁকের ভেতর লুকিয়ে থাকে যে! ঐ গুলো ফেলে দিয়ে পুকুরটা পরিষ্কার কর, দেখবি ডাকিনী পালাবে, তোর বউও ভাল হয়ে যাবে।

মাণিক। আচ্ছা, তাই করিব। চল্লুম মা-লক্ষ্মী, পরণাম।

[প্রস্থান

[চন্দরের প্রবেশ]

চন্দোর। (সুরে)—"কলমী শাকের চিকণ ডগা তুলতেছিল পুঁটুরাণী,
হরেকুলু তাই না দেখে ছুইট্যে এলো ফেলেঘানী।"

বিনায়ক। এঁই চন্দোরা, আবার মদ খেয়েছিস্?

চন্দোর। খেয়েছি সে তো দোষের কথা নয়, দোষ হ'ল ধরা পড়েছি। তার আর কি ক'রব দেবতা? তোমার ভয়ে এদিকে পালিয়ে এনু, তা কি করে জানবো বল, এখানেও তুমি কেষ্ট ঠাকুরের বিশ্বরূপ হয়ে বসে থাকবে।

বিনায়ক। আবার মাতলামী কচ্ছিস? দাঁড়া, ডাকছি প্রেহ্লাদকে।

চন্দোর। রক্ষে করো দেব্‌তা, সেদিন ঠেঙিয়ে আমার হাড় ভেঙ্গে দিয়েছে, আর ডেকো না।

বিনায়ক। তবে দিব্যি কর, আর ও জিনিষ খাবি না!

চন্দোর। কি করে খাব? তুমি কি খাবার উপায় রেখেছ? তোমার ফুস মন্তরে সব হাড়ী বাগ্‌দী, বোষ্টম হয়ে গেল, কোন বেটা আর সরাব তাড়ী খায় না। নিধে শুঁড়ী বল্লে কাল সকালে দোকান তুলে নিয়ে, ভিন্ দেশে চলে যাবে। তাই তো আজ একটু জন্মের শোধ শেষ খাওয়া খেয়ে নিলুম। ওঃ মনের দুঃখে বড্ড খেয়েছি, মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে যেন!

বিনায়ক। এত শরীরের কষ্ট হয়, তবু কেন ও বিষ খাস্ বলত ?

চন্দোর। খাই সাধে! ও বিষ যে আমাদের রক্তে মিশে আছে দেবতা!

বিনায়ক। রক্তে ?

চন্দোর। তা নয় তো কি ? আমার পিতে ঠাকুরের শুনেছি, রোজ এক ভরি কালোমাণিক লাগ্‌তো! আর ঠাকুর্দা মশাইয়ের শুনেছি, ওতেও শানাতো না; তাঁর নাকি পোষা সাপ ছিল, সাপের জিভের কাছে জিভ এগিয়ে দিতেন, সেই ছোবল খেয়ে সারারাত নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতেন। আবার সকালে উঠে দিব্যি কাজ-কর্ম্ম করতেন।

অমিতা। বলিস্ কিরে চন্দোরা ?

চন্দোর। ঠিকই বলছি মা-ঠারোণ! এখন আমাদের সাপে কামড়ালে আমরা মরে যাই। আর তাঁদের গায়ে ছোবল মারলে সেই মৃত্যুঞ্জয় কালপুরুষদের বিষের জ্বালায়—সাপই যেতো অক্কা পেয়ে। বুঝেছ, সাপই যেত অক্কা পেয়ে।

[প্রস্থান

অমিতা। যাই বলুন, অদ্ভুত এই বাগ্‌দীদের জাতটা!

[দেবনাথ ও বাগ্দীদের প্রবেশ]

দেবনাথ। এই যে দেবতা! মা-ঠারোণও আছেন। চল এবার—

অমিতা। কোথায় ?

দেবনাথ। হেই শুন কথা,—নূতন ইস্কুল ঘর হইল, সেথানে নবান্ন উৎসব হবেক নি ?

বিনায়ক। ওঃ আজই নবান্ন, তাই না ?

দেবনাথ। হ্যাঁগো দেব্‌তা, চল, ইস্কুল বাড়ী চল।

বিনায়ক। না, ইস্কুল বাড়ী নয়—ওটা আমাদের মন্দির।

অমিতা। মন্দির!

বিনায়ক। শুধু মন্দির নয়, আমরা ওখানে মানুষ গড়ব। আমাদের বহুকালের হারিয়ে যাওয়া মনুষ্যত্বের আবিষ্কার করব। তাই ও গৃহের নাম "মানমন্দির"।

অমিতা। মানমন্দির! বাঃ, কি সুন্দর নাম,—মানমন্দির।

দেবনাথ। তা চলো দেবতা, আমাদের মানমন্দির খালি পইড়্যে আছে, তোমরা চলো সিথাকে—

বিনায়ক। কিন্তু আমি যে নিত্যানন্দকে একটা জরুরী খবর আনতে পাঠিয়েছি। সে না আসা পর্য্যন্ত আমি তো যেতে পাচ্ছি না।

দেবনাথ। তবে তুমিই চলো মা-ঠাবোণ। দেবতা পিছনে আসছেন। মা লক্ষ্মীর পায়ের চিহ্নং আলপনা এঁকেছি,—সেই আলপনার ওপর রাঙা চরণ বুলায়ে আগে আমাদের মা লক্ষ্মীই মন্দিরে আসুন।

বিনায়ক। ঠিক বলেছিস্ দেবু! সবার আগে লক্ষ্মী বরণ। আপনি যান্, আমি পিছনে আসছি।

অমিতা। বেশ,—চলো তবে।

[অমিতা, দেবনাথ ও বাগ্দীদের প্রস্থান। বিনায়ক
শিশি বোতল গুছাইতেছিল]

(নিত্যানন্দের প্রবেশ)

নিত্যানন্দ। দাদা, দাদা,—

বিনায়ক। এই যে, এসেছ নিত্যানন্দ! একি, তোমার চোখ মুখ অমন কেন? কি হয়েছে নিত্যানন্দ? খবর কি?

নিত্যানন্দ। খবর মোটেই ভাল না। ডাক পিওনটা সেদিন যা বলে গেছে তা সত্যিই; আজ পাঁচ বছর বাদে হঠাৎ এ পরগণার জমীদার মহাপ্রভুর আবার আমাদের দিকে সুনজর পড়েছে।

বিনায়ক। তাই নাকি? তা তিনি কবে শুভাগমন কচ্ছেন?

নিত্যানন্দ। শুভাগমন কচ্ছেন কি? কাল রাত্রে এখানে এসে গেছেন, চৌধুরীর চকে তাঁবু ফেলে নতুন কাছারী বসিয়েছেন। সঙ্গে মহকুমা থানার পুলিশবাহিনী।

বিনায়ক। পুলিশ কেন ?

নিত্যানন্দ। কুসুমদিঘি পরগণাকে অন্য কোন রকমে জব্দ করতে না পেরে সাহেব কুঠীতে যে ডাকাতি হয়েছে—সেই ডাকাতির মামলায় আমাদের জড়িত করবার মতলব।

বিনায়ক। বল কি নিত্যানন্দ? কিন্তু এ খবর তুমি কি করে জানলে?

নিত্যানন্দ। রতু জেলে ওদের তাঁবুতে মাছ দিতে গিয়েছিল, সেই সময় সপারিষদ জমীদার মহাপ্রভুর নাকি ঐ ধরণের সব আলোচনা হচ্ছিল। রতু জেলে হঠাৎ দু একটা কথা শুনে ফেলেছে। খালধারে দাঁড়িয়ে আমায় এইমাত্র বলে গেল।

বিনায়ক। হুঁ—

(রতু জেলের প্রবেশ)

রতু। কত্তা সইরে পড়। শিগগিরি সইরে পড়।

বিনায়ক। এই যে রতু, কি হয়েছে ?

রতু। ঐ বাগানটার মোড়ে দেখলাম জমীদার ঘোড়া হাঁকায়ে এইদিকে আসছে। তোমার ওপর ভারি রাগ। কি করতে কি করে ঠিক নেই। তুমি গা ঢাকা দাও, গা ঢাকা দাও দেবতা। [প্রস্থান

নিত্যানন্দ। দাদা, কি হবে ?

বিনায়ক। আসুক না জমীদার, ভালই তো, তবু সামনাসামনি একটা বোঝাপড়া হবে।

নিত্যানন্দ। কিন্তু তুমি একা সেই অত্যাচারীটার সামনে···না দাদা,

এখান থেকে চল—যাদের হয়ে লড়াই কচ্ছ, জমীদারের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হয় তো—তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে করবে।

বিনায়ক। দুর পাগলা! বাংলাদেশের একটা অত্যাচারী জমীদারের সামনে দাঁড়াব Bodyguard নিয়ে? ও কথা ভাব্‌লেও আমাদের অহিংসা মন্ত্রের অপমান করা হয় নিতাই।

নিত্যানন্দ। দাদা—

বিনায়ক। না নিত্যানন্দ, আমি যাব না।

নিত্যানন্দ। বেশ, তুমি না যাও। আমিই ওদের ডেকে নিয়ে আসছি। [প্রস্থান

বিনায়ক। ওরে, না-না। কাউকে ডাকতে হবে না। নিতাই, শোন্ শোন্।

(হাণ্টিং ড্রেস পরা, হাতে চাবুক, মণিশঙ্করের প্রবেশ)

মণিশঙ্কর। শোনো—

বিনায়ক। কে আপনি?

মণিশঙ্কর। আমি এ পরগণার জমীদার।

বিনায়ক। ও নমস্কার।

মণিশঙ্কর। তুমি এখানে কি কর্চ্ছ?

বিনায়ক। আপাততঃ এ পরগণার জমীদারের সঙ্গে কথা বলছি।

মণিশঙ্কর। সে আমি নিজেই দেখতে পাচ্ছি। এর আগে কি কচ্ছিলে?

বিনায়ক। বিশেষ কিছু নয়, দরিদ্র গ্রামের লোকদের একটু আধটু ওষুধ পত্তর দিচ্ছিলুম।

মণিশঙ্কর। ওষুধ দিচ্ছিলে? কি রোগের?

বিনায়ক। কি রোগ নয় বলুন? অতি দীন দুঃখী এই হাড়ী

বাগদীর দল, আধি-ব্যাধি নিয়েই তো এদের পথ চলা। এদের কি রোগের অন্ত আছে ?

মণি। হুঁ, এবং যে রোগ এতদিন ছিল না, সেই রোগটাও তুমি এদের ভেতর সংক্রামিত করেছ। হাতুড়ে ডাক্তারের মত চিকিৎসা করতে এসে তুমি এদের দেহে বিষের ইনজেক্সন দিচ্ছ।

বিনায়ক। বিষের ইনজেকশন—

মণিশঙ্কর। হ্যাঁ, তোমারই ইনজেকশনে এদের দেহে পুড়ে মরবার পালক গজিয়েছে।

বিনায়ক। দেখুন, বংশ পরম্পরায় ভুগে মরার চেয়ে সবাই একসঙ্গে পুড়ে মরা ঢের ভাল নয় কি ?

মণিশঙ্কর। তোমার মত হাতুড়ে ডাক্তারের ব্যবস্থা মাফিক তা ভাল বইকি। সে যাক্‌গে, মনে হচ্ছে তোমার অবস্থা, "নেই কাজ তো খৈ ভাজ"। এতদিন যা করেছ সে জন্য তোমার বিশেষ দোষ নেই। কারণ "Idle brain is the devil's workshop" শোন, আমি তোমায় একটা কাজ দিচ্ছি—

বিনায়ক। কি কাজ বলুন—

মণিশঙ্কর। আমার জমীদারীর অন্তর্গত শেখরডিহি পরগণার জন্য একজন ম্যানেজার চাই; দেড়শ টাকা starting salary হবে, dearness allowance, আর তা ছাড়া থাকবার জন্য বাড়ী পাবে। কাজে উন্নতি দেখাতে পারলে ছমাস বাদে ভালো increment-এর আশা আছে।

বিনায়ক। বটে !

মণিশঙ্কর। হাঁ, আজ রাত্রের গাড়ীতেই কিন্তু সেখানে তোমায় রওনা হতে হবে, কাজে join করতে হবে। কেমন, রাজী তো ?

বিনায়ক। দেশব্যাপী এই বেকার সমস্যার দিনে এরূপ লোভনীয়

offer পেলে দু'চার হাজার এম, এ, বি, এ, applicant ও-কাজের জন্য ছুটবে সন্দেহ নাই। তবে আপনি একটু ভুল করেছেন, ওকাজ আমার মত হাতুড়ে ডাক্তারের জন্য নয়। কুসুমদীঘিতে হুজুরের নিমক না খেয়ে বিষ ছড়িয়েছি, নিমক খেয়ে আবার শেখরডিহিতে বিষ ছড়ানোটা কি উচিত হবে?

মণিশঙ্কর। তাহলে আমার প্রজাদের আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলাই তোমার একমাত্র কাজ?

বিনায়ক। আপনার বিরুদ্ধে আমি তো তাদের উত্তেজিত করে তুলিনি! আপনার কাছে তারা চাইছে শুধু মানুষের মত বেঁচে থাকবার অধিকার।

মণিশঙ্কর। কেন? তাদের কি অধিকার আমি হরণ করেছি? প্রতিপদে ওদের প্রশ্রয় দিয়ে বাড়িয়ে তোলা, সমস্ত সমাজ ব্যবস্থাটাকে ওলট-পালট করে দেওয়া, তার মধ্যে কি বাহাদুরী আছে শুনি? ভেবে অবাক হই যে, এককালে যারা আমাদের বাড়ীর ত্রিসীমানায় এসে দাঁড়াতে সাহস করত না, তোমার কাছে প্রশ্রয় পেয়ে, আজ তারা দাবী কর্চ্ছে—আমাদেরই সঙ্গে আহার-বিহার করতে!

বিনায়ক। তাতে দোষ কি বুঝিয়ে দিন। ওদের বাবুর্চ্চি, খানসামা, বয় সাজিয়ে ওদেরই হাতের জিনিষ না খেলে আপনাদের একটী দিনও চলে না! অথচ যত আপত্তি আপনাদের ওদের নিয়ে এক টেবিলে খেতে! আপনাদের পোষা কুকুরটি পর্য্যন্ত আপনাদের পাশের কৌচে বসবার অধিকার পায়, অথচ সে অধিকার পায় না শুধু ঐ নিরীহ মানুষ-গুলি? কেন, কিসের জন্য ওরা এ অন্যায় জুলুম সইবে বলুন তো?

মণিশঙ্কর। তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে আসিনি! ভাল offer দিয়ে তোমায় এখান থেকে সরিয়ে দিতে চাইছিলুম, তা যখন

তোমার পছন্দ হ'ল না, তখন আমারও কিছু বলবার নেই! তোমার আশ্রিত হাড়ি বাগ্‌দীদের রক্ষার জন্য প্রস্তুত হও তবে।

বিনায়ক। আপনি আমাকে Challenge করে যাচ্ছেন নাকি?

মণিশঙ্কর। Challenge! Challenge হয় সমানে সমানে, তোমার মত একটা ভবঘুরেকে আবার Challenge কিসের? নির্ব্বোধের মত এতগুলো মানুষের জীবন নিয়ে খেলা কর্চ্ছ তুমি, তাই তোমায় শুধু হুঁসিয়ার করে দিয়ে গেলুম।

বিনায়ক। দাঁড়ান,—আপনি কি করতে চান?

মণিশঙ্কর। কি করব, সে জবাবদিহি তোমায় করব না। যা করব, তা একটু পরেই গোটা কুসুমদীঘি পরগণা আপনা হতে বুঝতে পারবে।

বিনায়ক। আপনি ওদের সাহেবকুঠীর ডাকাতি মামলায় জড়াতে চান্?

মণিশঙ্কর। কে বল্‌লে তোমায় একথা,—কে বল্‌লে?

বিনায়ক। যেই বলুক, আপনি সেই উদ্দেশ্যেই পুলিশ নিয়ে এখানে এসেছেন।

মণিশঙ্কর। তা যদি জেনেই থাক, তবে আর জিজ্ঞাসা কর্চ্ছ কেন?

বিনায়ক। কিন্তু আপনি তা করতে পারেন না।

মণিশঙ্কর। কেন পারব না?

বিনায়ক। কারণ আপনি জানেন, ওরা নির্দ্দোষ।

মণিশঙ্কর। নির্দ্দোষ! তাই বুক ফুলিয়ে কুমার মণিশঙ্করের ওপর টেক্কা দিয়ে চলছে? পাঁচ বছর—হাঁ, পাঁচ বছর আগে এই কুসুমদীঘি কিনেছি; নিজের ষ্টেট নিয়ে বিরাট মামলা উপস্থিত হ'ল, Privy Council পর্য্যন্ত লড়তে হ'ল। তাই এদিকে মনোযোগ দিতে পারিনি

এতদিন। নইলে কুসুমদীঘির হাড়ি বাগ্‌দীর গরম মগজ কবে ঠাণ্ডা করে দিতুম। এবার তোমার নির্দ্দোষ আশ্রিতদের দেখিয়ে দিচ্ছি,—কি করে বিদ্রোহী প্রজাদের শিক্ষা দিতে হয়।

বিনায়ক। না, আপনাকে আমি অনুরোধ কর্চ্ছি—আপনি দুর্ব্বল, অসহায় প্রজাদের ওপর আর জুলুম করবেন না।

মণিশঙ্কর। পথ ছাড়।

বিনায়ক। তার আগে বলে যান, আপনি ওদের উৎপীড়ন করবেন না?

মণিশঙ্কর। আমার সময় সংক্ষেপ, এখনো পথ ছাড় বল্‌ছি।

বিনায়ক। আপনার জবাব না পেলে আমি কিছুতেই পথ ছাড়ব না।

মণিশঙ্কর। ওঃ জবাব চাই-ই তাহলে?

বিনায়ক। হঁ্যা চাই।

মণিশঙ্কর। বেশ, তবে এই নাও জবাব—(চাবুক মারিল, বিনায়কের মুখ কাটিয়া রক্ত পড়িল) কেমন, এবার পছন্দ হল ত?

[প্রস্থান

বিনায়ক। রক্ত! কিন্তু এতো জবাব হ'ল না। নিপীড়িত মানুষের চিরদিনকার জিজ্ঞাসাকে এতো হ'ল শুধু দাবিয়ে রাখা।

(অমিতা, প্রহ্লাদ ও দেবনাথের প্রবেশ)

প্রহ্লাদ। দেবতা—দেবতা,—কোথায় গেল সেই—

অমিতা। একি, বিনায়কবাবু, এ রক্ত কিসের?

বিনায়ক। জমীদারকে প্রশ্ন করেছিলুম, তিনি বল্লেন এই নাকি জবাব।

প্রহ্লাদ। জবাব দিয়েছে, দেবতার রক্ত মাটীতে ফেইলে জমীদার

জবাব দিয়ে গ্যাছে? তবে আর দেরী কেনে? লাঠি লইয়ে চইল্যে আয় দেবা।

বিনায়ক। প্রহ্লাদ, প্রহ্লাদ, ভুলে যেয়ো না,—আজ তোমরা সত্যাগ্রহী, তোমাদের মন্ত্র আজ অহিংসা।

প্রহ্লাদ। অহিংসা! অহিংসা কিসের হে? অহিংসা খাটে মানুষের সঙ্গে মানুষের। কিন্তুক আমাদের দেবতার গায়ে যে জানোয়ার আঁচড় কাইট্যে রক্ত বার কইর্যে যায়—সে জানোয়ারের সঙ্গে তোমরা ভদ্দরলোকেরা অহিংসা করতি পার। আমরা ছোট জাত, আমাগো মন্তর তখন অহিংসা নয় হে, আমাদের মন্তর তখন, এই তেল পাকান বাঁশের লাঠি।

[দেবনাথসহ প্রহ্লাদের প্রস্থান

বিনায়ক। প্রহ্লাদ, প্রহ্লাদ, দেবনাথ, অমিতা, ওদের যেতে দিও না, ফেরাও, শীগ্‌গীর ফেরাও।

অমিতা। আর ফেরানো যাবে না বিনায়কবাবু! জ্যান্ত বাঘকে আমরা এতদিন বশ করে রেখেছিলুম, কিন্তু সে আজ রক্ত দেখেই রক্তের নেশায় মেতেছে। তাকে এবার ফেরান অসম্ভব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ভিজাগাপটম। ডলকিন্‌স লোজের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রতীর। সমুদ্রতীরে মাদ্রাজী স্ত্রী-পুরুষ ও নানাজাতের নরনারী বেড়াইতেছে। একধারে মানসী ও তাহার পাঁচ বছরের ছেলে মণ্টু। দূরে সূর্য্য অস্ত যাইতেছে]

মানসী। সুব্রহ্মণ্যমদের বাড়ীতে বুঝি খেলতে গিয়েছিলে?

মণ্টু। হ্যাঁ, মা-মণি, জানো, ওরা এইটুকুন একটা বাঘের বাচ্চা পুষেছে। আচ্ছা মা-মণি, বাচ্চা বাঘ কি কামড়ে দেয়?

মানসী। পোষ মানলে হয়তো কামড়ায় না। কিন্তু একবার যদি রক্তের আস্বাদ পায়, তখন কি করে বলতে পারি না।

মণ্টু। মা-মণি—

মানসী। রাঘবন্—রাঘবন্—

(রাঘবনের প্রবেশ)

মানসী। (মণ্টুকে রাঘবনের কোলে দিয়া) চল্ রাঘবন্, অই ডলফিন্‌স নোজের ওধারটা চল্।

মণ্টু। ঐ পাহাড়ে আজ যাবে মা?

মানসী। ওপারে যাবার যদি খেয়া নৌকা পাই, নিশ্চয় যাবো। চল্ রাঘবন্—

[মানসী এবং মণ্টুকে লইয়া
রাঘবনের প্রস্থান

(দুইজন মান্দ্রাজীর প্রবেশ)

১ম। আবাবু, ইবাডা অস্তারু?

২য়। বাবুরে পস্তারু।

১ম। (গামছাখানা ২য়কে দিল) খাইরিগি শুভ্রাঙ্গা-খাইরিগি শুভ্রাঙ্গা। ওকাটী গ্লাসো নীরু পস্তারু।

(দ্বিতীয়ের প্রস্থান। অপরদিক হইতে গোকুলের প্রবেশ)

গোকুল। মশাই, শুনছেন? এখানে কোন বাঙ্গালী মহিলাকে দেখেছেন?

১ম। (হাতের ফল জোড়া দেখাইয়া) ইরুণ্ডু পাল্লু এস্তেকি ইস্তারু?

গোকুল। কি বলছেন বুঝতে পাচ্ছি না! শুনুন, আমি বলছি—একটী বাঙ্গালী মহিলা, আজ পাঁচ বছর হল, এই ভিজাগাপট্টম এসেছেন। ঐ যে, ঐ কোণের লাল রঙের ছোট বাড়ীটা, ওখানে তিনি থাকেন। শুনলুম তিনি এই সমুদ্রের ধারে এসেছেন, দেখেছেন তাকে?

১ম। এ ক্কেঁড়ে ইল্লু উলাদা ?

গোকুল। এতো বড় মুস্কিল হ'ল ! একবর্ণ বোঝাতেও পাচ্ছিনা, আর কি এক্কেঁড়ে এক্কেঁড়ে বলছে এক বর্ণ বুঝতেও পাচ্ছি না। মশাই, বহুদূর দেশ থেকে এসেছি, যদি আমার কথা কিছু বুঝতে পারেন, তাহ'লে দয়া ক'রে উত্তর দিন। এই দেখুন তাঁকে খুঁজে খুঁজে আমার পা দুখানির কি অবস্থা হয়েছে !

১ম। থাইরিগি শুভ্রাঙ্গা—থাইরিগি শুভ্রাঙ্গা—

[প্রস্থান

গোকুল। "থাইরিগি শুভ্রাঙ্গা"—তার মানে ?

(সোমেশ্বরের প্রবেশ)

সোমেশ্বর। মানে বোঝা কি অত সহজ দাদা। অ্যাঁ—হাঃ হাঃ হাঃ—

গোকুল। এই যে, তবু একজন বাঙ্গালী ভদ্দর লোক দেখছি !

সোমেশ্বর। বলি মশাই, কতদিন এ মুলুকে এসেছেন ?

গোকুল। কতদিন কি ? আজই সবে এসেছি।

সোমেশ্বর। ওঃ আজ এসেছেন ! এরই মধ্যে এদের কথা বুঝতে চান ? পাক্কা তিনমাস হ'ল এসেছি মশাই, তবু এখনো দু-আনা বাক্যিও বুঝে উঠতে পারিনি। সেদিন চিঁড়ে খেতে চেয়ে কি বিভ্রাট হ'ল জানেন ?

গোকুল। কি ?

সোমেশ্বর। এই দেশী চাকরকে বললুম চিঁড়ে এনে দে। কথাতো বোঝে না, তাই একটা চাল হাতের মধ্যে নিয়ে এই ভাবে টিপে দেখালুম, সে বেটা হাসতে হাসতে চলে গেল। খানিক বাদে নিয়ে এল খানিকটা গাঁজা,—

গোকুল। গাঁজা আনল ?

সোমেশ্বর। আমি তখন বেটাকে পারিতো মারি। আজ পর্য্যন্ত আমাদের বংশে কেউ নেশা ভাঙের মুখ দেখেনি, আর আমায় কিনা চিঁড়ের বদলে গাঁজা এনে দিল! দুটো ধমক খেয়েই বেটা "নালুকুন্দু, নালুকুন্দু" বলে আবার ছুটলো। একটু বাদে এক পুরিয়া নালুকুন্দ এনে হাজির হল।

গোকুল। নালুকুন্দু কি মশাই?

সোমেশ্বর। মানে আমার গুষ্ঠির মাথা। আফিং—বুঝেছেন আফিং।

গোকুল। আফিং?

সোমেশ্বর। হ্যাঁ, যখন গাঁজাখোর নই, তখন ভাবলে, বাবু নিশ্চয় আফিংখোর। পুরিয়া শুদ্ধ সমুদ্দুরের জলে ভাসিয়ে দিলুম, আর সেই দিন থেকে মনে মনে ঠিক করলুম, যতদিন এ মুলুকে থাকি, নিজে সঙ্গে না গিয়ে চাকরের মারফত আর কোন জিনিষ কিনব না। আপনারও যদি কখনো কিছু কেনবার দরকার হয়—

গোকুল। আজ্ঞে না, আমার কিছু কেনবার দরকার নেই। আমি আবার দু'একদিনের মধ্যেই চলে যাব।

সোমেশ্বর। সে কি মশাই, দু একদিনেই কি চেঞ্জ হয়?

গোকুল। আজ্ঞে না, আমি চেঞ্জে আসিনি, আমি এসেছি একটা বিশেষ প্রয়োজনে।

সোমেশ্বর। ওঃ—

গোকুল। দেখুন ঐ যে লাল রংএর ছোট বাড়ীটা, ওখানে এক বাঙ্গালী মহিলা থাকেন। আমি তাঁর কাছেই এসেছি। তিনি বাড়ীতে নেই। তাঁর বাগানের মালী এই দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। আপনি দেখেছেন কোন বাঙ্গালী মহিলাকে?

সোমেশ্বর। হাঁ, হাঁ একটী বাঙ্গালী মেয়েছেলে, প্রায়ই সমুদ্রের ধারে বেড়ান বটে! সঙ্গে একটী বাচ্চা ছেলে।

গোকুল। বাচ্চা ছেলে! না, তার তো কোন সন্তান নেই।

সোমেশ্বর। তবে হয়তো অন্য কেউ হবে। ওই, ওই যে আসছেন, দেখুন তো উনিই কিনা?

গোকুল। উনি! তাই তো, অনেকটা সেই রকমই মনে হচ্ছে। কিন্তু সঙ্গের ছেলেটী—

সোমেশ্বর। হয়তো বোনপো, ভাইপো কেউ হবে। আচ্ছা, আপনি কথা বলুন, আমি ততক্ষণ একবার বাজারটা ঘুরে আসি, নমস্কার।

[প্রস্থান

গোকুল। হাঁ—নমস্কার!

(অপর দিক হইতে মানসী, মণ্টু ও রাঘবনের প্রবেশ)

মণ্টু। ফিরে এলে কেন মা-মণি? ওপারের পাহাড়ে যাবে না?

মানসী। না বাবা, খেয়া নৌকা আমাদের ফেলে রেখে চলে গেল যে?

গোকুল। মা—

মানসী। কে? একি? কাকাবাবু? আপনি খবর না দিয়ে হঠাৎ—

[গোকুলকে প্রণাম করিল]

গোকুল। সব বলছি মা! এটী কে?

মানসী। তোর দাদুকে প্রণাম কর মণ্টু!

গোকুল। থাক্, থাক্—দেখি ভাই, নাক, মুখ, চোখ, সবই এক।

মানসী। কি? চিন্‌তে পাচ্ছেন না বুঝি?

গোকুল। হাঁ—চিনেছি, চিনেছি, ঐ যে আমার বুকের নিধি,—

আমার ভাঙ্গা-ঘরের চাঁদের আলো ? আয় দাদু, বুকে আয়—বুকে আয়,—(মন্টুকে কোলে তুলিলেন) আঃ বুকখানা যেন জুড়িয়ে গেল।

মানসী। কাকাবাবু ?

গোকুল। কিন্তু একি আশ্চর্য্য ব্যাপার মা ? চন্দনপুর ছেড়ে আসবার সময় কিছু জানালিনে। এমন কি এই পাঁচ বছর এত চিঠি লিখলি, তবু একটী লাইন লিখে জানালি নে যে, চন্দনপুর রাজবংশে এমন কুল উজ্জ্বল করা সোনারচাঁদ এসেছে।

মানসী। খবর পেলে কি করতেন ? কুল উজ্জ্বল করা ছেলেকে তাহলে বোধ হয় অমনি তার সেই কুল উজ্জ্বল করা বাপের কাছে নিয়ে যেতেন, তাই না ? কি, চুপ করে কেন ? আপনার গুণধর বাবাজীতো একা একা সবদিকে জ্বালিয়ে উঠতে পাচ্ছেন না। এবার ওকেও ওর বাপের সঙ্গে জুটিয়ে দেবেন নাকি ?

গোকুল। ওরে না, না, বড় দেরী করে এসেছি মা ? যদি আগে জানতুম, এমন সোনারচাঁদ ছেলেকে বুকে পেয়ে, হয়তো মণিশঙ্করের মন ফিরে যেত, ও কাছে থাকলে হয়তো আজ আর এই দুর্ব্বিপাক ঘটত না।

মানসী। কেন ? কি দুর্ব্বিপাক ঘটল ?

গোকুল। মা, মণিশঙ্কর—

মানসী। কি ?

গোকুল। দাদু—যাও একে নিয়ে যাও।

[মন্টুকে কোলে নিয়া রাঘবনের প্রস্থান

মানসী। কি কাকাবাবু; চুপ করে কেন ? কি হয়েছে তাঁর বলুন ?

গোকুল। সে আর নেই—

মানসী। নেই?

গোকুল। বিদ্রোহী প্রজারা তাকে খুন করেছে।

মানসী। খুন করেছে? শেষে অপঘাতে মৃত্যু? উঃ—

(দু-হাতে মুখ ঢাকিলেন)

গোকুল। মা!

মানসী। হ্যাঁ, আমিও এই রকম একটা কিছু আশঙ্কা কচ্ছিলুম মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখতুম, কালও শেষরাত্রে দেখেছি। লক্ষ্মীর ব্রত করব, পিটুলী গুলে আলপনা দিচ্ছি, সাদা পিটুলী গোলা রক্তের মত লাল হয়ে যাচ্ছে। আর আমার পরণের লালপাড় শাড়ী যেন, পাড় উঠে সাদা হয়ে যাচ্ছে! স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে গেল, আর ঘুমাইনি।

গোকুল। মা—

মানসী। আরতো কেউ নেই আমার, আপনিই রইলেন, তাহলে চলুন আপনিই সাদা থান কাপড় এবার আমার হাতে তুলে দেবেন।

গোকুল। ওরে না, সে আমি পারব না, আমায় ও শাস্তি দিস্‌নে মা। এই ষাট বছর ধরে অনেক সয়েছি, শেষকালে আমার সোনার প্রতিমাকে নিজহাতে,—না মা, সে আমি পারব না—পারব না।

মানসী। থাক্‌, তবে আর কষ্ট দেব না। যা করবার নিজেই করব! এক যদি দাদা থাকত, তাহলে, ভাল কথা—দাদার কথাতো কিছু বল্‌লেন না কাকাবাবু? দাদা কেমন আছেন?

গোকুল। বেণু—ভাল আছে।

মানসী। ওকি কাকাবাবু; মুখ ফিরিয়ে নিলেন কেন? শীগ্‌গীর বলুন আমার দাদা কেমন আছে?

গোকুল। আঃ বললুম তো,—ভাল আছে।

মানসী। না, দাদা ভাল নেই। আমায় লুকোবেন না, বলুন কাকাবাবু দাদা কোথায়?

গোকুল। কোথায় আবার? হাজত বাস কর্চ্ছেন।

মানসী। হাজত বাস?

গোকুল। কুসুমদীঘির প্রহ্লাদ বাগ্দী মণিশঙ্করকে খুন করেছে। সেই প্রহ্লাদকে বাঁচাতে বেণু নিজে হাজতে গেছে। দারোগার কাছে কবুল করেছে যে, প্রহ্লাদ বাগ্দী নয়, মণিশঙ্করকে খুন করেছে সে নিজে।

মানসী। প্রহ্লাদ বাগ্দীকে বাচাতে দাদা নিজে জেলে গেল। আর আপনি সব জেনে শুনেও দাদাকে জেলখানায় ফেলে রেখে, কোন প্রাণে এখানে চলে এলেন কাকাবাবু?

গোকুল। আসব না তো তুমি আমায় কি করতে বল? বেণু নিজের হাতে খুন না করুক, তার শিক্ষাতেই তো বাগ্দীদের আজ অতখানি দুঃসাহস হয়েছে। শ্রীবিলাস রায়ের কন্যাকে যারা বিধবা করল, শ্রীবিলাস রায়ের অন্নে আজীবন পালিত হয়ে, আমি আজ সেই সব আসামীদের শ্রীবিলাস রায়ের ষ্টেটের টাকাতেই খালাস করব? কেমন?

মানসী। কাকাবাবু,—

গোকুল। হতভাগা ছেলেকে বিলিয়ে দিয়েও শান্তি পেলুম না। আজীবন জ্বালাল। শেষে তোমার নোয়া, সিন্দুর ঘুচিয়ে এখন নিশ্চিন্ত মনে ফাটক বাসে চলল। পচুক হতভাগা পচুক সেই জেলখানায়। তুমি আবার বলছ, তাকে খালাস করে আনলে না কেন? তোমরা দু ভাই বোন মিলে, আমার জীবনকে তো ভীষ্মের শরশয্যা করে তুলেছ। আর কি চাও? এ বুড়ো হাড় আর তোমাদের কত অত্যাচার সইবে শুনি?

মানসী। থাক্ কাকাবাবু, আপনাকে আর কিছু করতে হবে না, —যা করবার আমি নিজেই দেশে গিয়ে করব।

গোকুল। তুমি দেশে যাবে ?

মানসী। হ্যাঁ, আপনি বরং এখানে থেকে, আমায় এখানকার দায়ীত্ব থেকে কদিনের ছুটী দিন।

গোকুল। এখানকার দায়ীত্ব—

মানসী। আপনাকে তো চিঠিতে সব কথাই জানিয়েছি। একটা বিরাট জ্যোতিষ্ক, নিজের ভেতরকার আগুনে পুড়ে পুড়ে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। যতক্ষণ ঐ ডুবন্ত সূর্য্যের মত একেবারে নিভে না যায়, ততক্ষণ তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

গোকুল। অমরেশবাবুর কথা বলছ মা ? কেমন আছেন তিনি ?

মানসী। বল্লুম তো, দেখুন সূর্য্য প্রায় ডুব্‌তে বসেছে—ডুবলো বলে।

গোকুল। মা—

মানসী। আপনি তাঁর পাশে থাকবেন। আমি আবার শীগ্‌গীরই ফিরে আসব কাকাবাবু, যে ক'টা দিন না ফিরি, অন্ততঃ সে কটাদিন তাঁকে ধরে রাখতে চেষ্টা করবেন।

গোকুল। ক'রব মা,—কিন্তু ভাব্‌ছি তুমি একা যাবে ?

মানসী। একা যাবো না, সঙ্গে থাক্‌বে আমার মন্টু।

গোকুল। দাদাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে ?

মানসী। নেব না ? আপনি ভুলে যাচ্ছেন কাকাবাবু, ওর বাবা যে কাজ অসমাপ্ত রেখে গেল, ওকে যে এবার সেই কাজ সমাপ্ত করতে হবে।

গোকুল। তার মানে ?

মানসী। ঐ দেখুন—দেখুন কাকাবাবু।

গোকুল। কি ?

মানসী। অন্ধকার হয়ে এল, আকাশ, পৃথিবী অন্ধকারে ছেয়ে গেল। তবু সেই অন্ধকারের মধ্যেও ঐ যে আমার বড় সাধের সন্ধ্যা-মণিটী কেমন জ্বল্‌ জ্বল্‌ করে উঠেছে। দেখ্‌তে পাচ্ছেন না,—এগিয়ে আসুন,—দেখবেন আসুন।

তৃতীয় দৃশ্য

[কুসুমদীঘি, বাগ্দীপাড়া, একপার্শ্বে সুসজ্জিত মানমন্দির। বিশেষ উৎসব উপলক্ষে সমস্ত গ্রাম সাজানো হইয়াছে। প্রতিগৃহে ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা উড়িতেছে। অমিতা, প্রহ্লাদ, দেবনাথ প্রভৃতি। নেপথ্যে নহবৎ বাজিতেছে।]

অমিতা। ওরে থাম্—তোরা থাম বাপু, একি কর্চ্ছিস ?

প্রহ্লাদ। কি বলছ হে মা-লক্ষ্মী, এতদিন বাদে আমাদের দ্যাব্‌তা জেল হইতে খালাস পাইল, আজ আমরা আনন্দ করব না কেনে ?

(বিনায়কের প্রবেশ)

বিনায়ক। সত্যিই যদি আনন্দ করতে হয়, আমাকে নিয়ে নয়, যার জন্য আমি খালাস পেয়েছি, তিনি এখানে এলে, তোদের যা কিছু বলবার তাঁকেই বলিস।

অমিতা। কে তিনি ?

বিনায়ক। এক অজ্ঞাত পরিচয় বিধবা মহিলা।

অমিতা। বিধবা মহিলা ?

বিনায়ক। হ্যাঁ, উকিল সুধানাথ বাবুর কাছে শুনলুম, আমাকে জেল থেকে বার করবার জন্য, তিনি এ ক'দিন মুঠো মুঠো টাকা খরচ করেছেন! তিনি না এলে, সুধানাথবাবুর মুখেই শুনলুম আমার পাঁচ বছর জেল হ'ত নির্ঘাত। শুধু তাঁরই চেষ্টায়—

অমিতা। কিন্তু তিনি কে ? তাঁর কিছু পরিচয়—

বিনায়ক। কোন পরিচয় জানাতে অস্বীকার করেছেন। অলক্ষ্যে থেকে কেবল সুধানাথবাবুকে টাকা জুগিয়েছেন।

অমিতা। আশ্চর্য্য ব্যাপার!

বিনায়ক। শুন্‌লুম আজই তিনি এদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। সুধানাথবাবুর মারফৎ অনেক অনুরোধ জানাতে, তিনি যাবার আগে একবার দেখা করে যেতে স্বীকৃতা হয়েছেন।

অমিতা। আজকের গাড়ীতেই যদি চলে যান্, তবে তো তাঁর আসবার সময় হয়ে গেছে।

বিনায়ক। হ্যাঁ, ওই যে একখানা গরুর গাড়ী থামল না? হয়তো তিনিই এসে গেছেন।

প্রহ্লাদ। অ্যাঁ মালক্ষ্মী এসে গেছেন? কিন্তু একা একা তো লক্ষ্মী দর্শন করতে নেই! চল্ দেবা, আমরা গাঁয়েব সব ছেলে, বুড়ো, মেয়ে-ছেলেদের সকলকে ডাইক্যে লইয়ে আসি। সবাই মিলে মা-লক্ষ্মী দর্শন করব চল্।

দেবনাথ। চল,—চল সর্দ্দার—তাই চল।

[দেবনাথ ও প্রহ্লাদের প্রস্থান

অমিতা। ওই যে শিমুল গাছটার ওধারে গাড়ী থেকে একটী মহিলাই নামলেন। সাড়া পাচ্ছি যেন? গাড়ীতে আরও কেউ আছে নাকি?

বিনায়ক। না, আর কে থাকবে? উনি একাই আসবেন বলে-ছিলেন। অন্ধকারে ভাল দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু ওকে? ওকে অমিতা দেবী? ওকে দেখে আমার বুক কেঁপে উঠছে কেন? কেও—কে?

(মানসীর প্রবেশ)

বিনায়ক। একি? কে—কে তুমি?

মানসী। আমায় চিন্‌তে পাচ্ছনা দাদা,—এরই মধ্যে ভুলে গেলে?

[বিনায়ককে প্রণাম করিল]

বিনায়ক। মানসী! কিন্তু তোর এ বেশ—

মানসী। বাঙ্গালী মেয়ে স্বামী হারালে তো চিরকালই এই রকম থান কাপড় পরে থাকে।

বিনায়ক। তোর স্বামী—

মানসী। তুমি তো জান, মানুষকে তিনি তাদের অধিকারে বঞ্চিত করেছিলেন, তাই সেই নিপীড়িত গণদেবতার রোষের আগুণে আত্মাহুতি দিয়ে, কৃত-কর্ম্মের জবাব দিহি করতে হয়েছে।

বিনায়ক। কি বলছিস্ তুই মানু? সবই যেন আমার কাছে কেমন গোল পাকিয়ে যাচ্ছে। তবে কি—তবে কি জমিদার মণিশঙ্কর—

মানসী। হ্যাঁ, আমার স্বামী।

বিনায়ক। তোর স্বামী? এ তুই কি করলি মানু? তোর দাদা তোকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল বলে, তার ওপর কি এমনি করেই শোধ তুল্‌তে হয়? একটী দিনের তরেও কেন জানাস্ নি দিদি,—যে জমিদার মণিশঙ্কর তোর স্বামী?

মানসী। হ্যাঁ, আমি তোমাকে, তাই জানাতুম, আর তুমি তোমার ব্রত ধর্ম্ম সব কিছু এই হতভাগীর মুখ চেয়ে জলাঞ্জলি দিতে। গ্রামশুদ্ধ এতগুলি মানুষকে সেই অত্যাচারীর কবলে সঁপে দিয়ে, এখান হতে সরে যেতে, এই তো?

বিনায়ক। মানু—

মানসী। দাদার কথা শোন্ ভাই অমি! দাদা এ কথা ভুলে গেছে যে, সে যদি রাজার ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে, পথের ধূলোয় এসে দাঁড়াতে পারে, তার বোনও এই ধূলো মাটীর দেশের জন্য সব কিছু ত্যাগ করতে পারে।

অমিতা। মানসী—

মানসী। সত্যিই ভাই, তোমরা অসম্ভবকে সম্ভব করেছ। আমি

কখনো কল্পনাও করতে পারিনি যে, ছন্নছাড়া দীন দুঃখীদের অভাবের সংসারগুলিকে এমন ছন্দবদ্ধ কাব্যের মত সাজিয়ে গুছিয়ে তোলা যায়। আসবার সময় গোটা পল্লীটা ঘুরে দেখে এলাম। মনে হ'ল যেন, এখানকার মাটীতে দাঁড়িয়ে জীবন্ত প্রাণের স্পন্দন অনুভব কর্চ্ছি।

বিনায়ক। সে স্পন্দন তো তুই-ই জাগিয়েছিস দিদি!

মানসী। আমি?

বিনায়ক। হ্যাঁ, ঐ দেখনা—

মানসী। একি! মানমন্দির?

বিনায়ক। হ্যাঁ, মানমন্দির, ঐ মন্দিরে আমরা গড়ে তুলছি দেশের মানুষ, ঐ মন্দিরে পূজা হয় আমাদের দেশমাতৃকার। তুই মানমন্দিরের কল্পনা করেছিলি, আর আমি দিয়েছি তাকে রূপ।

মানসী। মানমন্দির—আমার মানমন্দির!

বিনায়ক। হ্যাঁ দিদি, ও তোরই মানমন্দির।

মানসী। সত্যিই যদি আমার হয়, তাহলে ঐ মানমন্দিরের জন্য আমি যা কিছু করব, তাতে বাধা দেবে না?

বিনায়ক। কেন বাধা দেব?

মানসী। অমি, তুই সাক্ষী রইলি ভাই; দাদা বল্‌ছে মানমন্দিরের জন্য আমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারি।

অমিতা। বেশ, সাক্ষী রইলুম।

মানসী। দেখো, যে মাটীকে তোমরা স্বর্গের চেয়ে বড় বলে ভালবাস, সেই মাটীর বুকে দাঁড়িয়ে বলছ?

বিনায়ক। হ্যাঁ, তাই বলছি, বল্ তুই কি করতে চাস?

মানসী। বিশেষ কিছু নয়, এই মানমন্দিরকে আরও বড় করে গড়ে তোলবার জন্য আমি এই জিনিষটা দিচ্ছি নাও—　　[দলিল দিল

বিনায়ক। কি এ?

মানসী। দানপত্র।

বিনায়ক। দানপত্র?

মানসী। হ্যাঁ, আমি একা বিধবা। আমার তো বেশী কিছু নেই। থাকবার মধ্যে ঐ এক চন্দনপুর ষ্টেট, সে আমি তোমার হাতে তুলে দিলুম।

বিনায়ক। সে কি দিদি। না না, এ আমি নিতে পারবো না।

মানসী। ষ্টেট আমি তোমাকে ভোগ করতে দিচ্ছি না, এ ষ্টেটের যা কিছু আয় সে তুমি আমার মানমন্দিরের জন্য খরচ ক'রো।

বিনায়ক। কিন্তু শুনেছি উইল রয়েছে চন্দনপুর ষ্টেটের উত্তরাধিকারী অবর্ত্তমানে ষ্টেট রাধামাধবের দেবত্র হবে।

মানসী। তাই তো হ'ল। রাধামাধবকে তুমি দিনে একটীবার হাতে করে তিল তুলসী দিও। আর এই দেবত্র থেকে রাধামাধবের দুঃখী অনাথ ছেলে মেয়েদের দুমুঠো খেতে দিও।

বিনায়ক। দেবত্র ব্যয় করবার অধিকারী তো আমি নই। রাধা-মাধবের সেবায়েৎ গোকুলকাকা।

মানসী। তিনি এখন অনেক দূরে। স্থির করেছেন আর তিনি দেশে ফিরবেন না। তাঁর অবর্ত্তমানে রাধামাধবের একমাত্র সেবায়েৎ তুমি।

বিনায়ক। আমি!

মানসী। ঘরে আলো রয়েছে ঐ আলোতে গোকুলকাকার এই চিঠিখানি পড়ে এসো। তবেই সব বুঝতে পারবে!

[চিঠি প্রদান

বিনায়ক। চিঠি— [বিনায়কের প্রস্থান

মানসী। ভাই অমি, এখানকার রেল ষ্টেশন কতদূর ?

অমিতা। এক মিনিটের রাস্তাও নয়, ঐ তো ষ্টেশন, গাড়ী দাঁড়িয়ে জল নিচ্ছে।

মানসী। ওঃ !

অমিতা। কিন্তু ষ্টেশনের খোঁজ কেন ভাই ? তুমি কি সব ছেড়ে চলে যাবে ঠিক করেছ ?

মানসী। সব কিছু ছাড়তে পাচ্ছি কই ভাই ? অনেক বড় দায়ীত্ব আমার কাঁধে, একা মানুষ সব দিক পেরে উঠবো না বলেই, একটা বোঝা নামিয়ে গেলুম।

অমিতা। সে কি দায়ীত্ব ভাই ? আমায় বলবে না ?

মানসী। তোমার দাদার কোন খবর রাখ ?

অমিতা। না। তবে প্রায় চার বছর আগে দাদার একখানি চিঠি পেয়েছিলুম, চিঠিতে কোন ঠিকানা নেই। Post office এর stamp'ও এমন অস্পষ্ট যে পড়তে পারিনি !

মানসী। কি লিখেছিলেন ?

অমিতা। লিখেছিলেন, এক বোনকে ছেড়ে এসে তিনি এমন আর এক বোন পেয়েছেন যার চেয়ে বেশী সেবা আর কেউ করতে পারবে না। তাঁর জন্যে ভাবতে, তাঁর কোন সন্ধান করতে নিষেধ করে লিখেছিলেন। সবার শেষে লিখেছিলেন, "যে প্রদীপ নিভে যাচ্ছে, অন্ধকার ঘরে তার পানে চেয়ে বসে থেকোনা। অন্ধকারকে ভয় পেয়োনা,—বাইরে যাও, সূর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষা কর।" তাঁর আদেশ মত বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি। সূর্য্য ওঠার প্রতীক্ষায় রয়েছি।

মানসী। কিন্তু সূর্য্যোদয়ের আভাস পাচ্ছিস কি ভাই ? অন্ধকার ঘরে ক্লান্ত দীপ শিখা, শুধু যে এই সংবাদটুকুই জানতে চাইছে আজ !

অমিতা। সে কি মান্নু! তুই কি বলছিস? দাদা তবে কোথায় আছেন তুই জানিস?

মানসী। জানি, কিন্তু না, আর সময় নেই। বেণুদা চিঠি পড়ে এখনি ফিরে আসবে। তার আগে যে আমার একটা মস্ত বড় কাজ বাকী রয়েছে।

অমিতা। কিন্তু, আমার দাদার খবর?

মানসী। তুই যা, গোকুলকাকার চিঠি দেখ্‌গে। ওতেই সব জানবি।

অমিতা। মান্নু!

মানসী। আর কথা নয় ভাই, আমায় একটু একা থাকতে দে; শেষ কাজটা করে ফেলি। যা তুই, চিঠি দেখ্‌গে যা। [অমিতার প্রস্থান

মানসী। রাঘবন্—রাঘবন্, মণ্টুকে শীগ্‌গীর গাড়ী থেকে নামিয়ে আন্। (রাঘবন্ ও মণ্টুর প্রবেশ

মণ্টু। মা মণি!

মানসী। এসো বাবা, তোমার কি ভয় কচ্ছিল?

মণ্টু। হ্যাঁ মা মণি, তুমি আমায় যতক্ষণ না ডাকবে, ততক্ষণ তোমার কাছে আসতে মানা করেছিলে, তাই আমার বড্ড ভয় কচ্ছিল। তোমায় ছেড়ে থাকতে কান্না পাচ্ছিল।

মানসী। মাণিক আমার, মাণিক সোণা! ছিঃ বাবা, কেঁদনা, এই তো আমি তোমায় বুকে তুলে নিচ্ছি, তবে ভয় কি?

মণ্টু। কি জানি মা; তোমার বুকে রয়েছি, তবু কেমন যেন ভয় কচ্ছে:

মানসী। না বাবা, ভয় পেয়োনা, তুমি কাঁদলে আমিও যে না কেঁদে থাকতে পারব না বাবা?

মণ্টু। না মা, তবে আর কাঁদব না।

মানসী। হ্যাঁ কেঁদো না, কখ্খনো কেঁদো না। আচ্ছা মণ্টু, আমি যদি তোমায় ফেলে অনেক দূরে চলে যাই, তা হলেও কাঁদবে না তো?

মণ্টু। না, না আমি যেতে দেব না—তোমায় যেতে দেবনা মা মণি, যেতে দেব না—।

মানসী। এই দেখ, পাগল ছেলে আবার কাঁদে! ওরে, তোর এই নরম দু'খানি হাতের মুঠি ছাড়িয়ে নিয়ে, আমি কি কোথায়ও যেতে পারি? তবে যখন ঘুমের ভেতর এই মুঠো আল্‌গা হবে, তখন যদি হারিয়ে যাই?

মণ্টু। আমি ঘুমের ভেতর মা মণি বলে কেঁদে উঠব।

মানসী। কেঁদে আমাকে কাঁদাবি শুধু, ফেরাতে পারবি নে বাবা।

মণ্টু। তবে কি করব?

মানসী। শোন্—ঐ দেখ্ছিস—

[মানমন্দিরের ত্রিবর্ণপতাকা দেখা যাচ্ছিল]

মণ্টু। কি? নিশান?

মানসী। হ্যাঁ, নিশান! যদি কখনো ঘুমের ভেতর আমাকে হারিয়ে ফেল বাবা, কেঁদ না তা হলে, শুধু ঐ নিশান উঁচু করে তুলে ধরো। তোমার হাতের ঐ নিশান দেখে আমি বুঝব,—আমার মাণিক আমায় খুঁজছে।

মণ্টু। নিশান উঁচু করে ধরলেই ফিরে আসবে তো?

মানসী। আসব বই কি বাবা, নিশ্চয় আসব। কিন্তু দেখো, নিশানের পরিবর্তে যদি কেউ আর কিছু তোমার হাতে তুলে দেয়, নিওনা কিন্তু। মাকে ডাকবার একমাত্র নিশানা হ'ল ঐ তিন রঙা নিশান। মনে থাকবে তো বাবা?

মণ্টু। আচ্ছা মা, মনে থাক্‌বে।

মানসী। এইবার যাও, অনেক রাত হয়েছে, ঘুমোও গে। নিয়ে যাও রাঘবন্!

[রাঘবন্ মণ্টুকে কোলে লইয়া প্রস্থানোদ্যত

না, না রাঘবন্, নিয়ে যেয়ো না। ওকে আর একটুখানি আমার বুকে দাও।

মণ্টু। মা—

মানসী। বাবা—বাবা, না, ওই ওরা আসছে। যাও রাঘবন্, শীগ্‌গীর নিয়ে যাও।

[রাঘবন মণ্টুকে লইয়া প্রস্থান করিল

(বিনায়ক ও অমিতার প্রবেশ)

বিনায়ক। চিঠি পড়লুম দিদি, জগতে এমন বিচিত্র ঘটনাও ঘটতে পারে? আমার বাবা—

মানসী। জীবনে তিনি অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন। তবু মৃত বন্ধুর কাছে যে কথা দিয়েছিলেন, গোকুলকাকা কখনো সে কথার খেলাপ করেন নি। দুঃখে, দুর্দ্দিনে আমার পাশে থাকবেন বলেই তিনি দেশ ছেড়ে চলে গেছেন।

বিনায়ক। কিন্তু তোকে কি যেতেই হবে? কোন মতেই কি এখানে থাকতে পারিস নে দিদি?

মানসী। আমার সব হিসেব নিকেশ তো বুঝিয়ে দিয়েছি। আর আমায় কোন অনুরোধ করোনা দাদা! অমরেশদা আমার পথ চেয়ে বসে আছেন।

অমিতা। মানসী! যদি চলেই যাবি ভাই, আমাকে তোর সঙ্গে নে,—দাদাকে শুধু একটীবার দেখে আসব।

মানসী। কিন্তু তুই তো জানিস ভাই, যে কাজ তোরা গ্রহণ করেছিস, একদিনের জন্যও তা থেকে ছুটী নিলে অমরেশদা খুসী হবেন না। বরং মর্ম্মাহতই হবেন।

অমিতা। তবে থাক্, আমি যাব না।

মানসী। আসি ভাই, পায়ের ধূলো দাও দাদা—

(মানসী বিনায়ককে প্রণাম করিতেছিল, বিনায়ক মানসীর হাত ধরিল)

বিনায়ক। মানু—মানু, এমন সন্ন্যাসিনী হয়ে তুই আমার চোখের সামনে দিয়ে চলে যাবি দিদি! এ আমি কেমন করে দেখব?

মানসী। তুমিও তো একদিন আমার চোখের সামনে ঠিক এম্‌নি করেই চলে গিয়েছিলে দাদা, সেদিন কিন্তু আমি কাঁদিনি। আশীর্ব্বাদ করো, জীবনে আর যেন কখনো পথ ভুল না করি। পরম দুঃখের দিনেও চোখে জল এসে যেন, আমার দৃষ্টি ঝাপসা হ'য়ে না যায়।

(বিনায়ককে প্রণাম করিল, বিনায়ক নীরবে মাথায় একটী হাত রাখিয়া মুখ ঢাকিল)

মানসী। ওঃ ভাল কথা, যাবার সময় তোমাকে আমার আর একটী অনুরোধ আছে দাদা। বল, আমার শেষ মিনতিটুকু রাখবে?

বিনায়ক। রাখব দিদি! বল, আমায় কি করতে হবে?

মানসী। রাঘবন্—রাঘবন্—

(ঘুমন্ত মণ্টুকে লইয়া রাঘবনের প্রবেশ)

মানসী। তোমার এই মানমন্দিরে যে সব অনাথ আতুরদের প্রতিপালন করবে,—এই শিশুটীকেও তাদেরই সঙ্গে পালন করো। ওকে মানুষ করে গড়ে তুলো। দুঃখ দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে, ও যেন সত্যিকারের মানুষ হতে শেখে। এর বেশী কামনা, এর চেয়ে বড় প্রার্থনা আজ আর আমার কিছু নেই।

বিনায়ক। তাই হবে দিদি, আমি ওর ভার নিলুম—

(মন্টুকে বুকে লইল)

কিন্তু এ কে ? এ কে রে মানু ?

মানসী। বলেছি তো, অনাথ, আতুর, পথে কুড়িয়ে পেয়েছি ; তার বেশী কিছু নয়।

বিনায়ক। মানু—মানু—

(গাড়ী হুইসেল্ দিল, মন্টু চমকিয়া উঠিল)

মানসী। ঐ গাড়ী হুইসেল্ দিচ্ছে। দেরী করলে আর তো কিছুতে যেতে পারব না। রাঘবন্, চল বাবা, ছুটে চল—ছুটে চল।

[মানসি ও রাঘবনের প্রস্থান

বিনায়ক। একি হ'ল অমিতা ? কোথায় যেন কি একটা মস্ত বড় ফাঁকি থেকে গেল।

অমিতা। দেখুন তো, ঘুমন্ত ছেলেটির মুখখানা একবার ভাল করে দেখুন তো ; ঠিক যেন মানসীর—

[মণ্টু জাগিয়া উঠিল

মণ্টু। মা মণি, মা মণি। তোমরা কারা ? আমার মা মণি কই ?

বিনায়ক। তোমার মা মণি—

মণ্টু। হ্যাঁ, এই তো এখানে ছিল।

অমিতা। তোমার মা মণি এখানে ছিল ? আর বাবা— ?

মন্টু। বাবা তো নেই। দেখছ না, বাবা বেঁচে থাকলে কেউ মাথা নেড়া করে ?

বিনায়ক। শুনলে—শুনলে অমিতা! বাবা নেই, মা এখানে ছিল, এখনি চলে গেছে। বুঝলে তো ? ওরে—ওরে মণ্টু, ওরে সোনা—ওরে আমার বুকের নিধি, বুকে আয়। (বুকে চাপিয়া ধরিল)।

মন্টু। ছাড়, ছাড়—আমার মা মণিকে ডাকতে দাও। ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, ঘুমের ভেতর মা মণি হারিয়ে গেল বুঝি। মা গো—

বিনায়ক। সে আর আসবে না যাদু, গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে।

মন্টু। আসবে না? মা মণিকে না পেলে আমি কি নিয়ে থাকব তবে?

বিনায়ক। ভয় কি যাদু, তোর সব আছে। মা মণি তোকে যা ফাঁকি দিয়ে গিয়েছিলো, আমি তোকে তাই ফিরিয়ে দিচ্ছি, এই নে—এই নে।

(একখানি দলিল দিল)

মন্টু। একি?

বিনায়ক। তোর রাজত্ব, তোর সম্পদ, ওরে রাজার দুলাল, এই ফিরে নে তোর রাজশ্রী।

মন্টু। ও নিয়ে কি ক'রব?

বিনায়ক। তুই রাজা হবি।

মন্টু। রাজা হব? না, না ও আমি চাই না।

বিনায়ক। কেন?

মন্টু। ও নিয়ে রাজা হওয়া যায়, কিন্তু মা পাওয়া যায় না। ফাঁকি দিয়ে আমার মুঠি ভর্ত্তি করে দিতে চাও? সে হবে না, আমি ও নোবো না। আমায় দাও ঐ নিশান।

বিনায়ক। নিশান?

অমিতা। নিশান নেবে কেন বাবা?

মন্টু। তুমিও তো মা, তবু তুমি জানো না! শোনো, যে মা ঘুমের ভেতর হারিয়ে যায়, তাঁকে ডাকতে হয় ঐ নিশান উঁচু করে ধরে! দাও দাও, নিশান দাও—নিশান দাও।

বিনায়ক। দাও অমিতা, নিশান এনে দাও।

(অমিতা মণ্টুর হাতে জাতীয় পতাকা দিল)

উঁচু করে তুলে ধর শিশু,—আরো উঁচু করে! তোর হাতের ঐ নিশান, ঐ তিন রঙা নিশান দেখে, আমাদের শূন্য ঘরে ফিরে আসুক—তোর মা,—আমার মা,—আমাদের চল্লিশ কোটী ভাই বোনের হারিয়ে যাওয়া মা!

যবনিকা